



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2020

“মিষ্টি বাচ্চারা - অনেক দেহধারীদের থেকে ভালোবাসা সরিয়ে এক অশরীরী বাবাকে স্মরণ করো তো তোমাদের সকল অঙ্গ শীতল হয়ে যাবে”

প্রশ্ন:- যে দৈবীকুলের আত্মা হবে, তার লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- দৈবী কুলের আত্মাদের এই পুরানো দুনিয়ার থেকে সহজেই বৈরাগ্য হবে। ২) তাদের বুদ্ধি অসীম জগতে থাকবে। শিবালয়ে যাওয়ার জন্য তারা সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করবে। ৩) কোনো আসুরিক আচার-আচরণ তাদের মধ্যে থাকবে না। ৪) নিজের দৈনন্দিন চাট রাখবে যে আজ কোনো আসুরিক কর্ম তো হয়নি? বাবাকে সব সত্য শোনাবে। কিছুই লুকিয়ে রাখবে না।

গীত:- না সে আমার থেকে আলাদা হবে আর না আমি হবো...

ওম্ শান্তি । এখন এটা হল অসীম জগতের কথা। লৌকিক জগতের কথা সব বেরিয়ে যায়। দুনিয়াতে তো অনেককে স্মরণ করা হয়, অনেক দেহধারীদের সাথে ভালোবাসা থাকে। অশরীরী হলেন এক বাবা, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলা হয়। তোমাদেরকে এখন তাঁর সাথেই বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। ব্রাহ্মণ আদি খাওয়ানো, এইসব হলো কলিযুগের রীতি-রেওয়াজ। সেখানকার রীতি-রেওয়াজ আর এখানকার রীতি-রেওয়াজ একদম আলাদা। এখানে কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা যাবে না। যতক্ষণ না সেই অবস্থা আসে ততক্ষণ পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। বাবা বলছেন যে, যতটা সম্ভব পুরানো দুনিয়া থেকে যারা ছেড়ে চলে গেছেন বা যারা এখনো আছে, তাদের সবাইকে ভুলে যেতে হবে। সারাদিন বুদ্ধিতে এটাই যেন চলে, কাউকে কিভাবে বোঝাতে হবে। সবাইকে বলতে হবে যে, এসে ওয়ার্ল্ড-এর পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে বোঝো, যেটা কেউই জানে না। পাস্ট অর্থাৎ কবে থেকে শুরু হয়েছে। প্রেজেন্ট, এখন কি অবস্থায় আছে। শুরু হয়েছে সত্যযুগ থেকে। তো সত্যযুগ থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আর ফিউচারে কি হতে চলেছে - এই সমস্ত কথা সাধারণ মানুষ কিছুই জানেনা। বাচ্চারা তোমরাই জানো, এই জন্য চিত্র আদি তৈরি করো। এটা হলো অনেক বড় অসীম জগতের নাটক। সেই সব মিথ্যা লৌকিক নাটক তো অনেক তৈরি হয়। যারা গল্প লেখে তারা আলাদা হয় আর যারা নাটকের সিন-সিনারি তৈরি করে, তারা আলাদা ব্যক্তি। এই সমস্ত রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখন যা কিছু দেখছো, সে সব কোনো কিছুই থাকবে না। বিনাশ হয়ে যাবে। তাই তোমাদেরকে সত্য যুগের নতুন দুনিয়ার সিন-সিনারি খুব ভালো ভাবে দেখতে হবে। যেমন আজমীর-এ সোনার দ্বারিকা আছে, তো সেগুলি থেকেও সিন-সিনারি নিয়ে নতুন দুনিয়া আলাদাভাবে বানিয়ে দেখাও। এই পুরোনো দুনিয়াতে আগুন লেগে যাবে, এরও নকশা তো আছে তাইনা। আর এই নতুন দুনিয়া পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। এইরকম-এইরকম চিন্তা করে ভালো রীতিতে বানাতে হবে। এইগুলো তো সব তোমরাই বুঝতে পারো। এই সময় মানুষের বুদ্ধি একদমই পাথরের মত হয়ে গেছে। তোমরা কতই না বোঝাও তবুও বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। যেমন নাট্যকারেরা সুন্দর সুন্দর সিন সিনারি বানায়, এইরকম কারো সাহায্য নিয়ে স্বর্গের সিন-সিনারি খুব ভালোভাবে বানানো চাই। তারা খুব ভাল আইডিয়া দেবে। যুক্তি বলে দেবে। তাদেরকে বুঝিয়ে এমন সুন্দর বানানো চাই, যেটা সাধারণ মানুষ এসে সহজেই বুঝতে পারবে। বরাবর সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম ছিল। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারে ধারণা হয়। যাদের বুদ্ধি দেহ-অভিমানী, তাদেরকে খারাপ ছিঃ-ছিঃ বলা হয়। দেহী-অভিমানীকে সুন্দর ফুল (গুল-গুল) বলা যায়। এখন তোমরা ফুল তৈরি হচ্ছে। দেহ অভিমান থাকলে কাঁটাই থেকে যাবে। বাচ্চারা তোমাদের তো পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য আছে। তোমাদের হল অসীম জগতের বুদ্ধি, অসীম জগতের বৈরাগ্য। আমাদের এই বেশ্যালয় থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। এখন আমরা শিবালয়ে যাওয়ার জন্য ফুল তৈরি হচ্ছে। তৈরি হতে-হতেও যদি কোনো খারাপ আচরণ দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায় যে, এর মধ্যে এখনও ভূতের প্রবেশ আছে। একই ঘরে পতি হংস হয়ে আছে, পল্লি না বোঝার কারণে তো সমস্যা হয়ে যায়। সহ্য করতে হয়। বোঝা যায় যে, এর ভাগ্যে নেই। সবাই তো আর দৈবী কুলের হবে না, যে হওয়ার সে ঠিকই হবে। অনেকেরই খারাপ আচরণের রিপোর্ট আসে। এই-এই আসুরিক গুন আছে, এইজন্য বাবা প্রতিদিন বোঝাচ্ছেন যে, প্রত্যেক রাতে শোয়ার আগে নিজের দৈনন্দিন চাট দেখো, আজ কোনো আসুরিক কাজ তো আমার দ্বারা হয়নি? বাবা বলছেন যে, সারাজীবনে যা কিছু ভুল করেছো, সে সব আমাকে বলো। কেউ অতি খারাপ কাজ করলে তখন ডাক্তারকে বলতে লজ্জা পায়, কেননা সম্মান চলে যাবে, তাই না। না বললে তো আবার ক্ষতি হয়ে যাবে। মায়া এমন জোরে থাপ্পড় মারে যে, একদম সত্যানাশ করে দেয়। মায়াও হল খুব শক্তিশালী। ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত না পারলে তো বাবাও কি

করবেন।

বাবা বলছেন যে - আমি হলাম দয়ার সাগরও আবার কালেরও কাল। মানুষ আমাকে এই বলে আহ্বান করে যে, হে পতিতপাবন এসে আমাদেরকে পাবন বানাও। আমার নাম তো দুটোই, তাইনা। কিভাবে আমি দয়ার সাগরও, আবার কালেরও কাল, সেই ভূমিকা এখন পালন করছি। তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছে, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে সেই খুশিও আছে। অমরনাথ বাবা বলছেন যে, তোমরা সবাই হলে পার্বতী। এখন তোমরা "মামেকম্ স্মরণ করো" তো তোমরা অমরপুরীতে চলে যাবে আর তোমাদের পাপও বিনাশ হয়ে যাবে। ওই যাত্রাতে তো তোমাদের কোনো পাপ নাশ হয় না। সেটা হল ভক্তিমার্গ-এর যাত্রা। বাচ্চাদেরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের এখানে খরচা-ব্যয় কিভাবে চলছে। কিন্তু এইরকম কেউ সমাচার দেয় না যে, আমি এই উত্তর দিয়েছি। এতসব বাচ্চারা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ আছি, তো আমরাই নিজেদের জন্য খরচা-ব্যয় করবো তাই না। আমরা নিজেদের জন্য শ্রীমতে চলে রাজস্ব স্থাপন করছি। রাজ্যও আমরাই করবো। রাজযোগ আমরা শিখছি তাই, খরচা তো আমরাই করবো। শিব বাবা তো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন, যার দ্বারা আমরা রাজাদের রাজা হই। যে বাচ্চারা পড়াশোনা করে তারাই তো খরচা

ব্যয় করে তাই না। বোঝাতে হবে যে, আমরা নিজেদের জন্য খরচা ব্যয় করি, আমরা কোন ভিক্ষা বা দান আদি নিই না। কিন্তু বাচ্চারা শুধু লিখে দেয় যে, এও জিজ্ঞাসা করেছে, এইজন্য বাবা বলে দিয়েছেন যে, সারাদিনে যে সেবা করবে, সন্ধ্যাবেলায় সেই চাট বলতে হবে। এ সবই সবাইকে ফলো করতে হবে। এখানে আসে তো অনেকই। তারা সবাই প্রজা হবে, উঁচুপদ প্রাপ্তকারী খুব কম সংখ্যকই হয়। রাজা খুব অল্প সংখ্যক হয়, ধনীও খুব অল্পসংখ্যক হয়। বাকি তো সব গরীব হয়। এখানেও এইরকম হয়, তো দৈবী দুনিয়াতেও এইরকমই হবে। রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, সেখানেও নম্বরের ক্রম অনুযায়ী সবাইকেই চাই। বাবা এসে সবাইকে রাজযোগ শিখিয়ে আদি সনাতন দৈবী রাজধানী স্থাপন করেন। দৈবীধর্মের রাজধানী ছিল, এখন নেই। বাবা বলেন যে, আমি পুনরায় স্থাপনা করছি। তাই কাউকে বোঝানোর জন্য চিত্রও এরকম চাই। বাবার মুরলী শুনে করবে। দিন দিন সংশোধন তো হতেই থাকে। তোমরা নিজেদের স্থিতিকেও দেখতে থাকো, কতটা সংশোধন হচ্ছে। বাবা এসে নোংরা থেকে বের করেন, তোমরাও যত-যত অন্যদেরকে এই নোংরা থেকে বের করার সেবা করবে, ততোই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো একদম ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। সত্যযুগের থেকেও এখানে বাবা তোমাদেরকে অনেক উঁচু তৈরী করেন। বাবা, ঈশ্বর পড়াচ্ছেন, তো বাবার এই ঈশ্বরীয় শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করে তাঁকে প্রত্যক্ষ করে দেখাও, তবে তো বাবাও সমর্পণ হয়ে যাবেন। বুদ্ধিতে এটাই রাখতে হবে যে - ব্যস, এখন তো আমরা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবাই করবো। এই চাকরি আদি করা, সেসব তো চলতেই থাকবে। প্রথমে নিজের উন্নতি তো করি। খুবই সহজ আছে। মানুষ সব কিছুই করতে পারে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও রাজপদ পেতে হবে, এইজন্য প্রতিদিন নিজের দৈনন্দিন চার্ট লেখো। সারাদিনের লাভ-ক্ষতি বের করো। দৈনন্দিন চার্ট না লিখলে তো সংশোধন হওয়াও খুব কঠিন হয়ে যাবে। তোমরা বাবার কথা মানছ কিনা? প্রত্যেকদিন দেখতে হবে - কাউকে আমি দুঃখ তো দিইনি? পদ অনেক উঁচু, অবিনাশী উপার্জন আছে। না হলে তো আবার কাঁদতে হবে। রেস হয় না? কেউ তো লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয়, আবার কেউ তো কাঙ্গাল-ই হয়ে থেকে যায়। এখন তোমাদের হল এই ঈশ্বরীয় রেস, এখানে কোনো দৌঁড়ের প্রতিযোগিতাদি করতে হবে না, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো কিছু ভুল হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি বাবাকে শুনিয়ে দিতে হবে। বাবা আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই ভুল করেছে। বাবা বলেন যে, ঠিক-ভুল বিচার করার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে তো এখন আর কোনো ভুল কাজ করোনা। ভুল কাজ করে দিয়েছো - তো বাবা ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও, কেননা বাবা এখনও এখানে বসে আছেন শোনার জন্য। যদি কিছু খারাপ কাজ করে ফেলো, তো যত শীঘ্র সম্ভব বাবাকে বলো বা লিখে জানাও - বাবা আমার দ্বারা এই খারাপ কাজ হয়ে গেছে, তাহলে তোমার অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। এরকম নয় যে আমি কৃপা করবো। ক্ষমা বা কৃপা এক আনাও হবে না। সবাইকেই নিজেকে সংশোধন করতে হবে। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ হবে। অতীতেও যা কিছু পাপ কর্ম আছে, সেসব যোগবলের দ্বারা বিনাশ হয়ে যাবে। বাবার হয়ে পুনরায় বাবার নিন্দা করিও না। সদ্ধরুর নিন্দক কোনো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। পদ তোমরাই প্রাপ্ত করো - অনেক উঁচু। অন্য কোনো গুরুদের কাছে তো কোনো রাজপদ থাকে না। এটাই হলো তোমাদের এইম-অবজেক্ট। ভক্তিমার্গে কোনো এইম-অবজেক্ট হয় না। যদি হয়েও থাকে তো অল্পকালের জন্য। কোথায় একুশ জন্মের সুখ, আর কোথায় এক পয়সার অল্পদিনের সুখ। এরকম নয় যে, ধন থাকলেই সুখে থাকবে। দুঃখও তো অনেক হয়। আচ্ছা - মনে করো কেউ হসপিটাল বানিয়েছে তো পরের জন্মে তার রোগ কম হবে। এরকম তো নয় যে, সাথে সাথে অনেক বেশি বিদ্যাও অর্জন করবে বা ধনও অনেক বেশি প্রাপ্ত হবে। তার জন্য তো পুনরায় সব কিছু করতে হয়। কেউ ধর্মশালা বানাতে তো পরের জন্মে প্রাসাদোপম বাড়ি প্রাপ্ত করে। এমন নয় যে সুস্থ থাকবে। না। তাই বাবা কত ভাবেই না

বোঝাচ্ছেন। কেউ তো খুব ভালো ভাবে বুঝে তারপর অন্যদের বোঝায়, আবার কেউ তো কিছুই বোঝে না। তাই প্রতিদিন নিজের দৈনন্দিন চার্ট লেখো। আজ কি পাপ করেছি? এই কথাতে অসফল হয়েছি। বাবা শ্রীমং দেন যে, এইরকম কাজ আর ক'রোনা। তোমরা জেনে গেছো যে আমরা এখন স্বর্গে যেতে চলেছি। বাচ্চাদের তো খুশির পারদ চড়েই না। বাবার (ব্রহ্মা) তো অনেক খুশি হয়। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এই শরীর ছেড়ে আমি প্রিন্স হবো। তোমরাও পড়াশোনা করছো তো তোমাদেরও খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। কিন্তু কেউ কেউ তো বাবাকে স্মরণই করে না। বাবা কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন, সেই ইংরাজী আদি পড়তে তো মাথা খারাপ হয়ে যায়। খুব শক্ত হয়। এটাতো হলো খুবই সহজ। এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনার দ্বারা তোমরা শীতল হয়ে যাও। এতে তো কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো একদম শীতল অঙ্গ হয়ে যাবে। তোমাদেরই তো শরীর আছে তাইনা। শিববাবার তো কোনো শরীর নেই। শ্রীকৃষ্ণেরও অঙ্গ আছে। তাঁর অঙ্গ তো শীতল আছেই এই জন্য তার নাম রেখে দিয়েছে। এখন তাঁর সঙ্গ কিভাবে সম্ভব। তিনি তো সত্যযুগে থাকবেন। তাঁর এই রূপ শীতল অঙ্গ কে বানিয়েছেন? এটা এখন তোমরাই বুঝতে পারো। তো এখন বাচ্চারা তোমাদেরকেই এত ধারণা করতে হবে। লড়াই ঝগড়া একদম করো না। সবকিছু সত্য বলতে হবে। মিথ্যা কথা বললে সত্যানাশ হয়ে যাবে।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে অলরাউন্ড সবকথা বোঝাচ্ছেন। চিত্রও খুব ভালো ভালো তৈরি করো যেটা সকলের কাছে যাবে। ভালো জিনিস দেখে সবাই বলবে একবার সেখানে গিয়েই দেখাযাক। যারা বোঝায় তাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। সেবা করাও শিখতে হবে। ভালো ভালো ব্রাহ্মণীও চাই যারা অন্যদেরকে নিজের সমান বানাতে পারবে। *যারা নিজ সম ম্যানেজার বানাবে, তাদেরকেই ভালো ব্রাহ্মণী বলা যাবে*। তারা পদও অনেক উঁচু প্রাপ্ত করবে। বেবি (বাচ্চা সুলভ) বুদ্ধিও যেন না হয়, না হলে তো তুলে নিয়ে চলে যাবে। রাবণ সম্প্রদায় রয়েছে যে। এমন ব্রাহ্মণী তৈরি করো, যারা পরবর্তীকালে সেন্টার সামলাতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার ঈশ্বরীয় শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করে তাঁকে প্রত্যক্ষ করাও। ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় লেগে পড়তে হবে। প্রথমে নিজের উন্নতির চিন্তা করতে হবে। ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে।

২) কোনো ভুল হয়ে গেলে বাবার থেকে ক্ষমা চেয়ে, নিজেই নিজেকে সংশোধন করতে হবে। বাবা কৃপা করেন না, বাবার স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এমন কোনো কাজ ক'রো না যাতে বাবার নিন্দা হয়।

বরদান:- নিজের পাওয়ারফুল স্থিতি দ্বারা সকলের শুভ কামনা গুলি পূরণকারী মহাদানী ভব*

ব্যখ্যা :- পরে যারা আসবে, অল্পতেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তাদের পার্টই হল কণা-দানা নেওয়ার। এইরকম আত্মাদের যাতে তাদের ভাবনার ফল প্রাপ্ত করতে পারে, কেউই যেন বঞ্চিত থেকে যায়, এরজন্য এখন থেকে নিজেদের মধ্যে সকল শক্তি জমা করো। যখন তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ পাওয়ারফুল, মহাদানী স্থিতিতে স্থিত হবে, তখন কোনো আত্মাকে নিজের সহযোগের দ্বারা, মহাদান দেওয়ার কর্তব্যের আধারে শুভ ভাবনার সুইচ অন করতেই দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেবে।

স্লোগান:- সর্বদা ঈশ্বরীয় মর্যাদায় চলতে থাকো তো মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ, তোমাদেরকে এই পুরাতন দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, কারণ এবার এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে”

প্রশ্ন:- কোন বিশেষত্বের জন্য সঙ্গমযুগ সমগ্র কল্পের থেকে আলাদা?

উত্তর:- সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব হলো - এখানে পড়াশুনা করো, আর ভবিষ্যতে গিয়ে তার ফল পাও। সমগ্র কল্পে আর কখনো এইরকম পড়াশুনা করা হয় না যার ফল পরের জন্মে পাওয়া যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা এই মৃত্যুপুরীতে পড়াশুনা করছ অমরপুরীর জন্য। অন্য কেউ এইরকম পরের জন্মের জন্য পড়াশুনা করে না।

গীত:- দূর দেশবাসী...

ওম্ শান্তি। কে দূর দেশবাসী? কেউই এটা জানে না। ওঁনার কি নিজের দেশ নেই যে তিনি পরের দেশে এসেছেন? তিনি কখনোই নিজের দেশে আসেন না। এই রাবণের রাজত্ব হলো পরের দেশ। শিববাবা কি তাঁর নিজের দেশে আসেন না? আচ্ছা, এই রাবণের পরদেশ কোন দেশকে বলা হয়? আর নিজের দেশ-ই বা কোনটা? শিববাবার নিজের দেশ কোনটা, আর পরদেশ কোনটা? বাবা যদি পরের দেশেই আসেন, তাহলে তাঁর নিজের দেশ কোনটা? নিজের দেশ স্থাপন করতে তিনি আসেন কিন্তু তিনি কি তাঁর নিজের দেশে আসেন? (কেউ কেউ উত্তর দিয়েছে) আচ্ছা, এই বিষয়টা নিয়ে সকলে বিচার সাগর মন্বন করবে? *এই বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হবে।* মুখে 'রাবণের দেশ, পরের দেশ' বলে দেওয়া তো খুবই সহজ। রাম রাজত্বে কখনোই রাবণ আসে না। কিন্তু বাবাকে রাবণের দেশে আসতে হয় কারণ এই রাবণের রাজত্বকে চেষ্টা করার প্রয়োজন হয়। এটা হলো সঙ্গমযুগ। তিনি সত্যযুগেও আসেন না আর কলিযুগেও আসেন না। কেবল সঙ্গমযুগেই আসেন। তাই এটা যেমন রামের দেশ, সেইরকম রাবণেরও দেশ। এই পাড় রামের আর ওই পাড় রাবণের। এটা হলো সঙ্গম। তোমরা বাচ্চারা এখন এই সঙ্গমে রয়েছ। এই দিকেও নেই, ওই দিকেও নেই। নিজেকে এই সঙ্গমযুগ-বাসী বলে বুঝতে হবে। ওই পাড়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। বুদ্ধির দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। থাকতে তো এখানেই হবে। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা জেনেছো যে এই গোটা পুরাতন দুনিয়াটাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আত্মা-রা বলছে - এখন আমি সঙ্গমযুগ-বাসী। বাবা এসে গেছেন। তাঁকে মাঝিও বলা হয়। এখন আমরা যাত্রা করছি। কিভাবে? যোগের দ্বারা। *যোগের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, আবার জ্ঞানের জন্যও যোগের প্রয়োজন।* যোগের ক্ষেত্রে বোঝানো হয় - নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এটাও তো জ্ঞান, তাই না? বাবা শ্রীমৎ দিতে এসেছেন। তিনি বলছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করো। আত্মা-ই ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে। বাচ্চাদেরকেই বাবা বিস্তারিত ভাবে বোঝান। এখন এই রাবণের রাজত্বের বিনাশ আসন্ন। এখানে রয়েছে কর্ম-বন্ধন, আর ওখানে (স্বর্গ) রয়েছে কর্ম-সম্বন্ধ। বন্ধন মানেই দুঃখ, সম্বন্ধ মানেই সুখ। এখন এই কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আছি, এরপরে দেবতা সম্বন্ধে যাব। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই একটাই জন্ম হয়। এরপর ৮ এবং ১২ জন্ম ধরে দেবতা সম্বন্ধে থাকবে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে বলে তোমরা এই কলিযুগের পতিত কর্ম-বন্ধনের একপ্রকার গ্লানি করো। এই দুনিয়ার কর্ম-বন্ধনের মধ্যে এখন আর থাকতে হবে না। তোমরা বুঝেছ যে এগুলো সব আসুরিক কর্ম-বন্ধন। আমরা গুপ্ত ভাবে একটা যাত্রা করছি। বাবা আমাদের এই যাত্রা শিখিয়েছেন। এরপর এই কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কর্মাতীত হয়ে যাবে। এই কর্ম-বন্ধন গুলো তো এবার অবশ্যই ছিন্ন হবে। পবিত্র হয়ে সৃষ্টিচক্রকে বুঝে চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য আমরা বাবাকে স্মরণ করছি। পড়াশুনা তো করছি, কিন্তু এর একটা এম অবজেক্ট অথবা প্রাপ্তি তো অবশ্যই থাকবে। তোমরা জানো যে অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ৫ হাজার বছর আগেও তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যাদেরকে আগের কল্পে পড়িয়েছিলেন, তাদেরকেই এখন পড়াবেন। ধীরে ধীরে আসতে থাকবে, বুদ্ধি পেতে থাকবে। সবাই তো আর সত্যযুগে আসবে না। বাকিরা সকলে বাড়ি ফিরে যাবে। এই পাড়ে নরক, আর ওই পাড়ে স্বর্গ। জাগতিক পড়াশুনাতে ওরা জানে যে আমরা এখানে পড়ছি এবং এখানেই ফল পাব। কিন্তু এখানে আমরা সঙ্গমযুগে পড়ছি আর নুতন দুনিয়াতে গিয়ে এর ফল পাব। এটা তো নুতন কথা। দুনিয়ায় কেউই এইরকম বলবে না যে এর প্রাপ্তি তোমরা পরের জন্মে পাবে। এই জন্মেই আগামী জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা কেবল এই সঙ্গমযুগেই ঘটে। বাবাও এই সঙ্গমযুগেই আসেন। তোমরা উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছ। কেবল এই একবার-ই ভগবান এসে অমরপুরীর জন্য শিক্ষা দেন। এটা হলো কলিযুগ বা মৃত্যুপুরী। আমরা সত্যযুগের জন্য অর্থাৎ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য

পড়াশুনা করছি। এটা অন্যের দেশ। ওটা আমাদের দেশ। আমাদের ওই দেশে বাবাকে আসার দরকার হয় না। ওই দেশ কেবল বাচ্চাদের জন্যই, ওখানে সত্যযুগে রাবণের আগমন হয় না। রাবণ উধাও হয়ে যায়। পুনরায় দ্বাপরযুগে আসে। তাই বাবাও উধাও হয়ে যান। সত্যযুগে ওঁনাকে কেউ জানবে না। তাই স্মরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। যখন সুখদায়ী উপার্জন শেষ হয়ে যায়, তখন পুনরায় রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। ওটা হলো পরের দেশ। এখন তোমরা জানো যে আমরা সপ্তমযুগে রয়েছি, আমরাই পথ প্রদর্শক পিতাকে পেয়েছি। বাকি সবাই তো ধাক্কা খাচ্ছে। যারা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে, যারা আগের কল্পেও এই রাস্তায় চলেছিল, তারা আসতে থাকবে। তোমরা পান্ডারা সবাইকে রাস্তা বলে দিচ্ছ। এটা হলো আধ্যাত্মিক যাত্রার রাস্তা। সোজা সুখধামে পৌঁছে যাবে। তোমরা পান্ডারা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায়। কিন্তু পাণ্ডবদের রাজত্ব বলা যাবে না। রাজত্ব পাণ্ডবদেরও নয়, আর কৌরবদেরও নয়। কেউই মুকুটধারী নয়। ভক্তিতে তো সবাইকেই মুকুট দিয়ে দিয়েছে। যদি দেওয়াও হয়, কৌরবদেরকে তো লাইটের মুকুট দেওয়া যাবে না। পাণ্ডবদেরকেও লাইটের মুকুট দেওয়া যাবে না। কারণ ওরা পুরুষার্থী। চলতে চলতে যদি পড়ে যায় তবে কিভাবে মুকুট দেওয়া সম্ভব ? তাই এইসব অলঙ্কার বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি হলেন পবিত্র। সত্যযুগে সবাই পবিত্র এবং সম্পূর্ণ নির্বিকার হবে, পবিত্রতার লাইটের মুকুট থাকবে। এখন তো কেউই পবিত্র নয়। সন্ন্যাসীরা বলে যে ওরা পবিত্র। কিন্তু দুনিয়াটাই তো অপবিত্র। এই বিকারগ্রস্ত দুনিয়াতেই তো জন্ম নেয়। এটা হলো রাবণের পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হলো পবিত্র রাজ্য বা নূতন দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন বাগানের মালিক বাবা এসে কাঁটা থেকে ফুল বানাচ্ছেন। তিনি একাধারে পতিত-পাবন, মাম্মি এবং বাগানের মালিক। বাগানের মালিক এসেছেন কাঁটার জঙ্গলে। তোমাদের চিফ কমান্ডার তো একজনই। *শঙ্করকে কি যাদবদের কমান্ডার বলা যাবে ? সে তো আসলে বিনাশ করে না। সময় হলে এমনিই লড়াই লেগে যায়। মানুষ বলে শঙ্করের প্রেরণার দ্বারা মুশল ইত্যাদি তৈরি হয়। বসে বসে যতসব গল্প-কথা বানিয়েছে।* পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাড়ি পুরাতন হয়ে গেলে এমনিই পড়ে যায়। মানুষ মারা যায়। এই পুরাতন দুনিয়াও বিনষ্ট হবে। সকলে চাপা পড়ে মারা যাবে। অনেকের ডুবে মৃত্যু হবে। কেউ আবার মানসিক আঘাত পেয়ে মারা যাবে। বোমা জাতীয় অস্ত্র থেকে নির্গত বিষাক্ত বায়ুও অনেককে মেরে ফেলবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে এখন অবশ্যই বিনাশ হবে। আমরা ওই পাড়ে যাচ্ছি। কলিযুগের সমাপ্তির পর অবশ্যই সত্যযুগের স্থাপন হবে। তারপর অর্ধেক কল্প আর কোনো লড়াই হবে না। এখন বাবা এসেছেন পুরুষার্থ করানোর জন্য। এটাই শেষ সুযোগ। দেরি করলে এরপর হয়তো হঠাৎ একদিন মারা যাবে। মৃত্যু অতি নিকটে। মানুষ তো বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই মারা যাচ্ছে। মারা যাওয়ার আগে তো স্মরণের যাত্রা করে নাও। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বাড়ি ফিরতে হবে। তাই বাবা বলছেন - ঘরকে স্মরণ করো। এর দ্বারাই অন্তিমে সুমতি এবং গতি (মুক্তি) হয়ে যাবে, ঘরে চলে যাবে। কিন্তু কেবল ঘরকে স্মরণ করলে পাপ নাশ হবে না। বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ নাশ হবে এবং তোমরা ঘরে চলে যাবে। তাই বাবাকে স্মরণ করো। *নিজের চার্ট লিখলে বুঝতে পারবে যে আমি সারাদিনে কি কি করেছি ?* ৫-৬ বছর বয়স থেকে কি কি করেছি ... সেইসব তো অবশ্যই মনে থাকে। এমন নয় যে সারাদিন ধরে লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে। বাগানে বসে বাবাকে স্মরণ করেছি, দোকানে যখন থন্দের ছিল না তখন স্মরণ করছি। এইসব মনে রাখতে হবে। লিখে রাখতে চাইলে তো সঙ্গে ডায়েরী রাখতে হবে। আসল কথা হলো আমরা কিভাবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হব, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। বাবা এসে এই নলেজ দিচ্ছেন। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা সকলেই বলো - বাবা, আমি তো তোমারই, সর্বদা তোমারই ছিলাম। ভুল করে দেহ-অভিমানী হয়ে গেছিলাম। এখন তুমি বলে দিয়েছো, তাই পুনরায় দেহী-অভিমানী হচ্ছি। সত্যযুগে তো আমরা দেহী-অভিমানী ছিলাম, খুশি হয়ে একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতাম। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই সমস্ত জ্ঞান ধারণ করতে হবে এবং অন্যকে বোঝানোর যোগ্যও হতে হবে। তাহলেই অনেকের কল্যাণ হবে। বাবা জানেন যে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে সবাই সেবার যোগ্য হচ্ছে। আচ্ছা, যদি কাউকে কল্পবৃক্ষের জ্ঞান বোঝাতে না পারো, তবে এটা তো সবাইকে বলো যে তুমি নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এটা তো খুবই সহজ। বাবা নিজেই বলছেন, আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর অন্য কোনো মানুষ এইরকম বলতে পারবে না। অন্য কেউ আত্মাকেও জানে না, পরমাত্মাকেও জানে না। সরাসরি কাউকে বলে দিলে তীর লাগবে না। ভগবানের প্রকৃত রূপকে জানতে হবে। এরা সবাই হলো নাটকের অভিনেতা। প্রত্যেক আত্মা-ই তার শরীরের সাহায্যে অভিনয় করে। একটা শরীর ত্যাগ করার পর আবার অন্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। ওই অভিনেতারোও কাপড় বদলে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে। তোমরাও সেইরকম শরীর পরিবর্তন করো। ওরা কিছু সময়ের জন্য কোনো মহিলা কিংবা পুরুষের পোশাক পরে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষের পোশাক পরলে সারা জীবন সে পুরুষ থাকবে। ওটা সীমাবদ্ধ নাটক, এটা সীমাহীন নাটক। বাবার সর্বপ্রথম এবং মুখ্য উপদেশ হলো - আমাকে স্মরণ করো। 'যোগ' কথাটাও ব্যবহার করো না। কারণ মানুষ অনেক রকমের যোগ শেখে। ওগুলো সব ভক্তিমার্গের। বাবা এখন বলছেন, আমাকে এবং ঘরকে স্মরণ করলেই তুমি ঘরে চলে যাবে। এনার মধ্যে এসে শিববাবা শিক্ষা দেন। বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তখন আত্মা উড়তে

পারবে। যতবেশি স্মরণ করবে, সেবা করবে, তত ভালো পদ পাবে। স্মরণের বিষয়েই অনেক বিঘ্ন আসে। পবিত্র না হলে, ধর্মরাজ-পুরীতে শাস্তি খেতে হবে। তখন অসম্মানিত হবে এবং পদ মর্যাদাও কমে যাবে। অন্তিমে সব সাক্ষাৎকার হবে। কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকবে না। *তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে - তোমাদেরকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তাও স্মরণ করোনি। তাই পাপের বোঝা থেকে গেছে। এখন শাস্তি খাও। তখন আর পড়াশুনা করার সুযোগ থাকবে না। আফসোস করবে - হায়! আমি কত বড় ভুল করেছি, অযথা সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু শাস্তি তো তখন খেতেই হবে। কিছুই করার থাকবে না। যদি ফেল করে যাও তবে সেটাই রয়ে যাবে। তারপর আর পড়াশুনা করার প্রশ্নই আসে না। ওই পড়াশুনাতে তো ফেল করার পর পুনরায় পড়াশুনা করে। কিন্তু এখানে তো পড়াশুনা-ই সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্তিম সময়ে যাতে প্রায়শ্চিত্ত করতে না হয়, তার জন্য বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, ভালো করে পড়াশুনা করো। পরনিন্দা, পরচর্চা করে নিজের সময় অপচয় করো না। নাহলে অনেক প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মায়া অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করিয়ে নেয়।* হয়তো কোনোদিনও চুরি করোনি, সেটাও মায়া করিয়ে নেবে। পরে মনে হবে যে মায়া তো আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আগে অন্তরে সঙ্কল্প আসবে যে অমুক জিনিসটা নেব ? ঠিক ভুলের বিচার করার বুদ্ধিতে তোমরা পেয়েছ। এই জিনিসটা নেওয়া অনুচিত হবে। না নেওয়াটাই ঠিক হবে। তাহলে এখন কি করতে হবে ? পবিত্র থাকা তো অতি উত্তম। সঙ্গদোষে এসে অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা তো ভাই-বোন। তাহলে নাম-রূপে ফেসে যাও কেন ? দেহ-অভিমানের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মায়াও অতি বলবান, কুকর্ম করার সঙ্কল্প নিয়ে আসে। বাবা বলছেন, তোমাদের এখন কুকর্ম করা উচিত নয়। এইভাবে লড়াই হয়। তারপর হয়তো এক সময়ে পড়ে যায়। তারপর আর তাদের সুবুদ্ধি হয় না। আমাদেরকে এখন ভালো কর্ম করতে হবে। অঙ্কের লার্লি হতে হবে। এটা হলো সবথেকে ভালো কাজ। শরীর নির্বাহের জন্য তো সময় রয়েছে। রাত্রে ঘুমাতেও হবে। আত্মা ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমিয়ে যায়। শরীরও বিশ্রাম করে। তাই শরীর নির্বাহ এবং বিশ্রাম করার জন্য তো সময় দিতে হয়। বাকি সময়ে আমার সেবাতে লেগে যাও। স্মরণের চার্ট রাখো। লিখতে আরম্ভ করে, কিন্তু চলতে চলতে ফেল হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ না করলে, সেবা না করলে খারাপ কাজ হতেই থাকবে। আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পরনিন্দা-পরচর্চা করে নিজের সময় অপচয় করো না। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মায়া কোনো উল্টোপাল্টা কাজ না করিয়ে নেয়। সঙ্গদোষে এসে অসচেতন হওয়া যাবে না। দেহ-অভিমানের বশে এসে কারোর নাম-রূপে ফেসে যাওয়া যাবে না।

২) পরমধাম ঘরকে স্মরণ করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। স্মরণের চার্ট লেখার ডায়রী রাখতে হবে। নোট করতে হবে - সারাদিনে আমি কি কি করেছি ? কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করছি।

বরদান:- উদারতা-র বিশেষত্ব দ্বারা নিজেকে এবং সবাইকে উদ্ধার করে আধার এবং উদ্ধারের প্রতিমূর্তি ভব*
উদারতা মানে, যে সর্বদাই সকল কাজে অকুপণ এবং বড় মনের পরিচয় দেয়। নিজের গুণের দ্বারা অন্যকে গুণী বানাতে সহযোগী হওয়া, শক্তি কিংবা কোনো বিশেষত্ব ভরে দিয়ে সহযোগী হওয়া। অর্থাৎ, উদার আত্মার বিশেষত্ব হলো মহাদানী এবং অকুপণ হওয়া। এইরকম বিশেষ আত্মারাই আধার এবং উদ্ধারের প্রতিমূর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সফলতার বরদান প্রাপ্ত করে। কারণ সেবাতে আধার স্বরূপ হওয়ার অর্থ নিজেকে এবং সকলকে উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে যাওয়া।

স্লোগান:- “তুমি এবং বাবা” - দুজনে এমনভাবে কন্সাইন্ড থাকো যাতে তৃতীয় কেউ আলাদা করতে না পারে।*

সঙ্গমযুগ সঞ্চয় করার যুগ

আজ ত্রিকালদর্শী বাপদাদা যিনি সব বাচ্চার তিনকাল জানেন, তিনি বাচ্চাদের সঞ্চয়ের খাতা দেখছেন। এটা তো তোমরা সবাই জানোই যে সারা কল্পে শ্রেষ্ঠ খাতা সঞ্চয় করার সময় শুধুই এই সঙ্গমযুগ। এটা ছোট যুগ, ছোট জীবন। কিন্তু এই যুগ, এই জীবনের বিশেষত্ব এটাই, যে কেউই এই সময় যতটা ইচ্ছে সঞ্চয় করতে পারে। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ পুঁজি অনুযায়ী পূজ্য পদ তোমরা লাভ কর আর তারপরে পূজ্য তথা পূজারীও হও। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কর্মের, শ্রেষ্ঠ নলেজের, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের, শ্রেষ্ঠ শক্তির, শ্রেষ্ঠ গুণের সবরকম শ্রেষ্ঠ হিসেবের খাতা সঞ্চয় কর। দ্বাপর থেকে ভক্তির অল্পকালের পুঁজি দিয়ে যা কিছু করেছে, তার ত্যাগফল ফল লাভ করেছে আর শেষ হয়ে গেছে। ভক্তির সঞ্চয় এইজন্যই অল্পকালের, কারণ উপার্জন করে ত্যাগফল খরচ করেছে - 'যত্র আয়, তত্র ব্যয়।' সঞ্চয়ের অবিনাশী হিসেব যা জন্ম জন্ম ধরে চলতে থাকে, সেই অবিনাশী হিসেবের খাতা পুঞ্জীভূত করার সময় এখন, সেইজন্য এই শ্রেষ্ঠ সময়কে পুরুষোত্তম যুগ বা ধর্মীয় যুগ বলে, পরমাত্ম অবতরণ যুগ বলে। ডিরেক্টলি বাবা দ্বারা প্রাপ্ত শক্তির যুগ হিসেবে এই যুগের গায়ন হয়েছে। এই যুগেই বাবা বিধাতা আর বরদাতার ভূমিকা (পার্ট) পালন করেন, সেইজন্য এই যুগকে বরদানী যুগও বলা হয়। এই যুগে স্নেহের কারণে বাবা ভোলা ভাগুরী হয়ে যান এবং তিনি তোমাদের একের বিনিময়ে লক্ষ-কোটি গুণ ফল দেন। *একের বিনিময়ে লক্ষ-কোটি পুঞ্জীভূত হওয়ার বিশেষ ভাগ্য তোমাদের এই সময়েই প্রাপ্ত হয়। অন্য যুগে তোমরা যতটা করো বা দাও সেই হিসেবেই ততটা প্রাপ্তি। তারতম্য তো হয়েই গেল, তাই না! কারণ এখন বাবা ডিরেক্টলি অবিনাশী উত্তরাধিকার এবং বরদান উভয় রূপে প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত।* ভক্তিতে ভাবনার ফল, এখন উত্তরাধিকার আর বরদানের ফল, সেইজন্য এই সময়ের মহত্বকে জেনে, সমুদায় প্রাপ্তি জেনে, সঞ্চয়ের হিসেব জেনে, ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিটা পদক্ষেপ নিচ্ছ? এই সময়ের এক সেকেন্ড সাধারণ সময়ের তুলনায় কতো গুরুত্বপূর্ণ তা তোমরা জানো? সেকেন্ডে কতো উপার্জন করতে পার আর কতো নষ্ট করতে পার, সেই হিসেব তোমরা ভালো করে জানো? নাকি সাধারণ উপায়ে কিছু আয় কর আর কিছু নষ্ট কর? এইভাবে অমূল্য সময় নষ্ট করছ না তো! ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী তো হয়েছে, কিন্তু অবিনাশী উত্তরাধিকার এবং বিশেষ বরদানের অধিকারী হয়েছে? কারণ এই সময়ের অধিকারী জন্ম-জন্মের অধিকারী হয়। এই সময়ের কোন না কোনও সংস্কার বা স্বভাব বা কোনও সম্বন্ধের অধীনে থাকা আত্মা জন্ম-জন্মের অধিকারী হওয়ার পরিবর্তে প্রজা পদের অধিকারী হয়। রাজ্য অধিকারী নয়। প্রজা পদাধিকারী হয়। এখানে এসেছ তোমরা রাজযোগী, রাজ্য অধিকারী হতে, কিন্তু অধীনতার সংস্কারের কারণে বিধাতার বাচ্চা হয়েও রাজ্য অধিকারী হতে পার না, সেইজন্য সদা এটা চেক কর, তোমরা কতটা স্ব-অধিকারী হয়েছে! যে স্ব-অধিকার নিতে অপারগ, সে কীভাবে বিশ্ব রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত করবে! এখন স্বরাজ্য অধিকারীর উপযুক্ত হয়ে তোমরা বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারী হওয়ার চৈতন্য মডেল তৈরি করতে পার। যে কোনও জিনিসের প্রথমে তো মডেল তৈরি কর, তাই না! অতএব, সর্বাগ্রে এই মডেল দেখ।

স্ব-অধিকারী হওয়া অর্থাৎ তোমার সর্ব কর্মেন্দ্রিয়রূপী প্রজার রাজা হওয়া। প্রজার রাজ্য নাকি রাজার রাজ্য? এটা তো জানতে পার, তাই না? যদি প্রজার রাজ্য হয় তাহলে তোমাকে রাজা বলা যাবে না। প্রজার রাজ্যে রাজবংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে কোনও একটা কর্মেন্দ্রিয় যদি কৌশলে তোমাদের ভুলপথে চালিত করে, তাহলে স্বরাজ্য অধিকারী বলা হবে না। এইরকম কখনও ভেবোনা দু'একটা দুর্বলতা তো থাকেই। সম্পূর্ণ তো লাস্টে গিয়ে হব! কিন্তু বহুকালের একটা দুর্বলতাও সঙ্কটের সময়ে ভুলপথে চালিত করে। দীর্ঘ কালের অধীন হওয়ার সংস্কার তোমাকে অধিকারী হতে দেবে না, সেইজন্য অধিকারী হওয়া অর্থাৎ স্ব-অধিকারী। এই ব্রাহ্মিতে থেকে যেও না যে অন্তে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। দীর্ঘ সময়ের স্ব অধিকারের সংস্কার দীর্ঘ কালের বিশ্ব-অধিকারী বানাবে। স্বল্পকালীন স্ব-রাজ্য অধিকারী অল্পকালেরই বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারী হবে। যারা বাবার সমান হওয়ার আশ্রয় অনুসারে বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন হয়, তারাই রাজ্য সিংহাসনাসীন হয়। বাবা সমান হওয়া অর্থাৎ বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন হওয়া। ঠিক যেমন ব্রহ্মাবাবা সম্পন্ন এবং সমান হয়েছেন, সেইরকমভাবে সম্পূর্ণ আর সমান হও। রাজ্য-সিংহাসনের অধিকারী হও। কোনও রকম অসাবধানতা বশতঃ নিজস্ব উত্তরাধিকারের অধিকার বা বরদান কম প্রাপ্ত করনা। সুতরাং সঞ্চয়ের খাতা চেক কর। নতুন বছর শুরু হয়েছে, তাই না! পুরানো খাতা চেক কর আর সময় এবং বাবার বরদানে অধিক থেকেও অধিকতর সঞ্চয় কর। শুধু আয় করলে আর খেয়ে নিলে, এইরকম খাতা বানিও না। অমৃতবেলায় তোমরা যোগযুক্ত থেকেছ এবং সঞ্চয় করেছ। ক্লাসে তোমরা স্টাডি করে সঞ্চয় করেছ আর তারপরে সারাদিন পরিস্থিতির বশে বা মায়ার আঘাতের বশে বা নিজের সংস্কারের বশে যা জমা করেছে তা

যুদ্ধ করতে করতে বিজয়ী হওয়ায় খরচ করেছে । তাহলে রেজাল্ট কি হয়েছে ? তোমরা উপার্জন করেছে আর খেয়েছ, তাহলে জমা কি হয়েছে ? অতএব, সদাসর্বদা তোমাদের সঞ্চয়ের খাতা চেক কর এবং অনবরত বাড়াতে থাক । একভাবে চার্টে শুধু টিক (√) দিও না । ক্লাস করেছে ? হ্যাঁ ! যোগ করেছে ? কিন্তু সময় অনুযায়ী যেমন শক্তিশালী যোগ হওয়া প্রয়োজন, তেমন হয়েছিল ? তোমাদের সময় ভালোভাবে কাটিয়েছ (পাস), অনেক আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছে, বর্তমান তো তোমরা তৈরি করেছে, কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে কিছু সঞ্চয় করেছে ? এতটা শক্তিশালী অনুভব করেছে ? তোমরা এগিয়ে চলেছ কিনা শুধু এটা চেক করনা । যখন কাউকে জিজ্ঞাসা কর যে তারা কেমন এগোচ্ছে, তারা বলে খুব ভালো এগোচ্ছে । কি স্পীডে তোমরা এগোচ্ছে সেটা চেক কর । পিঁপড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছ, নাকি রকেটের স্পীডে ? এই বছর সব বিষয়ে শক্তিশালী হওয়ার স্পীড এবং পার্সেন্টেজ চেক কর । কতো পার্সেন্টেজে জমা করছ ? ৫ টাকাও যদি হয় তো তোমরা বলবে জমা করেছে, যদি ৫০০ টাকা হয় তাহলেও বলবে জমা করেছে । তোমরা জমা তো করেছে, কিন্তু কতো করেছে ? বুঝেছ, কি করতে হবে তোমাদের ?

গোল্ডেন জুবিলির দিকে তোমরা যাচ্ছ - এই পুরো বছরই গোল্ডেন জুবিলির বছর, তাই না ! সুতরাং, চেক কর সব বিষয়ে তোমরা গোল্ডেন এজড কিনা অর্থাৎ তোমাদের সতঃপ্রধান স্টেজ হয়েছে কিনা ! নাকি সতঃ অর্থাৎ সিলভার স্টেজ ? তোমাদের পুরুষাণ্ড সতঃপ্রধান তথা গোল্ডেন এজড হতে হবে । সেবাও গোল্ডেন এজড হতে দাও । পুরানো সংস্কারের সামান্যতমও অ্যালয় (খাদ) যেন না থাকে । এমনকি আজকালকার মতো এমনও নয় যে রূপোর (রুপা) উপরে সোনার জলের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে । বাইরে থেকে সোনার মতো দেখতে, কিন্তু ভিতরে কি ? এটা তো মিক্সড বলা হবে, তাই না ! সুতরাং সেবাতেও অভিমান আর অপমানের অ্যালয় মিক্স হতে দিও না । তাকেই বলা হয় গোল্ডেন এজড সেবা । স্বভাবেও ঈর্ষা, জিদ এবং নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা থাকা উচিত নয় । সেটা অ্যালয় । এই অ্যালয় সমাপ্ত করে গোল্ডেন এজড স্বভাবের হও । সদা 'হাঁ জী'র সংস্কার থাকবে অর্থাৎ সাকারাত্মক যে কোন আদেশ-নির্দেশে তৎক্ষণাৎ সম্মত হওয়া । সময় এবং সেবা অনুযায়ী নিজেদের মোস্ত করতে হবে অর্থাৎ রিয়েল গোল্ড হতে হবে । আমাকে মোস্ত হতে হবে ।

অন্য কেউ করলে তবেই আমি করব - এটা জিদের প্রকৃতি । এটা রিয়েল গোল্ড নয় ! এই অ্যালয়ের অবসান ঘটিয়ে গোল্ডেন এজড হও । সম্বন্ধে সদা প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা হতে দাও । স্নেহের ভাবনা, সহযোগের ভাবনা হতে দাও । কারও মধ্যে যে অভিপ্রায়ই থাকুক বা সে যেকোন রকম স্বভাবেরই হোক, তোমার ভাবনা সদা শ্রেষ্ঠ হতে দাও । এই সব বিষয়ে স্ব-পরিবর্তনই গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করা । অ্যালয় স্থালিয়ে দেওয়া অর্থাৎ গোল্ডেন জুবিলি উদযাপিত হওয়া । বুঝেছ - বছরের শুভারম্ভ গোল্ডেন-এজড স্থিতিতে করো । এটা সহজ, নয় কি ! শোনার সময় তো সবাই বোঝ যে তোমাদের সেটা করতে হবে, কিন্তু যখন কোনও সমস্যা সামনে আসে, তখন তোমরা ভাবো এতো খুব কঠিন ব্যাপার । সমস্যা যখন উৎপত্তি হয়, তখন সেই সময়টা স্বরাজ্য অধিকারী হিসেবে অধিকার দেখানোর সময় । আক্রমণের সময়ই তোমাদের বিজয়ী হতে হবে । পরীক্ষার সময়ই নম্বর ওয়ান নেওয়ার সময় । সমস্যা স্বরূপ হয়োনা, বরং সমাধান স্বরূপ হও । বুঝেছ- এই বছর কি করতে হবে ? শুধুমাত্র তখনই গোল্ডেন জুবিলির সমাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার গোল্ডেন জুবিলি বলা হবে ।

আর কি নতুন করবে তোমরা ? বাপদাদার কাছে সব বাচ্চার সঙ্কল্প তো পৌঁছেই যায় । প্রোগ্রামেও কি নতুন আনবে তোমরা ? গোল্ডেন থটস্ শুনানোর টপিক তো রেখেছ তোমরা, তাই না ! স্বর্ণালী সঙ্কল্প, স্বর্ণালী বিচার, যা সোনা বানিয়ে দেবে আর সোনার যুগ নিয়ে আসবে । এই টপিক রেখেছ তো তোমরা, রেখেছ না ? আচ্ছা- আজ সূক্ষ্ম বতনে এই বিষয়ে মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা হয়েছে, সেই বিষয়ে বাবা তোমাদের পরে শোনাবেন । আচ্ছা -

সমস্ত উত্তরাধিকার এবং বরদানের ডবল অধিকারী ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা স্বরাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা নিজেকে গোল্ডেন এজড স্থিতিতে স্থিত রাখে, এমন রিয়েল গোল্ড বাচ্চাদের, সদা স্ব-পরিবর্তনের একনিষ্ঠার সাথে এগিয়ে চলে, সেই বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মিটিংয়ে আগত ডাক্তারদের সাথে - অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

নিজেদের শ্রেষ্ঠ উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বারা অনেক আত্মাকে সদা খুশি বানানোর সেবায় আপনারা নিয়োজিত হয়েছেন, তাই না ! ডাক্তারদের বিশেষ কার্যই হলো, সব আত্মাকে খুশি দেওয়া । প্রথম ওষুধই হলো খুশি । খুশি অর্ধেক অসুস্থতা দূর করে দেয় । সুতরাং আধ্যাত্মিক ডাক্তার অর্থাৎ যারা খুশির ওষুধ দেয় । তাহলে আপনারাও এমনই ডাক্তার, তাই না ! যদি একবারও

খুশির ঝলক আত্মার অনুভব হয়ে যায় তাহলে সেই আত্মা সদা খুশির তথা বুদ্ধির দীপ্তিতে অবিরত উড়তে থাকবে। তাহলে, আপনারা তো সব তেমনই ডাক্তার, সবাইকে ডবল লাইট বানিয়ে উড়িয়ে দেন, তাই না ! অন্য ডাক্তাররা বেড থেকে উঠায়। বেডে শুয়ে থাকা পেশেন্টকে তারা উঠিয়ে দেয়, হাঁটিয়ে দেয়। আপনারা পুরানো দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে নতুন দুনিয়ায় বসিয়ে দেন। এইরকম প্ল্যান আপনারা বানিয়েছেন, না ? রুহানী ইন্সট্রুমেন্ট ইউজ করার প্ল্যান বানিয়েছেন ? ইঞ্জেকশন কি, ট্যাবলেট কি, ব্লাড দেওয়া কি, এইসব আধ্যাত্মিক সাধন বানিয়েছেন ! কাউকে ব্লাড দেওয়ার আবশ্যকতা থাকলে তাকে অধ্যাত্ম ব্লাড কি দিতে হবে, হার্ট পেশেন্টকে কি ধরনের ওষুধ দিতে হবে, হার্ট পেশেন্ট অর্থাৎ ভল্লোংসাহের পেশেন্ট। সুতরাং আধ্যাত্মিক সামগ্রী প্রয়োজন। যেমন, তারা নতুন নতুন যে ইনভেনশন করে, সেই ইনভেনশন সায়েন্সের সাধন দ্বারা করে। আপনারা সাইলেন্সের সাধনে সদাকালের জন্য নিরোগী বানিয়ে দেন। তাদের কাছে যেমন বিভিন্নরকমের সব ইন্সট্রুমেন্টের লিস্ট আছে, সেইরকম আপনাদেরও লম্বা লিস্ট থাকা উচিত। আপনারা তো এইরকমই ডাক্তার, যাদের কাছে আত্মাদের এভার হেলদি বানানোর এত বড় সাধন থাকবে ! এটাকে আপনারা আপনাদের অক্যুপেশন বানিয়েছেন ? সব ডাক্তার নিজ নিজ স্থানে এভার হেলদি এভার ওয়েলদি বানানোর বোর্ড লাগিয়েছেন ? যেমন, আপনারা যে ওই অক্যুপেশন বোর্ড লেখেন, ঠিক সেইভাবে এটা লিখেছেন যেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে হয়, 'এটা কি - ভিতরে গিয়ে দেখতে হবে !' অবশ্যই আকর্ষণ করে এমন বোর্ড হওয়া উচিত। লিখিত বিষয়বস্তু এমন হবে যে পরিচয় নিতে আসা থেকে নিজেকে তারা নিরস্ত করতে পারবে না। বোর্ড অবশ্যই এমন হবে যাতে তাদেরকে আপনাদের ডেকে আনার প্রয়োজন হবে না, বরং তারা নিজেরাই আপনারা না চাইতেও আপনাদের সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে। তারা তো লেখে "অমুক-অমুক, এম. বি. বি. এস.," কিন্তু এইরকম বোর্ডের উপরে আপনাদের অধ্যাত্ম অক্যুপেশন লিখবেন, যা থেকে লোকে বুঝতে পারে যে এই স্থান আবশ্যিক। নিজেদের এইরকম আধ্যাত্মিক ডিগ্রী বানিয়েছেন, নাকি শুধুই জাগতিক ডিগ্রী লেখেন ?

(সেবার শ্রেষ্ঠ সাধন কি হওয়া উচিত) সেবার সবচেয়ে দ্রুত সাধন - শক্তিশালী সঙ্কল্প দ্বারা সেবা। সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম সবই যেন শক্তিশালী হয়। একসাথে তিনের কার্য হওয়া প্রয়োজন। এটা শক্তিশালী সাধন। যখন আপনারা বাণীতে আসছেন, শক্তিশালী সঙ্কল্পের পার্সেন্টেজ কম হয়ে যায় অথবা পার্সেন্টেজ একই থাকল, বাণীর পার্সেন্টেজে তারতম্য হয়ে গেল। কিন্তু না, তিনই একসাথে হওয়া দরকার। যেমন কোনও পেশেন্টকে একই সাথে কেউ নাড়ি দেখে, কেউ অপারেশন করে একত্রিত হয়ে করে। যে অপারেশন করে সে যদি আগেই করে নেয়, আর যে নাড়ি দেখে সে যদি তার পরে দেখে তাহলে কি হবে ? কতো কতো কার্য একসঙ্গেই হয়। একইরকমভাবে, সেবার জন্য আধ্যাত্মিকতার সাধন একত্রে একই সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেবার জন্য তো প্ল্যান আপনারা বানিয়েছেনই, খুব ভালো। কিন্তু এমন কোনো প্ল্যান বানান যেটা সবাই বুঝবে যে হ্যাঁ এই অধ্যাত্ম ডাক্তার সবসময়ের জন্য তাদের হেলদি বানাবেন। আচ্ছা।

পাটিদের সাথে :- ১) যারা অনেক বারের বিজয়ী আত্মা তাদের লক্ষণ কি হবে ? তাদের সব বিষয়ই খুব সহজ আর হালকা অনুভব হবে। যারা কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা নয় তাদের সামান্য কাজও কঠিন অনুভব হবে। তারা সেটা সহজ মনে করবে না। যাই হোক, অন্যান্যরা যে কোনও কাজ করার পূর্বে নিজেকে এমন অনুভব করবে, যেন সেই কাজ হয়েই আছে। হবে কি হবে না, এই কোশ্চেনই হবে না। হয়েই আছে, এই উপলব্ধি সদা থাকবে। তারা জানে যে তারা সফল হয়েই আছে, বিজয়ও সুনিশ্চিত - তারা এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি হবে। কোনও বিষয়ই তাদের নতুন মনে হবে না, তাদের বোধ হবে সেই সবকিছু খুব পুরানো। এই স্মৃতির সাথেই তারা নিজেদের অগ্রচালিত করবে।

২) ডবল লাইট হওয়ার লক্ষণ কি হবে ? ডবল লাইট আত্মারা সদা সহজ উড়তি কলার অনুভব করে। এমন নয় যে তারা কখনো থামে কখনো ওড়ে। সদা উড়তি কলার অনুভাবী এমন ডবল লাইট আত্মারাই ডবল মুকুটের অধিকারী হয়। যারা ডবল লাইট তারা নিজে থেকেই উঁচু স্থিতির অনুভব করে। যদি কোনরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, মনে রেখ তোমরা ডবল লাইট। বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ তোমরা হালকা হয়ে গেছ। তোমরা কোন ভার উঠাতে পারবে না। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বরদান:- শুভ চিন্তন আর শুভচিন্তক স্থিতির অনুভব দ্বারা ব্রহ্মাবাবা সমান মাস্টার দাতা ভব*
ব্রহ্মাবাবা সমান দাতা হওয়ার জন্য ঈর্ষা, ঘৃণা আর ক্রিটিসাইজ - এই তিন বিষয় থেকে মুক্ত থেকে সবার প্রতি শুভচিন্তক হও আর শুভচিন্তন
স্থিতির অনুভব কর, কারণ যাদের মধ্যে ঈর্ষার অগ্নি থাকে, তারা নিজেরা জ্বলে, অন্যদেরও হয়রান করে, যাদের ঘৃণা থাকে তাদের নিজেদেরও পতন হয়, অন্যদেরও পতন ঘটায় আর এমনকি যারা ঠাট্টাচ্ছিলও ক্রিটিসাইজ করে, তারা আত্মাকে সাহসহীন করে, দুঃখী করে। সেইজন্য এই তিন বিষয়ে মুক্ত থেকে

শুভচিন্তক স্থিতির অনুভব দ্বারা দাতার বাচ্চা মাস্টার দাতা হও ।

স্লোগান:-

মন-বুদ্ধি আর সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ রাজস্ব করে স্বরাজ্য অধিকারী হও ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের স্বভাবকে বাবা সম সহজ করো, তোমাদের মধ্যে কোনো অহংকার থাকা উচিত নয়, বুদ্ধি যেন জ্ঞানযুক্ত হয়, অহং যেন না থাকে"

প্রশ্ন:- সার্ভিস করার সময়ও অনেক বাচ্চারা শিশুর থেকেও শিশু হয়ে যায় -- কীভাবে?

উত্তর:- অনেক বাচ্চারা সার্ভিস করতে থাকে, অন্যদের জ্ঞান শোনাতে থাকে কিন্তু বাবাকে স্মরণ করে না। তারা বলে, বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। তাই বাবা তাদের শিশুর থেকেও শিশু বলেন কারণ বাচ্চা কখনো বাবাকে ভোলে না, যে বাবা তোমাদের প্রিন্স-প্রিন্সেস বানান, তাঁকে তোমরা কেন ভুলে যাও ? যদি ভুলে যাও তবে উত্তরাধিকার কি করে প্রাপ্ত করবে! হাতের সাহায্যে কাজ করতে-করতেও তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । পড়াশোনার এইম অবজেক্ট তো বাচ্চাদের সম্মুখেই রয়েছে। বাচ্চারা এও জানে যে, বাবা সাধারণ শরীরে রয়েছেন, তাও আবার বৃদ্ধ শরীরে। অবশ্য ওখানেও(সত্যযুগে) বৃদ্ধ হয় কিন্তু তাও খুশি থাকে যে আমরা গিয়ে পুনরায় বাচ্চা হবো। ইনিও জানেন, তাই ঐনারও এই খুশি রয়েছে যে আমি এমন হতে চলেছি। তখন যেন শিশুদের মতন আচার-আচরণ হয়ে যায়। শিশুদের মতো সহজ থাকেন। অহংকারাদি কিছু নেই। জ্ঞানের বুদ্ধি থাকে। যেমন ঐনার থাকে তেমনই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও থাকা উচিত। বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন, আমরা এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হবো। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে এমন খুশি হওয়া উচিত, তাই না! -- আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে গিয়ে এমন হবো। আমরা রাজযোগ শিখছি। ছোট বাচ্চাই হোক বা বড়, সকলেই শরীর পরিত্যাগ করবে। পড়া সকলের জন্যই একইরকমের। ইনিও বলেন যে, আমি রাজযোগ শিখছি। আমি পুনরায় গিয়ে প্রিন্স হবো। তোমরাও বলো যে, আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্যই পড়ছি। অন্তিমে যেমন মতি অর্থাৎ বুদ্ধি যেখানে থাকবে, গতিও তেমনই হবে। বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই একথা রয়েছে যে, আমরাই বেগার(কাঙ্গাল) থেকে প্রিন্স হবো। এই বেগার দুনিয়াই (কাঙ্গাল দুনিয়া) সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে অত্যন্ত খুশি থাকা উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকেও নিজের মতন করে(নিজ-সম) তৈরী করেন। শিববাবা বলেন, আমি তো প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো না। এই বাবা বলেন, আমাকে তো হতে হবে, তাই না! আমি পড়ছি, এমন হওয়ার জন্য। এ হলো রাজযোগ, তাই না! বাচ্চারাও বলে, আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। বাবা বলেন, একদম সঠিক। তোমাদের মুখে গোলাপ। এই পরীক্ষাও হয় প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য। জ্ঞান অতি সহজ। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণ করাতেই পরিশ্রম। এই স্মরণেই যদি থাকো তবে অন্তিম সময়ে যেমন মতই, সেই অনুসারেই গতিও তেমনই হবে। সন্ন্যাসীরা উদাহরণ দেয় -- কেউ বলে আমি মহিষ তাই সত্যি করেই তেমন মনে করতে থাকে। এইসব হলো বাজে(ব্যর্থ) কথা। এখানে এ হলো ধর্মের কথা। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে -- জ্ঞান অতি সহজ, কিন্তু স্মরণেই পরিশ্রম। বাবা এই শব্দটি বলেন যে, তোমরা হলে বেবী(শিশু)। তখন বাচ্চারাও অভিযোগ করে যে, আমরা শিশু ? বাবা বলেন -- হ্যাঁ, শিশু। জ্ঞান যদিও অত্যন্ত ভালোই রয়েছে, প্রদর্শনীতে সার্ভিসও অত্যন্ত ভালমতোই করো, রাত-দিন সেবায় তৎপর তথাপি আমি তোমাদের বেবী বলি। বাবা বলেন, এও(ব্রহ্মা) বেবী। এই বাবা বলেন, তুমি তো আমার থেকেও বড়, ঐনার উপর অনেক মামলা-মকদ্দমা রয়েছে। যার মাথার উপর মামলা..... তার সবকিছু খেয়াল(চিন্তা) থাকে। কত সংবাদ বাবার কাছে আসে তাই প্রভাতে বসে পুনরায় স্মরণ করার প্রচেষ্টা করে। উত্তরাধিকার তো ঐনার(শিব) কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাহলে বাবাকে তো স্মরণ করতেই হবে। সবই বাচ্চাদের রোজ বোঝাই। মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা স্মরণের যাত্রায় অত্যন্ত দুর্বল। জ্ঞানে অবশ্যই অত্যন্ত ভালো কিন্তু প্রত্যেকে নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করুক যে -- আমি কতখানি সময় বাবার স্মরণে থাকি ? আচ্ছা, দিনে অনেক কার্যাদিতে ব্যস্ত থাকো, এমনিতে তো কার্যসম্পন্ন করতে-করতেও স্মরণ করতে পারো। কথিতও রয়েছে -- হাত কার ডে, দিল ইয়ার কার ডে.....(হাতের সাহায্যে কাজ করলেও, বুদ্ধি যেন ওখানে যুক্ত হয়ে থাকে) যেমন ভক্তিমার্গে যদিও পূজা করতে থাকে কিন্তু বুদ্ধি এদিক-ওদিক কাজ-কর্মাদিতে চলে যায় অথবা কোনো মহিলার স্বামী যদি বিদেশে থাকে তখন তার বুদ্ধি সেখানে চলে যাবে, অর্থাৎ যার সঙ্গে অধিক কানেকশন (যোগাযোগ) থাকে। যদিও অত্যন্ত ভালো সার্ভিস করে, তথাপি বাবা শিশুসুলভ বা বেবী বুদ্ধি বলেন। অনেক বাচ্চারা লেখে যে -- আমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। আরে! বাবাকে তো শিশুরাও ভোলে না, তোমরা তো তাহলে শিশুর থেকেও শিশু। যে বাবার জন্য তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হও,

তিনি তোমাদের পিতা-শিক্ষক-গুরু, তোমরা ওঁনাকেই ভুলে যাও!

যে বাচ্চা নিজের সম্পূর্ণ দিনলিপি বাবাকে পাঠিয়ে দেয়, বাবা তাকেই নিজের রায়(পরামর্শ) দেন। বাচ্চাদের বলা উচিত যে, আমরা বাবাকে কীভাবে স্মরণ করি? কখন স্মরণ করি? বাবা তাহলেই রায় দান করবেন। বাবা বুঝে যান যে -- এদের সার্ভিস এমন, সেই অনুসারে এদের কতখানি ফুরসৎ অর্থাৎ অবসর থাকতে পারে? সরকারী চাকুরিজীবীদের অনেক অবসর থাকে। কাজ একটু হাল্কা হলে, তখন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ঘুরতে-ফিরতেও যেন বাবা স্মরণে থাকে। বাবা সময়ও দেন। আচ্ছা! রাত্রি ৯টায় শুয়ে পড়ো, পুনরায় ২-৩টার সময় উঠে স্মরণ করো। এখানে এসে বসে পড়ো। এমনভাবে বসার অভ্যাসও কিন্তু বাবা করান না, স্মরণ তো চলতে-ফিরতেও করতে পারো। এখানে তো বাচ্চাদের অনেক অবসর সময় রয়েছে। পূর্বে তোমরা পাহাড়ে গিয়ে একান্তে বসতে। বাবাকে স্মরণ তো অবশ্যই করতে হবে। তা নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে কী করে? বাবাকে স্মরণ করতে পারো না, এ যেন শিশুর থেকেও শিশু মনে হয়, তাই না! সবকিছুই স্মরণের উপর। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করাতেই পরিশ্রম। জ্ঞান অতি সহজ। এও জানে যে -- এখানে এসে বুঝেও তারাই যারা কল্প-পূর্বে এসেছিল। বাচ্চারা ডায়রেকশন পেতে থাকে। এটাই প্রচেষ্টা করতে হবে যে, আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হবো। বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনো অন্য উপায় নেই। বাবাকে বলতে পারো, বাবা আমাদের এই ব্যবসা হওয়ার কারণে অথবা এই কাজ-কর্মের কারণে আমরা স্মরণ করতে পারি না। বাবা তৎক্ষণাৎ পরামর্শ দেন -- এরকম নয়, এভাবে করো। তোমাদের সমগ্র কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপরেই। ভাল-ভাল বাচ্চারা জ্ঞান অত্যন্ত ভাল দেয়, কাউকে খুশিও করে দেয় কিন্তু তাদের মধ্যে যোগ(যোগের শক্তি) নেই। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একথা বুঝেও পুনরায় ভুলে যায়, এতেই পরিশ্রম। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন এরোপ্লেনে বা ট্রেনে বসে থাকলেও তখনও নিজের স্মরণে মগ্ন হয়ে থাকবে। অন্তরে এই খুশী থাকবে যে, আমরা বাবার মাধ্যমে ভবিষ্য প্রিন্স-প্রিন্সেস হচ্ছি। প্রত্যুর্বে উঠে এই বাবার স্মরণে বসে পড়ো। পুনরায় ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আচ্ছা, তাহলে শুয়ে স্মরণ করো। বাবা যুক্তি বলে দেন। বাবা বলেন, চলতে-ফিরতে যদি স্মরণ করতে না পারো তাহলে রাতে বিশেষ স্মরণে বসো তবে অন্তত কিছু জমা হবে। কিন্তু জোর করে এইভাবে এক স্থানে বসা হঠযোগ হয়ে যায়। তোমাদের এ হলো সহজ মার্গ। রুটি খাওয়ার সময়ও বাবাকে স্মরণ করো। আমরা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। নিজেদের সঙ্গে কথা বলো। আমি এই পড়ার মাধ্যমে এমন হই। পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে। তোমাদের সাবজেক্টই অতি অল্প। বাবা কত অল্পের মাধ্যমে বোঝান, কোনো কথা না বুঝতে পারলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এই শরীর তো ৫ ভূতের অর্থাৎ ৫ তন্ত্বে তৈরী। "আমি শরীর"- একথা বলা মানে নিজেকে ভূত মনে করা। এটাই হলো আসুরী দুনিয়া, ওটা হলো দৈবী দুনিয়া। এখানে সকলেই দেহ-অভিমানী। নিজ আত্মাকে কেউই জানেনা। ভুল বা ঠিক তো হয়ই, তাই না! আমরা অর্থাৎ আত্মারা অবিনাশী -- একথা মনে করা সঠিক। নিজেদের বিনাশী শরীর মনে করা ভুল। দেহের অহংকার অত্যন্ত। এখন বাবা বলেন -- দেহকে ভুলে যাও, আত্মা-অভিমানী হও। এতে পরিশ্রম রয়েছে। ৮৪ জন্ম নাও, এখন ঘরে যেতে হবে। তোমাদেরই সহজ মনে হয়, তোমাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। সূর্যবংশীয় দেবতা ধর্মাবলম্বীদের ৮৪ জন্ম হয়, সঠিকভাবে লিখতে হয়। বাচ্চারা পড়তে থাকে, কানেকশন হতে থাকে। ওই(লৌকিক) পড়াতেও নম্বরের ক্রমানুসার তো হয়, তাই না! কম পড়বে তাহলে অর্থও কম পাবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার কাছে এসেছো, সত্যিকারের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য অমরকথা শুনতে। এই মৃত্যুলোক এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের অমরলোকে যেতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পতিত থেকে পাবন হতে হবে। পতিত-পাবন পিতা সকল বাচ্চাদের-কেই একই যুক্তি বলেন -- তিনি শুধু বলেন বাবাকে স্মরণ করো, চার্ট রাখো তাহলে তোমাদের অত্যন্ত খুশী হবে। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, দুনিয়া তো এখন গভীর অন্ধকারে রয়েছে। এখন তোমরা প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের আলো পেয়েছো। তোমরা ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হচ্ছে। এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যারা বলে জ্ঞান তো যত্র-তত্র থেকেই প্রাপ্ত হতে থাকে, এ কোনো নতুন কথা নয়। আরে! এই জ্ঞান কেউ পায়ই না। আর যদি বা ওখানে পাওয়াও যায় তাহলে পেয়েও তো কিছু করো না। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য কোনো পুরুষার্থ করো কী? কিছুই করো না। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন -- প্রভাতের সময়কাল অত্যন্ত ভালো। অত্যন্ত আনন্দ হয়, সবকিছু শান্ত হয়ে যায়, বায়ুমন্ডল ভাল থাকে। সর্বাপেক্ষা খারাপ বায়ুমন্ডল থাকে -- ১০টা থেকে ১২টায় তাই প্রভাতের সময়কাল অত্যন্ত ভালো। রাতে শীঘ্র শুয়ে পড়ো পুনরায় ২-৩টায় উঠে পড়ো। আরাম করে বসো। বাবার সঙ্গে কথা বলো। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী স্মরণ করো। শিববাবা বলেন -- আমার মধ্যে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান রয়েছে, তাই না! আমি তোমাদের শিক্ষক হয়ে শিক্ষাদান করি। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। যোগ কার সাথে? সেটাও লিখতে হবে। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বাচ্চারা, তোমরা জেনেছো যে, আমরা অলরাউন্ডার, সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নাও। এখানে যারা ব্রাহ্মণ কুলের তারাই আসবে। আমরা ব্রাহ্মণ। এখন আমরা দেবতা হতে চলেছি। সরস্বতীও কন্যা, তাই না! আমি বৃদ্ধও,

কিন্তু আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়, এখন আমি এই শরীর পরিত্যাগ করে পুনরায় গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নেব। আমি পড়ছি। পুনরায় গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ(সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবো) হবে। তোমাদের সকলেরই এইম অবজেক্ট এটাই। কেন খুশি হওয়া উচিত নয় ? তাতে যদি মানুষ কিছু বলে, বলুক। তোমাদের খুশি কেন হারিয়ে যায় ? বাবাকে স্মরণ না করলে নর থেকে নারায়ণ হবে কীভাবে ? উচ্চ হতে হবে, তাই না! এমন পুরুষার্থ করে দেখাও, কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো ? কেন হতাশ হয়ে যাও যে সকলেই কি রাজা হবে, না হবে না। এমন খেয়াল আসা, অর্থাৎ অনুত্তীর্ণ হওয়া। স্কুলে ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পড়ে। এমন বলা হবে কি যে, সকলেই কি ব্যারিস্টার হবে, না হবে না। পড়াশোনা না করলে ফেল হয়ে যাবে। ১৬ হাজার ১০৮-এর সম্পূর্ণ মালা আছে। সর্বপ্রথমে কে আসবে ? যে যতখানি পুরুষার্থ করবে। একে অপরের থেকে তো তীক্ষ্ণ(বেশী) পুরুষার্থ করো, তাই না! বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে একথা রয়েছে যে -- এখন আমাদের এই পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এও যদি স্মরণে থাকে, তাহলেও পুরুষার্থ তীব্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে একথা থাকা উচিত যে, সকলের মুক্তি-জীবনমুক্তিদাতা হলেন অদ্বিতীয় পিতা। আজ দুনিয়ায় এত কোটি-কোটি মানুষ। তোমরা ৯ লাখ হবে। তাও এবাউট অর্থাৎ আনুমানিক বলা হয়। সত্যযুগে আর কত হবে। রাজত্ব করতে কিছু মানুষ তো চাই, তাই না! এ রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। বুদ্ধি বলে, সত্যযুগে বৃষ্ণ(ঝাড়) অত্যন্ত ছোট হয়, অতি সুন্দর। এর নামই হলো স্বর্গ, প্যারাডাইজ। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্রই আবর্তিত হচ্ছে। এও যদি সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে তাও ভালো। আচ্ছা।

এই যে কাশি ইত্যাদি হয়, এসবই কর্মভোগ, এ হলো পুরানো জুতো(শরীর)। নতুন তো এখানে পাওয়া যায় না। আমি পুনর্জন্ম তো নিই না। না কোনো (মাতৃ) গর্ভে যাই। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন বাণীর উর্ধ্ব শান্তিধামে যেতে হবে। যেমন রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত অবশ্যই হবে, তেমনই পুরানো দুনিয়া অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্যই এই সঙ্গমযুগ সম্পূর্ণ হয়ে পুনরায় সত্যযুগ আসবে। বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রার উপর অত্যন্ত ধ্যান দিতে হবে, যা এখন অত্যন্ত স্বল্প তাই বাবা বেবী বলেন। শিশুসুলভ দেখায়। তারা বলে, বাবাকে স্মরণ করতে পারি না, তাহলে তাদেরকে বেবীই তো বলা হবে, তাই না! তোমরা ছোট শিশু, বাবাকে ভুলে যাও ? মিষ্টি থেকেও মিষ্টি পিতা, শিক্ষক, গুরু, যিনি আধাকল্পের প্রিয়তম (বিলাভেড) পিতা, তাঁকে ভুলে যাও! আধাকল্প দুঃখে তোমরা ওঁনাকে স্মরণ করে এসেছো। হে ভগবান! একথা তো আত্মাই বলে শরীর দ্বারা, তাই না! এখন আমি এসেছি, ভালোভাবে স্মরণ করো। অনেককে পথ বলে দাও। ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। ধর্মের বৃদ্ধি তো হতে থাকে, তাই না! উদাহরণ হলো অরবিন্দ ঘোষের। আজ ওনার কত সেন্টার্স রয়েছে। এখন তোমরা জেনেছো যে, ওসব হলো ভক্তিমার্গ। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছো। পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এই জ্ঞান। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। বাবা এসে সমস্ত নোংরা অপরিশুদ্ধ কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন (মুতপলিতি...)। এই মহিমা(প্রশংসা) শুধু ওঁনারই। মুখ্য হলো স্মরণ। জ্ঞান অতি সহজ। মুরলী পড়ে শোনাও। স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করতে-করতে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। অবিরত পেট্রোল ভরতে থাকবে। তখন পুনরায় এ(আত্মা) দৌড়বে। একে শিববাবার বরযাত্রী বলা, বাচ্চা বলা। বাবা বলেন -- আমি এসেছি, আমি তোমাদেরকে কামবিকার-রূপী চিতা থেকে নামিয়ে এখন যোগ-রূপী চিতায় বসাই। যোগের দ্বারা হেল্থ, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েল্থ (সম্পদ) প্রাপ্ত হয়। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে খুশিতে থাকতে হবে। মন যেন কখনো হতাশ (দিলসিকস্ত) হয়ে না পড়ে -- এই চিন্তা যেন কখনো না আসে যে, সকলেই কি রাজা হবে, না হবে না। পুরুষার্থ করে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) মোস্ট বিলাভেড (সর্বপ্রিয়তম) পিতাকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে, এতে বেবী(শিশুর মতন) হবে না। স্মরণের জন্য সকালের (ভোর) সময় অত্যন্ত ভালো। আরামপূর্বক শান্তিতে বসে স্মরণ করো।

বরদানঃ:- একতা এবং একাগ্রতার বিশেষত্ব দ্বারা ব্যর্থসঙ্কল্প-রহিত এবং বিকারীসঙ্কল্প-রহিত (নির্বিকল্প) স্থিতি স্থাপনকারী সফলতা-স্বরূপ ভব*

ব্যাখ্যা :- বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করার কার্যে সফলতার বরদান প্রাপ্ত করার জন্য সদা এক হয়ে এক-কেই প্রত্যক্ষ করো। একতার এক আগুলাই সহযোগিতার চিহ্নকে প্রদর্শন করে আর একাগ্রতা অর্থাৎ সদা ব্যর্থসঙ্কল্প-রহিত আর বিকারীসঙ্কল্প-রহিত স্থিতি দ্বারাই সফলতা গলার মালা হয়ে যায়। কিন্তু এরজন্য সদা

এই স্লোগান যেন স্মরণে থাকে যে, না সমস্যা-স্বরূপ হবো, না সমস্যাকে দেখে বিচলিত হবো। সদা সমাধান-স্বরূপ হবো।

স্লোগান:- বাপদাদার ছত্রছায়াতলে থাকো, তাহলে মায়া-রূপী ছায়া পড়তে পারবে না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভালোবাসা একমাত্র বাবার সঙ্গে, কেননা তোমরা অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, তোমরা ভালোবেসে বলো -- আমার বাবা"

প্রশ্ন:- কোনো দেহধারী মানুষের বাণীর তুলনাই বাবার সঙ্গে করা যায় না -- কেন?

উত্তর:- কেননা বাবার এক একটি বাণী হলো মহাবাক্য। এই মহাবাক্য যে শ্রবণ করে সে মহান অর্থাৎ পুরুষোত্তম হয়ে যায়। বাবার মহাবাক্য সুন্দর ফুল বানিয়ে দেয়। মানুষের বাক্য তো মহাবাক্য নয়, এতে তো মানুষ আরো নীচে নেমে এসেছে।

*গীত:- "এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে....."

ওম্ শান্তি। এই গানের প্রথম লাইনে কিছু অর্থ আছে, বাকি সম্পূর্ণ গীত কোনো কাজের নয়। গীতাতো যেমন 'ভগবান উবাচঃ,' 'মন্মনাভব',' 'মধ্যাজী ভব' এই শব্দ গুলো সঠিক। একে বলা হয় আটার মধ্যে নুনের মতো। এখন ভগবান কাকে বলা হয়, তা তো বাচ্চারা খুব ভালোভাবেই জেনে গেছে। ভগবান শিববাবাকে বলা হয়। শিববাবা এসেই শিবালয় রচনা করেন। তিনি কোথায় আসেন? এই বেশ্যালে। তিনি নিজেই এসে বলেন --- হে মিষ্টি - মিষ্টি অতি প্রিয়, হারানিধি আত্মারূপী বাচ্চারা, একথা তো আত্মারাই শোনে, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী। এই দেহ হলো বিনাশী। আমরা আত্মারা এখন পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে মহাবাক্য শ্রবণ করছি। মহাবাক্য হলো এক পরমপিতা পরমাত্মারই, যা আমাদের মহান পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম বানায়। বাকি যে মহাত্মা গুরু ইত্যাদি আছেন, তাঁদের বাক্যকে মহাবাক্য বলা যাবে না। 'শিবোহম' যে শব্দ বলা হয় তাও সঠিক শব্দ নয়। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে মহাবাক্য শ্রবণ করে ফুলে পরিণত হও। কাঁটা আর ফুলের মধ্যে কতো তফাৎ। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমাদের কোনো মানুষ শোনায় না। এনার উপর শিববাবা বিরাজমান আছেন, ইনিও আত্মা, কিন্তু ওনাকে বলা হয় পরম আত্মা। পতিত আত্মারা এখন বলছে --হে পরম আত্মা, তুমি এসো, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো। তিনি হলেনই পরমপিতা, পরম বানান যিনি। তোমরা পুরুষোত্তম অর্থাৎ সব পুরুষের থেকে উত্তম পুরুষ হও। তাঁরা হলেন দেবতা। পরমপিতা অক্ষর অতি মিষ্টি। সর্বব্যাপী বলে দিলে সেই মিষ্টি ভাব আসে না। তোমাদের মধ্যেও খুবই অল্প আছে, যারা ভালোবেসে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করে, ওরা স্ত্রী -পুরুষ তো স্থূলভাবে একে অপরকে স্মরণ করে। এ হলো আত্মাদের, পরমাত্মাকে অতি ভালোবেসে স্মরণ করা। ভক্তিমার্গে এতো ভালোবেসে পূজো করতে পারে না। এই প্রেম সেখানে থাকে না। তারা বাবাকে জানেই না, তাহলে এই প্রেম কিভাবে হবে? বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবার প্রতি অতি প্রেম আছে। আত্মা বলে --'আমার বাবা'। আত্মারা তো ভাই - ভাই, তাই না। প্রত্যেক ভাই বলে, বাবা আমাকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ওই ভালোবাসাকে কিন্তু ভালোবাসা বলা যাবে না। যাঁর থেকে কিছু প্রাপ্তি হয়, তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকে। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা থাকে, কারণ বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। যেতো অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি, বাচ্চাদের ততই বেশী প্রেম থাকবে। বাবার কাছে যদি কিছুই সম্পদ না থাকে, দাদুর কাছে যদি থাকে, তাহলে তখন বাবার প্রতি এতো ভালোবাসা থাকবে না। তখন আবার দাদুর প্রতি ভালোবাসা এসে যাবে। তখন মনে করবে, এর থেকে অর্থ পাবো। এখন, ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পড়ান। এ তো খুবই খুশীর কথা। ভগবান হলেন আমাদের বাবা। যেই রচয়িতা বাবাকে কেউই জানে না। আর এই না জানার কারণে ওরা নিজেদের 'বাবা' বলে দেয়। বাচ্চাদের যেমন তোমরা জিপ্তোস করো, তোমার বাবা কে? অবশেষে হয়তো বলে দেয়, আমি। তোমরা এখন জানো যে, ওইসব বাবাদেরও অবশ্যই বাবা আছে, আমরা এখন যে অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি, তাঁর কোনো বাবা নেই। ইনিই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, সর্বোচ্চ বাবা। বাচ্চাদের অন্তরে তাই খুশী থাকা উচিত। জাগতিক যাত্রায় যখন যায়, তখন এতো খুশী থাকবে না, কেননা সেখানে প্রাপ্তি কিছুই নেই। সেখানে কেবল দর্শন করতে যায়। ফোকোটে কতো ধাক্কা খায় সেখানে। এক তো তারা মাথা ঠোকে সেখানে, দ্বিতীয়, তাদের সব অর্থ খরচ হয়ে যায়। তারা অর্থ অনেকই খরচ করে কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই নেই। ভক্তিমার্গে যদি প্রাপ্তি হতো তাহলে ভারতবাসী বিত্তবান হয়ে যেতো। ওরা এই মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে কোটি টাকা খরচ করে। তোমাদের এই সোমনাথের মন্দির একটাই ছিলো না। সব রাজাদের কাছেই মন্দির ছিলো। তোমাদের কতো ঐশ্বর্য দিয়েছিলাম ---পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলাম। এক বাবাই এমন বলতে পারেন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে এমন বানিয়েছিলাম। এখন তোমরা কি হয়ে গেছো। এই কথা তো বুদ্ধিতে

আসা চাই, তাই না । আমরা কতো উচ্চ ছিলাম, পুনর্জন্ম নিতে নিতে একদম নীচে এসে পড়েছি । এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছি । এখন আমরা আবার বাবার কাছে যাচ্ছি । যেই বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । এ হলো একই যাত্রা, যেখানে আমাদের বাবা মিলিত হন, তাই তোমাদের অন্তরে সেই প্রেম থাকা চাই । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা চাই যে, আমরা সেই বাবার কাছে যাই, যাঁর কাছ থেকে আমরা আবার এই বিশ্বের বাদশাহী পাই । ওই বাবা আমাদের শিক্ষা দেন -- বাচ্চারা, দৈবী গুণ ধারণ করো । সর্বশক্তিমান, পতিত -পাবন, আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । আমি কল্পে -কল্পে এসে তোমাদের বলি যে - তোমরা আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের মনে এই কথা আসা চাই যে, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছি । বাবা বলেন, আমি হলাম গুপ্ত । তোমরা মনে করো, আমরা শিববাবার কাছে যাই, ব্রহ্মা দাদার কাছে যাই । যে কম্বাইন্ড, আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যাই, যাঁর দ্বারা আমরা এই বিশ্বের মালিক হই । তোমাদের অন্তরে কতো অপার খুশী হওয়া উচিত । মধুবনে আসার জন্য যখন বাড়ি থেকে বের হও, তখন অন্তরে খুশীতে গদগদ হওয়া চাই । বাবা আমাদের পড়ানোর জন্য এসেছেন, তিনি আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করার যুক্তি বলে দেন । ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অন্তরে এই খুশী থাকা চাই । কন্যা যখন তার পতির সঙ্গে মিলিত হতে যায়, তখন গয়না ইত্যাদি পড়ে, তখন তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যায় । সেই মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয় দুঃখ পাওয়ার জন্য । তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হয় সদা সুখ পাওয়ার জন্য । তাই এমন বাবার কাছে আসার সময় কতো খুশী হওয়া উচিত । আমরা এখন অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি । সত্যযুগে যখন যাবে, তখন ডিগ্রি কম হয়ে যাবে । তোমরা তো এখন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্তান । ভগবান বসে তোমাদের পড়ান । তিনি আমাদের বাবাও, আবার টিচারও, তিনি আমাদের পড়ান, আবার তিনিই আমাদের পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন । আমরা আমাদের এখন এই ছি - ছি রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবো । আমাদের অন্তরে অপার খুশী হওয়া চাই -- বাবা যখন আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান, তাহলে আমাদের কতো ভালোভাবে পড়া চাই । ছাত্ররা যদি খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাহলে খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাস করে । বাচ্চারা বলে -- বাবা, আমরা তো শ্রী নারায়ণ তৈরী হবো । এই হলো সত্যনারায়ণের কথা, অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা । তোমরা ওই মিথ্যা কথা জন্ম - জন্মান্তর ধরে শুনে এসেছো । এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে একবারের জন্যই এই সত্য কথা শোনো । ওই কথা তো ভক্তিমাগে চলে এসেছে । শিব বাবার যেমন অবতরণ হয়েছে বলে বর্ষ বর্ষ তাঁর জয়ন্তী পালন করা হয় । তিনি কবে এসেছিলেন, কি করলেন, মানুষ কিছুই জানে না । আচ্ছা, কৃষ্ণের জয়ন্তীও তো পালন করে, তিনিও কবে এলেন, কি করলেন, কিছুই জানে না । ওরা বলে তিনি কংসপুরীতে আসেন, কিন্তু তিনি এই পতিত দুনিয়াতে কিভাবে জন্ম নেবেন ! বাচ্চাদের কতটা খুশী হওয়া উচিত -- আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে যাই । অনুভবও তো শোনায়, তাই না -- আমার অমুকের দ্বারা তীর লেগেছে যে, বাবা এসেছেন । ব্যস, সেই দিন থেকে শুরু করে আমি বাবাকেই স্মরণ করি ।

এ হলো তোমাদের বড়র থেকেও বড় বাবার কাছে আসার যাত্রা । বাবা তো চৈতন্য, তিনি বাচ্চাদের কাছেও যান । ও হলো জড় যাত্রা । আর এখানে তো বাবা চৈতন্য । আমরা আমাদের যেমন কথা বলি, তেমনই পরমাত্মা বাবাও শরীরের দ্বারা কথা বলেন । এই পড়া হলো ভবিষ্যত ২১ জন্ম শরীর নির্বাহের জন্য । সে হলো কেবল এক জন্মের জন্য । এখন তোমাদের কোন পড়া পড়ার প্রয়োজন বা কোন কাজ করার প্রয়োজন ? বাবা বলেন যে, তোমরা দুইই করো । সন্ন্যাসীদের মতো তোমাদের বাড়িঘর ত্যাগ করে জঙ্গলে যেতে হবে না । এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না । দুইয়ের জন্যই পড়া আছে । সবাই তো পড়বেও না । কেউ ভালো পাঠ নেবে, কেউ আবার কম । কারোর আবার চট করে তীর লেগে যাবে । কেউ তো উন্মত্তের মতো বলতে থাকবে । কেউ বলে -- হ্যাঁ, আমরা বোঝার চেষ্টা করবো । কেউ আবার বলবে - এ তো একান্তে বোঝার মতো কথা । ব্যস, আবার তারা হারিয়ে যাবে । কারোর যদি এই জ্ঞানের তীর লাগে, তারা চট করে বুঝতে আসবে । কেউ আবার বলবে -- আমাদের তো সময় নেই । তাহলে মনে করবে তীর লাগেই নি । দেখো, বাবার এই জ্ঞানের তীর বিদ্ধ হয়েছিলো, তাই চট করে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই না । তিনি মনে করেছিলেন, বাদশাহী পাবো, এর সামনে এসবের কি মূল্য ? আমাকে তো বাবার থেকে রাজস্ব পেতে হবে । বাবা এখন বলছেন, ওইসব কাজ করবার করো, কেবল এক সপ্তাহ খুব ভালো করে এই শিক্ষা বোঝো । গৃহস্থ জীবনকেও রক্ষা করতে হবে । রচনার লালন পালনও করতে হবে । ওরা তো রচনা করে (স্ত্রী, সন্তান) তারপর পালিয়ে যায় । বাবা বলেন যে, তোমরা যখন রচনা করেছো, তখন তার সুরক্ষা করো । মনে করো, স্ত্রী বা সন্তান তোমার কথা শোনে, তো সুপুত্র । আর যদি না শোনে, তো কুপুত্র । কে সুপুত্র আর কে কুপুত্র, সে তো জানতে পারা যায়, তাই না । বাবা বলেন যে, তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । না হলে তো অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে না । তোমরা পবিত্র হয়ে, সুপুত্র হয়ে নাম উজ্জ্বল করো । তীর বিদ্ধ হলে তখনই বলবে -- এখনই তো আমরা প্রকৃত উপার্জন করবো । বাবা এসেছেন, আমাদের শিবালয়ে নিয়ে যেতে । তাই সেই শিবালয়ে যাবার জন্য তো উপযুক্ত হতে হবে । এখানে অনেক পরিশ্রম আছে । তোমরা বলো -- এখন শিববাবাকে স্মরণ করো, কেননা মৃত্যু

সামনে উপস্থিত । কল্যাণ তো ওদেরও করতে হবে, তাই না । বলো - এখন তোমরা স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । বাচ্চারা, তোমাদের দায়িত্ব হলো বাবার ঘর আর স্বশুর ঘরের উদ্ধার করা, যেহেতু তোমাদের সেখানে ডাকা হয়, তো তোমাদেরও দায়িত্ব হলো তাদের কল্যাণ করা । তোমাদের দয়ালু হওয়া উচিত । তোমাদের পতিত তমোপ্রধান মানুষকে সতোপ্রধান হওয়ার পথ বলে দিতে হবে । তোমরা জানো যে, প্রতিটি জিনিসই অবশ্যই নতুন থেকে পুরানো হয় । নরকে তো সবাই পতিত আত্মা, তাই তো তারা গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হতে যায় । প্রথমে তো বোঝো, আমরা পতিত, তাই পবিত্র হতে হবে । বাবা আত্মাদের বলেন, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে । সাধু-সন্ত ইত্যাদি যারাই বলে সবাইকে এই খবর দিয়ে দাও যে, বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এই যোগ অগ্নির দ্বারা অথবা স্মরণের যাত্রায় তোমাদের খাদ দূর হয়ে যাবে । তোমরা পবিত্র হয়ে আমার কাছে চলে আসবে । আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো । বিচ্ছেদ যেমন চলতে থাকে, কোথাও নরম জিনিস দেখলেই কামড়ে দেয় । পাথরকে কামড়ে দিয়ে কি করবে ! তোমরাও বাবার পরিচয় দাও । বাবা এও বুঝিয়েছেন ---আমার ভক্ত কোথায় থাকে । শিবের মন্দিরে, কৃষ্ণের মন্দিরে, লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে । ভক্ত তো আমার ভক্তি করতে থাকে । তারাও তো আমার সন্তান, তাই না । আমরা থেকে রাজ্য ভাগ্য নিয়েছিলো, এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে । ওরা তো দেবতাদের ভক্ত, তাই না । এক নম্বর হলো শিবের অব্যভিচারী ভক্তি । এরপর নামতে নামতে এখন তো ভূত পূজা করতে শুরু করেছে । শিবের পূজারীদের বোঝাতে সহজ হবে । এই সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন শিববাবা । তিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন । বাবা এখন বলছেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আমি তোমাদের এই খবর জানাই । বাবা এখন বলেন -- পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর হলাম আমি । আমি এখন তোমাদের জ্ঞানও শোনাচ্ছি । পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের যোগও শেখাচ্ছি । ব্রহ্মা তনের দ্বারা আমি তোমাদের এই খবর দিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের ৮৪ জন্মকে স্মরণ করো । তোমরা ভক্তদের পাবে মন্দিরে, আর পাবে কুস্ত্র মেলায় । ওখানে তোমরা তাদের বোঝাতে পারবে যে পতিত পাবন গঙ্গা, নাকি পরমাত্মা ?

বাচ্চাদের তাই এই খুশী থাকা চাই যে, আমরা কার কাছে যাই । ইনি কতো সাধারণ । কি বড় ভাব দেখাবেন ? শিববাবা কি করছেন যে বড় মানুষ মনে হবে ? সল্ল্যাসীর গেরুয়া বস্ত্র তো পড়েন না । বাবা বলেন যে, আমি তো সাধারণ মানুষের শরীর আশ্রয় করি । তোমরাই রায় দাও যে আমি কি করবো ? এই রথের কি শৃঙ্গার করবো ? ওরা হসেনের ঘোড়া বের করে, তাকে শৃঙ্গার করায় । ইনি হলেন শিববাবার রথ, একে ষাঁড় বানিয়ে দিয়েছে । ষাঁড়ের মাথায় গোল গোল শিবের চিত্র দেখানো হয় । এখন শিববাবা ষাঁড়ের মধ্যে কোথা থেকে আসবেন ? মন্দিরে তাহলে ষাঁড় কেন রাখে ? শঙ্করের বাহন বলা হয় । সূক্ষ্ম বতনে কি শঙ্করের বাহন থাকে ? এ সবই হলো ভক্তি মার্গ, যা এই ড্রামাতে নিহিত আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা এখন প্রকৃত উপার্জন করে নিজেকে শিবালায়ে যাওয়ার উপযুক্ত করবো । সুপুত্র হয়ে শ্রীমতে চলে বাবার নাম উজ্জ্বল করবো ।

২) দয়ালু হয়ে তমোপ্রধান মানুষদের সতোপ্রধান বানাতে হবে । সকলের কল্যাণ করতে হবে । মৃত্যুর পূর্বে সবাইকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ।

বরদান:- 'আপনিই ঠিক' (হাঁ জী) এর পাঠের দ্বারা সেবাতে মহান হওয়ার জন্য সকলের শুভ কামনার পাত্র ভব*
যে কোনো সেবা খুশী আর উৎসাহের সঙ্গে করতে করতে সদা যেন খেয়াল থাকে যে, যে সেবা করছি, তাতে যেন সকলের শুভ কামনা প্রাপ্ত হয়, কেননা যেখানে শুভ কামনা থাকে, সেখানে পরিশ্রম থাকে না । এখন এই লক্ষ্য যেন থাকে যে, যার সম্পর্কেই আসি না কেন, তার শুভ কামনা যেন প্রাপ্ত করি । 'সম্মতি'র পাঠই হলো শুভ কামনা প্রাপ্ত করার সাধন । কেউ যদি ভুলও বলে, তাকে ভুল বলে ধাক্কা দেওয়ার পরিবর্তে তার অবলম্বন হয়ে তাকে তুলে ধরো । সহযোগী হও । তাহলে তার থেকেও সন্তুষ্টতার শুভেচ্ছা প্রাপ্ত করবে । যে শুভ কামনা প্রাপ্ত করাতে মহান হয়, সে শীঘ্রই মহান হয়ে যায় ।

স্লোগান:- কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্থিতিকেও দৃঢ় করার লক্ষ্য রাখো ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে দেখো, আমি ফুল হতে পেরেছি ? দেহ-অহংকারে এসে কাঁটা তো হইনি? বাবা এসেছেন তোমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুল বানাতে”

প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয়ের আধারে বাবার সাথে অটুট ভালোবাসা থাকতে পারে ?

উত্তরঃ - প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, তাহলে বাবার সাথে ভালোবাসা থাকবে। এটাও অটুট নিশ্চয় চাই যে, নিরাকার বাবা এই ভাগীরথের মধ্যে বিরাজিত হয়ে আছেন। তিনি আমাদেরকে এঁনার দ্বারা পড়াচ্ছেন। যখন এই নিশ্চয় ভেঙে যায় তখন ভালোবাসাও কম হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । কাঁটা থেকে ফুল প্রস্তুতকারী ভগবানুবাচ অথবা বাগানের মালি ভগবানুবাচ। বাচ্চারা জানে যে, আমরা এখানে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য এসেছি। প্রত্যেকেই এটা বোঝে যে, আমরা প্রথমে কাঁটা ছিলাম। এখন ফুল তৈরি হচ্ছে। বাবার মহিমা তো অনেকেই অনেকভাবে করে, পতিত-পাবন এসো। তিনি হলেন মাঝি, বাগানের মালি, পাপ কাটেশ্বর। অনেক নাম-ই বলে থাকে, কিন্তু তাঁর মূর্তি তো সব জায়গায় একই রকম হয়। তার মহিমা গাইতে থাকে যে, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর... এখন তোমরা জানো যে, আমরা এই এক বাবার পাশে বসে আছি। কাঁটা রূপী মানুষ থেকে এখন আমরা ফুল রূপী দেবতা হতে এসেছি। এটা হলো আমাদের এইম অবজেক্ট। এখন প্রত্যেককে নিজেদেরকে দেখতে হবে যে, আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ আছে? আমি কি সর্বগুণসম্পন্ন হতে পেরেছি? আগে তো দেবতাদের মহিমা গুণকীর্তন করতাম, নিজেদেরকে কাঁটা মনে করতাম। আমাদের নির্গুণ শরীরে কোনো গুণ নেই... কেননা ৫ বিকার আছে। দেহ-অভিমানও হল খুব তেজী অভিমান। নিজেকে আত্মা মনে করো, তাহলে বাবার সাথে অনেক ভালোবাসা থাকবে। এখন তোমরা জানো যে নিরাকার বাবা এই রথের মধ্যে বিরাজিত আছেন। এটা নিশ্চয় করতে-করতেও পুনরায় নিশ্চয় ভেঙে যায়। তোমরা বলেও থাকো যে আমরা এসেছি শিব বাবার কাছে। যিনি এই ভাগীরথ প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে আছেন, আমাদের সকল আত্মাদের বাবা হলেন এক শিব বাবা, তিনি এই রথের মধ্যে বিরাজিত আছেন। এটা খুব পাকাপাকিভাবে নিশ্চয় চাই, কারণ এতেই মায়া সংশয় নিয়ে আসে। কন্যা পতির সাথে বিবাহ করে, মনে করে যে, তার থেকে অনেক সুখ প্রাপ্ত হবে, কিন্তু প্রকৃত সুখ সে পায় না, সংসারে গিয়ে সে অপবিত্র হয়ে যায়। যখন কুমারী ছিল তখন মা বাবা আদি সবাই তার কাছে মাথা নত করতো, কেননা সে পবিত্র ছিল। এখন অপবিত্র হয়েছে আর সে সকলের সামনে গিয়ে মাথা নত করা শুরু করে দিয়েছে। আজকে সবাই তার সামনে মাথা নত করছে, কালকে সে সকলের কাছে গিয়ে মাথা নত করবে।

এখন বাচ্চারা, তোমরা সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হচ্ছে। কাল কোথায় থাকবে ? আজকের এই ঘর-ঘাট এসব কেমন আছে ? কত নোংরা হয়ে গেছে! এটাকে বলাই হয় বেশ্যালয়। এখানে সবাই বিষের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। তোমরাই শিবালয়ে ছিলে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে খুব সুখী ছিলে। সেখানে দুঃখের কোনো নাম গন্ধ ছিল না। এখন পুনরায় এইরকম হওয়ার জন্য এসেছো। সাধারণ মানুষ শিবালয়কে জানেই না। স্বর্গকে বলা হয় শিবালয়। শিবাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। ‘বাবা’ তো সবাই বলে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করো ফাদার কোথায় আছেন? তখন বলে দেয়, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। কুকুর-বিড়াল, কচ্ছপ-মৎস্য সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, বলে দেয়, তাহলে কত পার্থক্য হয়ে গেল। বাবা বলেন যে, তোমরা পুরুষোত্তম ছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম ভোগ করে তোমরা কি হয়ে গেছো ? নরকবাসী হয়ে গেছো, এই জন্য সবাই গান করে যে, হে পতিতপাবন এসো। এখন বাবা পবিত্র বানাতে এসেছেন। তিনি বলেন, এই অস্তিম জন্মে বিষপান করা ছেড়ে দাও। তবুও কেউ বুঝতে চায় না। সকল আত্মাদের বাবা এখন বলছেন যে - পবিত্র হও। সবাই বলেও যে, বাবা, আত্মাদের প্রথমে শিবাবা স্মরণে আসে, তারপর এই ব্রহ্মাবাবা। নিরাকারে শিবাবা আর সাকারে এই ব্রহ্মাবাবা। সুপ্রিম আত্মা এই পতিত আত্মাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরাই প্রথমে পবিত্র ছিলে। বাবার সাথেই ছিলে, পুনরায় তোমরা এখানে এসে অভিনয় করছো। এই সৃষ্টিচক্রকে ভালোভাবে বুঝে নাও। এখন আমরা সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। তোমাদের এই আশা ছিল যে, আমরা স্বর্গে যাবো। তোমরা এটাও বলে ছিলে যে, কৃষ্ণের মতো যেন সন্তান হয়। এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে সেই রকম তৈরি করতে। সেখানে সন্তান হবেই কৃষ্ণের মতো। সত্যপ্রধান ফুল তাইনা। এখন তোমরা কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তোমরা তো স্বর্গের মালিক হবে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো, আমি ফুল তৈরি হয়েছি? কোথাও দেহ-অহংকারে এসে কাঁটা তো হচ্ছি না? সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে আত্মা মনে করার পরিবর্তে দেহ ভেবে নেয়। আত্মাকে ভুলে যাওয়ার

কারণে বাবাকেও ভুলে গেছে। বাবাকে বাবার দ্বারাই জানার কারণে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো সবাই প্রাপ্ত করতে পারে। এমন একজনও থাকবে না, যে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। বাবা-ই এসে সবাইকে পাবন তৈরি করে নির্বাণধামে নিয়ে যান। তারা তো বলে দেয় যে - জ্যোতি জ্যোতিতে সমায়ািত হয়ে যায়। ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান থাকেনা। তোমার এখন জেনেছো যে, আমরা কার কাছে এসেছি ? এটা কোনো সাধারণ মানুষের সংসঙ্গ নয়। আত্মারা, পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়েছিলো, এখন পুনরায় তাঁর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে। এটাই হলো সত্যিকারের সংসঙ্গ, যেটা ৫ হাজার বছরে একই বার হয়। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো কোনো সংসঙ্গ আদি হয় না। ভক্তিমার্গে তো অনেক-অনেক সংসঙ্গ হয়। এখন বাস্তবে সং তো হলেন এক বাবা। এখন তোমরা তাঁর সঙ্গে বসে আছো। এটাও যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা হলাম গডলী স্টুডেন্ট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ছাত্র। ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

আমাদের বাবা এখানেই আছেন, তিনি হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক আবার সঙ্গুরু। তিনটি সম্বন্ধেই এখন অভিনয় করছেন। বাচ্চাদেরকে নিজের আপন করে নেন। বাবা বলছেন যে, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ কেটে যায়। তারপর তোমরা লাইটের মুকুট প্রাপ্ত করো। এটাও হল একটা নিদর্শন। তা বলে এটা নয় যে, লাইট দেখা যাবে। এটা হল পবিত্রতার নিদর্শন। এই জ্ঞান আর কেউই প্রাপ্ত করতে পারে না। এই জ্ঞানের দাতা তো হলেন এক বাবা। তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর। বাবা বলছেন যে, আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। এটা হলো উল্টো বৃক্ষ। এটা হল কল্পবৃক্ষ তাই না। প্রথমে দৈবী ফুলের বৃক্ষ ছিল। এখন কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে কেননা ৫ বিকার এসে গেছে। প্রথমে মুখ্য হলো দেহ-অভিমান। সেখানে দেহ-অভিমান থাকে না। এটাই মনে থাকে যে, আমরা হলাম আত্মা। সেখানে কেউ পরমাত্মা বাবাকে জানবে না। আমরা হলাম আত্মা, ব্যস। দ্বিতীয় কোনো জ্ঞান থাকবে না। (সর্পের নিদর্শন) এখন তোমাদেরকে এটা বোঝানো হয়েছে যে, জন্ম-জন্মান্তরের পুরানো নষ্ট হয়ে যাওয়া এই দেহরূপী খোলস এখন তোমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। এখন আত্মা আর শরীর দুটোই হল পতিত। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে পুনরায় এই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। আত্মারা সবাই পরমধামে চলে যাবে। এই জ্ঞান এখন তোমাদের কাছেই আছে যে, এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন আমাদেরকে বাবার কাছে যেতে হবে, এইজন্য ঘরকে স্মরণ করতে হবে। এই দেহকে ছেড়ে দিতে হবে, শরীর সমাপ্ত হয়ে গেলে তো দুনিয়াও শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন ঘরে যাবো, নতুন সম্বন্ধ হয়ে যাবে। তারা তো পুনরায় পুনর্জন্ম এখানেই নিতে থাকে। তোমাদেরকে তো পুনর্জন্ম নিতে হবে ফুলের দুনিয়াতে। দেবতাদেরকে পবিত্র বলা হয়। তোমরা জেনেছো যে, আমরাই ফুল ছিলাম, পুনরায় কাঁটা হয়ে গেছি, পুনরায় ফুলের দুনিয়াতে যেতে হবে। পরবর্তীকালে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। সেগুলি হলো সব খেলা। মীরা ধ্যানে গিয়ে কৃষ্ণের সাথে রাস করতো, তার কাছে কোনো জ্ঞান ছিল না। মীরা কোনো বৈকুণ্ঠ আদিতো যেতে পারবে না। এখানেই কোথাও আছে। এই ব্রাহ্মণ কুলের হলে তো এখানে এসে জ্ঞান নেবে। এমন নয় যে, রাস করেছে তো বৈকুণ্ঠে চলে গেছে। এরকম তো অনেকেই কৃষ্ণের সাথে রাস করেছিলো। ধ্যানে গিয়ে দেখে আসতো, তারপর গিয়ে বিকারী হয়ে গেছে। গাওয়া হয় না,যে, পুরুষার্থ করলে বৈকুণ্ঠ রস চাখতে পারবে আর পড়ে গেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে.... বাবা ভীতি প্রদান করছেন যে - তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারো যদি জ্ঞান আর যোগ শেখো তো। বাবাকে ছেড়ে দিলে একদম বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আশ্চর্য ভাবে বাবার হয়, বাবার শ্রীমত শোনে, সবাইকে শোনায়, পুনরায় চলে যায়। অহো মায়া, কত গভীর ক্ষত করে দেয়। এখন বাবার শ্রীমতে চলে তোমরা দেবতা হচ্ছো। আত্মা আর শরীর দুটোই শ্রেষ্ঠ চাই, তাই না। দেবতার জন্ম কোনো বিকারের দ্বারা হয় না। সেটা হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে ৫ বিকার থাকেনা। শিববাবা স্বর্গ রচনা করেন। এখন হলো নরক। এখন তোমরা পুনরায় স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য এসেছো। যে খুব ভালো রীতি পড়ে, সেই স্বর্গে যাবে। তোমরা পুনরায় পড়ছো, কল্প কল্প পড়তেই থাকবে। এই সৃষ্টি চক্রের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। এটাই হলো দৈবনির্দিষ্ট ড্রামা, এই ড্রামার চক্র থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। যা কিছু দেখছো, এই যে মাছি উড়ে যাচ্ছে, কল্প পরেও এখান দিয়ে এই মাছিটি উড়ে যাবে। এটা বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। এই শুটিং হতেই থাকবে। এটা হল কর্মক্ষেত্র। পরমধাম থেকে তোমরা এখানে এসেছো অভিনয় করার জন্য।

এখন এই পড়াশোনাতে তো কেউ খুব সতর্ক হয়ে যায়, কেউ আবার এখনও পড়ছে। কেউ পড়তে-পড়তে পুরানোদের থেকেও এগিয়ে যায়। জ্ঞান সাগর তো সবাইকেই সমানভাবে পড়াতে থাকেন। বাবার হলেই বিশ্বের অবিনাশী উত্তরাধিকার তোমাদের হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, তোমাদের আত্মা এখন পতিত হয়ে গেছে, তাকে পাবন অবশ্যই বানাতে হবে, তার জন্য সহজের থেকেও সহজ পদ্ধতি হল - অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো তোমরা এইরকম হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে এই পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য বৃত্তি আনতে হবে। বাকি মুক্তিধাম, জীবন মুক্তিধাম তো আছেই। আর কাউকেই আমরা স্মরণ করি না এক শিববাবাকে ছাড়া। ভোরবেলা উঠে অভ্যাস করতে হবে যে, আমি অশরীরী এসেছি,

অশরীরী হয়ে যেতে হবে। তাহলে কোনো দেহধারীকে আমরা কেন স্মরণ করবো ? ভোরবেলা অমৃতবেলায় উঠে নিজের সাথে এরকম এইরকম কথা বলতে হবে। ভোরবেলাকে অমৃতবেলা বলা হয়। জ্ঞানামৃত জ্ঞান সাগরের কাছেই আছে। তাই জ্ঞান সাগর বলছেন যে, ভোরবেলার সময় খুব ভালো। অমৃতবেলায় উঠে খুব প্রেমসহিত বাবাকে স্মরণ করো - বাবা, তুমি ৫ হাজার বছর পর আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছো। এখন বাবা বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তবে পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। শ্রীমতে চলতে হবে। সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস পড়ে গেলে তো খুশিতে বসেই থাকবে। শরীরের ভান কেটে যাবে। পুনরায় এই দেহের ভানও আসবে না। অনেক খুশিতে থাকবে। তোমরা যখন পবিত্র ছিলে তখন খুব খুশিতে ছিলে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান রাখতে হবে। প্রথম-প্রথম যে আসবে, তাকে অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হবে। পুনরায় চন্দ্রবংশী কিছু কম, ইসলামী তার থেকেও কম। নব্বরের ক্রমানুসারে বৃক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকে তাই না। মুখ্য হলো দৈবী ধর্ম, তারপর তার থেকে তিন ধর্ম নির্গত হয়। তারপর তো আরো ডালপালা বেরিয়ে আসে। এখন তোমরা ড্রামাকে জেনে গেছো। এই ড্রামা উকুনের মতো খুব খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে। সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে টিক-টিক করে চলতে থাকে। এই জন্য গাওয়া হয় যে, সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। আত্মা নিজের বাবাকে স্মরণ করে। বাবা, আমরা হলাম আপনার সন্তান। আমাদের তো এখন স্বর্গে থাকার কথা, তাহলে কেন এই নরকে পড়ে আছি। বাবা তো স্বর্গের স্থাপনা করেন তাহলে এখন নরকে কেন আছি। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা স্বর্গে ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা সব ভুলে গিয়েছিলে। এখন পুনরায় আমার শ্রীমতে চলো। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে কেননা আত্মার মধ্যেই সমস্ত পাপ জমা থাকে। শরীর হলো আত্মার বিভূষণ। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গে ছিলাম, এখন পুনরায় বাবা এসেছেন, তো বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে তাই না। ৫ বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। দেহ-অভিমান ছাড়তে হবে। কাজ-কর্ম করতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আত্মা নিজের প্রেমিককে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছে। এখন সেই প্রেমিক তোমাদের সম্মুখে এসে গেছেন। তিনি বলছেন যে, তোমরা কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছো। এখন আমি সুন্দর বানাতে এসেছি। তার জন্য হল এই যোগ অগ্নি। জ্ঞানকে চিতা বলা যাবে না। যোগ হল চিতা। স্মরণের চিতায় বসলে বিকর্ম বিনাশ হবে। জ্ঞানকে তো নলেজ বলা হয়। বাবা তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা। পুনরায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, পুনরায় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী, পুনরায় অন্যান্য ধর্মের স্থান আছে। বৃক্ষ কত বড় হয়ে যায়। এখন এই বৃক্ষের মূল কান্ড নেই। এই জন্য (কলকাতার) বটবৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয়। দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন বাচ্চারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো। নিজের দৃষ্টিকে সিভিল বানাচ্ছে। তোমরা এখন কোনো ব্রষ্ট-কর্ম করোনা। কোনো কুদৃষ্টি যেন না যায়। নিজেকে দেখো - আমি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? আমি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করছি ? দৈনন্দিন চার্ট দেখো। সারাদিনে দেহ-অভিমাণে এসে কোনো বিকর্ম তো করিনি ? নাহলে তো একশত গুণ হয়ে যাবে। মায়া চার্ট রাখতেও দেয়না। ২-৪ দিন লিখে তারপর ছেড়ে দেয়। বাবাও উদ্বিগ্ন থাকেন, তাই না। দয়া হয় - বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তো পাপ কেটে যাবে। এতেই পরিশ্রম আছে। এথেকে নিজেকে অব্যাহত রেখো না। জ্ঞান তো হলো খুব সহজ। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মিষ্টি মিষ্টি বার্তালাপ করতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে যে, বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কিছু যেন মনে না আসে।

২) নিজের দৃষ্টিকে খুব শুদ্ধ পবিত্র বানাতে হবে। দৈবী ফুলের বাগান তৈরি হচ্ছে এই জন্য ফুল হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কাটা হবে না।

বরদান:- প্রত্যেক সংকল্প, সময়, বৃত্তি আর কর্মের দ্বারা সেবা করে নিরন্তর সেবাধারী ভব*

ব্যখ্যা :- যেরকম বাবা আমাদের কাছে খুব প্রিয়, বাবা ছাড়া যেন জীবন নেই, এইরকমই সেবা ছাড়াও জীবন বৃথা। নিরন্তর যোগীর সাথে-সাথে নিরন্তর সেবাধারী হও। শোয়ার সময়ও সেবা হবে। শোয়ার সময় যদি কেউ তোমাদেরকে দেখে তো, তোমাদের চেহারার দ্বারা শান্তি, আনন্দের ভাইরেশন অনুভব করবে। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাবাকে স্মরণ করার স্মৃতি দেওয়ার সেবা করতে থাকো। নিজের শক্তিশালী বৃত্তি

দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও, কর্ম দ্বারা *কর্মযোগী ভব* -র বরদান দিতে থাকো, প্রত্যেক কদমে পদমগুণ উপার্জন জমা করতে থাকো, তখন বলা যাবে নিরন্তর সেবায়ারী অর্থাৎ সার্ভিসেবল।

স্লোগান:-

নিজের আত্মিক ব্যক্তিত্বকে স্মৃতিতে রাখো তো মায়াজীত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র শ্রীমং তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানাবে, তাই শ্রীমং ভুলে যেও না, নিজের মত ত্যাগ করে এক বাবার মতানুযায়ী চলো"

প্রশ্নঃ - পুণ্য আত্মা হওয়ার যুক্তি কি?

উত্তরঃ - পুণ্য আত্মা হতে গেলে স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে, ভালোবেসে এক বাবাকে স্মরণ করো। ২. কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম করো না। সবাইকে পথ বলে দাও। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো - এই পুণ্য কর্মটি আমরা কতবার করি? নিজের চেকিং করো - এমন কোনো কর্ম যাতে না হয় যার ১০০ গুণ দণ্ড ভোগ করতে হয়। অতএব চেকিং করলে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে আত্মাক্রপী বাচ্চাদের বোঝান, এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা শিববাবার মতানুযায়ী চলছি। তাঁর মতামত-ই হল উঁচু থেকে উঁচু মত। দুনিয়া এই কথা জানে না যে উঁচু থেকে উঁচু শিববাবা কীভাবে বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার মত দেন। এই রাবণ রাজ্যে কোনো মানুষ, অন্য মানুষকে শ্রেষ্ঠ মত দিতে পারে না। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় মত অনুযায়ী চলো। বাচ্চারা, এই সময় তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছো। এখন তোমরা জেনেছো আমরা তো বিশ্বের মালিক ছিলাম। ইনি (ব্রহ্মা) মালিক ছিলেন কিন্তু তিনিও জানতেন না। বিশ্বের মালিক একদম পতিতে পরিণত হয়ে যান। এই খেলাটি খুব ভালোভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। ঠিক - ভুল কি, এতেই রয়েছে বুদ্ধির লড়াই। সম্পূর্ণ দুনিয়া হল ভুল। একমাত্র বাবা হলেন ঠিক, যিনি সত্য বলেন। তিনি তোমাদের সত্যথণ্ডের মালিক করেন তাই তাঁর মত নেওয়া উচিত। নিজের মতে চললে ধোকা থাকবে। কিন্তু তিনি হলেন গুপ্ত। তারপরে নিরাকার। অনেক বাচ্চারা গাফিলতি করে ভাবে - এইসব তো হল ব্রহ্মাবাবার মত। মায়া শ্রেষ্ঠ মত নিতে দেয় না। শ্রীমং অনুযায়ী তো চলা উচিত তাইনা। বাবা আপনি যা বলবেন সেসব আমরা নিশ্চয়ই শুনবো। কিন্তু অনেকেই স্বীকার করে না। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মত শুনে চলে আবার নিজের মতামত অনুযায়ীও চলে। বাবা এসেছেন শ্রেষ্ঠ মত দিতে। এমন বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। মায়া মত নিতে দেয় না। শ্রীমং তো খুবই সহজ তাইনা। দুনিয়ায় কারো এমন বোধ নেই যে আমরা হলাম তমোপ্রধান। আমার মতামত তো বিখ্যাত, শ্রীমং ভাগবত গীতা। ভগবান এখনই বলেন আমি ৫ হাজার বছর পরে আসি, এসে ভারতকে শ্রীমং দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বানাই। বাবা তো সতর্ক বানী দেন, বাচ্চারা শ্রীমং অনুসারে চলে না। বাবা প্রতিদিন বোঝান - বাচ্চারা, শ্রীমং অনুসারে চলতে ভুলো না। এই কথা ব্রহ্মাবাবার নয়, শিববাবার। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা মত দিচ্ছেন। তিনিই বোঝান। খাবার কিছুই খান না, বলেন আমি অভোক্তা। বাচ্চারা, আমি তোমাদের শ্রীমং প্রদান করি। নাম্বর ওয়ান মত দেন "আমাকে স্মরণ করো"। কোনো বিকর্ম করো না। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো কত পাপ করেছে? এই কথা তো জানো যে সবার পাপের কলস ভরে গেছে। এই সময় সবাই ভুল পথে আছে। তোমরা এখন বাবার দ্বারা ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। গীতায় যে জ্ঞান থাকা উচিত সেই জ্ঞান নেই। সেসব বাবার দ্বারা রচিত নয়। এও ভক্তি মার্গে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। তারা বলে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - জ্ঞানের দ্বারা সদগতি। সদগতি তো সকলের হয়, দুর্গতিও সকলের হয়। এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান। সতোপ্রধান কেউ নয়। পুনর্জন্ম নিয়ে এখন শেষ সময়ে এসেছে। এখন মৃত্যু সকলের সামনে হাজির। এই হল ভারতের-ই কথা। গীতাও হল দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। তাহলে অন্য ধর্মে গিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে। প্রত্যেকে নিজের ধর্ম শাস্ত্র কোরআন, বাইবেল ইত্যাদি পাঠ করে। নিজের ধর্মের কথা জানে। এক ভারতবাসীই অন্য সব ধর্মে চলে যায়। অন্যরা সবাই নিজের নিজের ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী। প্রত্যেক ধর্মীয় জনের চেহারা ইত্যাদি সব আলাদা। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজের দেবী-দেবতা ধর্মকে ভুলে গেছো। তোমরা স্বর্গের দেবতা ছিলে, আমরা-ই সেই আত্মা - এই কথাটির অর্থ ভারতবাসীদের বাবা বলছেন। যদিও আমি আত্মাই পরমাত্মা এমন নয়। এইসব কথা ভক্তি মার্গের গুরুদেব দ্বারা নির্মিত। গুরুদেব সংখ্যা হবে কোটি তে। স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলা হয় স্বামী তোমার গুরু ঈশ্বর। যদি স্বামীই ঈশ্বর হয় তবে হে ভগবান, হে রাম কেন বলো। মানুষের বুদ্ধি একদম পাথরের হয়ে গেছে। ব্রহ্মাবাবাও বলেন আমিও এমন ছিলাম। কোথায় বৈকুণ্ঠের মালিক শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় গ্রামের রাখাল ছেলে বলে দিয়েছে তারা। শ্যাম-সুন্দরও বলে। অর্থ কিছু বোঝে না। এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে নম্বরওয়ান সুন্দর হল যে সেই হয়েছে লাস্ট নম্বরের তমোপ্রধান শ্যাম। তোমরা বুঝেছো আমরা সুন্দর ছিলাম তারপরে শ্যাম হয়েছে, ৮৪-র চক্র ঘুরে এখন শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়ার একটিই ওষুধ দিচ্ছেন বাবা যে আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের

জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হবে।

তোমরা জানো, যখন থেকে রাবণ এসেছে তোমরা পতিত হয়ে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছো। এই দুনিয়াটি হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। একজনও সুন্দর নয়। বাবা ব্যতীত সুন্দর কেউ করতে পারে না। তোমরা এসেছো স্বর্গবাসী সুন্দর হতে। এখন তোমরা হলে নরক বাসী শ্যাম কারণ কাম চিতায় বসে কালো হয়েছো। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু। এই বিকারকে যে জয় করবে সে জগৎ জিত হবে। নশ্বরওয়ান বিকার হল কাম। তাদেরকেই পতিত বলা হয়। ত্রোদী মানুষকে পতিত বলে না। ঈশ্বরকে ডাকাও হয় এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করুন। তাই এখন বাবা এসেছেন বলছেন এই শেষ জন্ম পবিত্র হও। যেমন রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত হয়, তেমনই সঙ্গম যুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে। চক্র তো ঘুরবে-ই। তবে আর কোথাও আকাশে বা পাতালে কোনও দুনিয়া নেই। এইটি হল সৃষ্টি। সত্যযুগ, ত্রেতা সব এখানেই। বৃষ্টিও একটি, দ্বিতীয় বৃষ্টি হতে পারে না। এইসবই হল গল্প যারা বলে অনেক গুলি দুনিয়া আছে। বাবা বলেন এইসব হল ভক্তি মার্গের কথা। এখন বাবা সত্য কথা বলছেন। এখন নিজেকে দেখো - আমরা কতখানি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে সতীপ্রধান অর্থাৎ পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছি ? সতীপ্রধানকে পুণ্য আত্মা, তমোপ্রধানকে পাপ আত্মা বলা হয়। বিকার গ্রস্ত হওয়া পাপ। বাবা বলেন এখন পবিত্র হও। আমার আপন হয়েছো তো আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। মুখ্য কথা হল কোনো পাপ কোরো না। নশ্বরওয়ান পাপ হল বিকার গ্রস্ত হওয়া। তারপরে আরও অনেক পাপ আছে। চুরি, ঠগবাজি ইত্যাদি অনেক করে। অনেককে আবার গভর্নমেন্ট অ্যারেস্ট করে। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন তোমরা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা কোনও পাপ করছি না তো ? এমন ভেবো না যে - আমরা চুরি করেছি বা ঘুষ খেয়েছি কিন্তু বাবা তো হলেন সর্ব জ্ঞানী, সবই জানেন তিনি। না, সর্বজ্ঞানী হওয়ার এই অর্থ একেবারেই নয়। আচ্ছা, কেউ চুরি করল, বাবা জানেন তাতেও কি ? যা চুরি করেছে তার একশত গুণ দন্ড তো হয়েই যাবে। অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। বাবা বোঝান এমন কর্ম করলে দন্ড তো ভোগ করতে হবে। কেউ ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যদি চুরি করে, শিববাবা যাঁর কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, তাঁর ভান্ডার থেকে চুরি করা, এই কাজটি তো বড় পাপ। কারো চুরি করার স্বভাব থাকে, তাদের জেল বার্ড বলা হয়। এই হল ঈশ্বরের গৃহ। সবকিছু ঈশ্বরের তাইনা। ঈশ্বরের গৃহে আসে বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে। কিন্তু কারো এমনই স্বভাব থাকে, তার একশত গুণ দন্ড হয়ে যায়। দন্ড অনেক ভোগ করতে হবে তারপরে জন্ম জন্ম ডার্ট পরিবারে জন্ম নেবে, সুতরাং নিজেরই ক্ষতি হল তাইনা। এমনও অনেকে আছে যারা একেবারেই স্মরণ করে না, কিছু শোনে না। বুদ্ধিতে শুধু চুরি করার চিন্তন চলতে থাকে। এমন অনেকেই সংসঙ্গে যায়। চটি চুরি করে, সেই চুরি তাদের পেশা। যেখানে সংসঙ্গ হবে সেখানে গিয়ে চটি চুরি করবে। দুনিয়াটা খুবই ডার্ট। এই হল ঈশ্বরের গৃহ। চুরি করার স্বভাব খুব খারাপ। বলা হয় - এক টাকার চোর সে-ই লাখ টাকার চোর। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা কতখানি পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়েছি? বাবাকে কতখানি স্মরণ করি ? আমরা কতখানি স্ব দর্শন চক্রধারী হয়েছি ? কতক্ষণ ঈশ্বরীয় সার্ভিস করি ? কতটা পাপ বিনষ্ট হচ্ছে ? নিজের কর্মের চার্ট রোজ দেখো। কত গুলি পুণ্য কর্ম করেছি, কতক্ষণ যোগ করেছি? কত জনকে পথ বলে দিয়েছি? ব্যবসা ইত্যাদি সবই করো। তোমরা হলে কর্মযোগী। কর্ম করতে থাকো। বাবা এই ব্যাজ ইত্যাদি তৈরি করেন। ভালো ভালো লোকেদের এই ব্যাজ সম্বন্ধে বোঝাও। এই মহাভারতের যুদ্ধ দ্বারা স্বর্গের গেট খুলছে। কৃষ্ণের চিত্রের নীচে যা লেখা আছে তা হল ফার্স্টক্লাস। কিন্তু বাচ্চারা এখনও বিশাল বুদ্ধি হয় নি। একটু ধন পেয়েই নাচ শুরু করে দেয়। কারো অনেক ধন থাকে তো ভাবে আমাদের মতন কেউ নেই। যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই, তাদের কাছে বাবার দেওয়া এই এত অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানার কোনও মূল্য থাকে না। বাবা এক কথা বলবেন, তারা অন্য কাজ করবে। গুরুত্ব থাকে না বলেই অনেক পাপ কাজ করতে থাকে। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে না। তারপরে পতিত হয়। বাবা বলবেন এও হল ড্রামা। তাদের ভাগ্যে নেই। বাবা তো জানেন তাইনা। অনেক পাপ করে, যদি দৃঢ়নিশ্চয় থাকে যে বাবা আমাদের পড়ান তাহলে তো খুশী থাকা উচিত। তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হব, অতএব কতখানি খুশী থাকা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা এখনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেই খুশীর অবস্থা স্থির থাকে না।

বাবা বুঝিয়েছেন - বিনাশের রিহাসাল হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে। ভারতকে দুর্বল করবে। বাবা নিজে বলেন - এইসব তো হবেই। তা নাহলে বিনাশ হবে কীভাবে। বরফের বৃষ্টি হবে তখন কৃষি উৎপাদনের কিরকম অবস্থা হবে। লক্ষ জন মারা যায়, কেউ কি কিছু বলে। অতএব বাবা মুখ্য কথা বোঝাচ্ছেন এমন করে নিজের মনের ভিতরে চেকিং করো, আমি কতখানি বাবাকে স্মরণ করি। বাবা, আপনি তো হলেন খুব মিষ্টি, সব আপনার কৃতিত্ব। আপনার আদেশ হল আমাকে স্মরণ করলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা কখনো রুগী হবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে আমি গ্যারান্টি করছি, সম্মুখে বাবা তোমাদের বলছেন তোমরা আবার অন্যদের গিয়ে বলো। বাবা বলেন আমি পিতা, আমাকে

স্মরণ করো, খুব ভালোবাসো। তোমাদের কতখানি সহজ পথ বলি - পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। কেউ বলে আমরা তো খুব পাপ আত্মা। আচ্ছা, তাহলে এমন পাপ কর্ম আর কোরোনা, আমাকে স্মরণ করতে থাকো তো জন্ম জন্মান্তরের যা পাপ জমা আছে, সেসব স্মরণের দ্বারা ভস্ম হতে থাকবে। স্মরণ করা ই হল মুখ্য কথা। একেই বলা হয় সহজ স্মরণ, যোগ শব্দটিও বের করে দাও। সন্ন্যাসীদের হঠযোগ বিভিন্ন রকমের হয়। অনেক রকম করে শেখায়। ব্রহ্মাবাবা তো অনেক গুরুর কাছে গিয়েছিলেন তাইনা। এখন অসীম জগতের পিতা শিববাবা বলছেন - এই সবাইকে ত্যাগ করো। এদের সকলের উদ্ধারও আমাকেই করতে হবে। অন্য কারো এত শক্তি নেই যে এমন কথা বলতে পারে। বাবা স্বয়ং বলেন - আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করি। তাহলে এরা গুরু হয় কীভাবে। অতএব মূল একটি কথা বাবা বোঝান - নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা কোনও পাপ কর্ম করি না তো। কাউকে দুঃখ দিই না তো ? এতে কোনো কষ্ট নেই। মনের ভিতরে চেক করা উচিত, সারা দিন কত পাপ করেছে ? কতবার স্মরণ করেছে? স্মরণের দ্বারা -ই পাপ ভস্ম হবে। চেষ্টা করা উচিত। এই কাজটি হল খুবই পরিশ্রমের কাজ। জ্ঞান প্রদান করেন একমাত্র শিববাবা। কেবল মাত্র বাবা মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা দেন সেসবের গুরুত্ব দিতে হবে। অমনোযোগী হয়ে পাপ কর্ম করবে না। যদি এই দৃঢ়নিশ্চয় আছে যে ভগবান আমাদের পড়ান তো অপার খুশীতে থাকতে হবে।

২) ঈশ্বরের গৃহে কখনও চুরি ইত্যাদি করার সঙ্কল্পও যেন মনে না আসে। এই স্বভাব খুবই খারাপ। বলা হয় এক টাকার চোর সে-ই লক্ষ টাকার চোর। নিজের মনে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমরা কতখানি পুণ্য আত্মা হয়েছে ?

বরদান:- পুরুষার্থ ও সেবায় বিধি অনুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্তকারী তীর পুরুষার্থী ভব*
ব্যাখা: ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিধি অনুসারে জীবন। যে কোনও কাজ তখনই সফল হয়, যখন বিধি অনুযায়ী করা হয়। যদি কোনও কথায় নিজের পুরুষার্থে বা সেবায় বৃদ্ধি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিধি অনুযায়ী হয়নি। তাই চেক করো যে, অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত মন-বচন-কর্মে এবং সম্পর্কে সবকিছু বিধি অনুযায়ী ছিল অর্থাৎ বৃদ্ধি কি হয়েছে ? যদি না হয়, তবে কারণ গুলি চিন্তা করে নিবারণ করো, তাহলে মন খারাপ হবে না। যদি জীবনযাত্রা বিধি অনুযায়ী আছে, তবে বৃদ্ধি অবশ্যই হবে এবং তীর পুরুষার্থী হয়ে যাবে।

শ্লোগান:- স্বচ্ছতা এবং সত্যতায় সম্পন্ন হওয়া-ই হল প্রকৃত সত্য পবিত্রতা ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের অবিনাশী উপার্জন করিয়ে দিতে, এখন তোমরা জ্ঞান রত্নের উপার্জন যত চাও করতে পারো"

প্রশ্নঃ - — আসুরিক সংস্কার পরিবর্তন করে দৈবী সংস্কার তৈরি করার জন্য কোন্ বিশেষ পুরুষার্থ করা প্রয়োজন ?

উত্তরঃ - — আসুরিক সংস্কার পরিবর্তন করার জন্য যতটা সম্ভব দেহী-অভিমানী থাকার অভ্যাস কর। দেহ -অভিমান থেকেই আসুরিক সংস্কার তৈরি হয়। বাবা আসুরিক সংস্কারকে দৈবী সংস্কারে পরিণত করে তোলায় জন্য এসেছেন, পুরুষার্থ করো প্রথমে আমি দেহী আত্মা, তারপর এই শরীর।

গীতঃ- — তোমরা রাত নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে.....

ওম্ শান্তি । এই গান বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে । রুহানী (আত্মিক) বাচ্চাদের রুহানী বাবা সাবধান করতেই থাকেন এই বলে যে, এই সময় নষ্ট করার জন্য নয়। এই সময় প্রচুর উপার্জন করার জন্য। উপার্জন করানোর জন্যই বাবা এসেছেন। উপার্জনও অগাধ, যার যতটা উপার্জন করার ততটাই করতে পারে। এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দ্বারা নিজের ভান্ডার ভর্তি করার জন্য উপার্জন। ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন। ওটা হল ভক্তি, এ হলো জ্ঞান। মানুষ জানেনা ভক্তি তখনই শুরু হয় যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় । তারপর জ্ঞান শুরু হয় যখন বাবা এসে রাম রাজ্য স্থাপন করেন । জ্ঞান নতুন দুনিয়ার জন্য, ভক্তি পুরানো দুনিয়ার । এখন বাবা বলছেন প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে — আমরা প্রথমে আত্মা, পরে শরীর। কিন্তু ডামার প্ল্যান অনুসারে মানুষ ভুলে গেছে আর সেইজন্যই উল্টো বুদ্ধি ভেবেছে প্রথমে আমরা দেহ তারপর দেহী (শরীর, আত্মা)। বাবা বলেন, দেহ তো বিনাশী, একেই তোমরা ধারণ করো তারপর ত্যাগ করো। সংস্কার থাকে আত্মার মধ্যে। দেহ -অভিমান আসার কারণে সংস্কার আসুরি হয়ে পড়ে। তারপর আসুরি সংস্কারকে দৈবী করে তোলার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এইসব রচনা ঐ এক রচয়িতা বাবার। তাঁকে সবাই ফাদার বলে । যেমন লৌকিক বাবাকেও ফাদারই বলা হয়। বাবা আর মাঝমা শব্দ দুটি বড়ো মিষ্টি। রচয়িতা তো বাবাকেই বলা হয় । উনি প্রথমে মাকে অ্যাডপ্ট করেন (ব্রহ্মা বাবা) তারপর রচনা করেন। অসীম জগতের পিতা বলেন আমি এসে এর মধ্যে প্রবেশ করি, এর নাম জগতে প্রসিদ্ধ, বলাও হয়ে থাকে ভাগীরথ । মানুষের চিত্রই দেখানো হয়। কোনও ষাট এখানে নেই। ভাগীরথ হল আসলে মানুষের শরীর। বাবাই এসে বাচ্চাদের নিজ পরিচয় দিয়ে থাকেন। তোমরা সবসময় বল আমরা বাপদাদার কাছে যাই । শুধুই বাবা বললে তিনি নিরাকার। নিরাকার বাবার কাছে তখনই যেতে পারবে যখন শরীর ত্যাগ করবে, এমনই তো কেউ যেতে পারবে না। সেই নলেজই বাবা এসে দিয়ে থাকেন। এই নলেজ একমাত্র বাবার কাছেই আছে। বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ভান্ডার । বাবা হলেন জ্ঞান রত্নের সাগর। এখানে জলের কোনও বিষয়ই নেই। জ্ঞান রত্নের ভান্ডার তিনি, তাঁর মধ্যে নলেজ আছে। নলেজ বলা হয় জ্ঞানকে । যেমন লৌকিক দুনিয়ার মানুষের ব্যারিস্টারী, ডাক্তারী ইত্যাদির নলেজ থাকে, এটাও নলেজ (ঐশ্বরীয়)। এই নলেজের জন্যই ঋষি, মুনি, ইত্যাদিরা বলে থাকে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ আমরা জানিনা । সে তো একমাত্র রচয়িতাই জানে । ঝাড়ের বীজ রূপ তিনি। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ তাঁর মধ্যেই আছে । উনি যখন অবতীর্ণ হন তখনই শোনান । তোমরা এখন নলেজ পেয়েছ এই নলেজ দ্বারাই তোমরা দেবতা হয়ে ওঠো। নলেজ প্রাপ্ত করে তারপর প্রালব্ধ ভোগ কর সত্যযুগে। ওখানে নলেজের কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। এমন নয় যে দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না বলে তারা অজ্ঞানী। তা নয়, ওরা তো এই নলেজের দ্বারাই দেবত্ব পদ প্রাপ্ত করেছে। বাবাকে আহ্বান করে বলা হয় বাবা এসো, নয়তো আমরা পতিত থেকে পাবন কীভাবে হবো, সেইজন্য পথ অথবা জ্ঞান প্রদান কর কেননা জানেনা ।

এখন তোমরা জান আমরা আত্মারা শান্তিধাম থেকে এসেছি। আত্মারা ওখানে শান্তিতে থাকে । এখানে এসেছি নিজ ভূমিকা পালন করতে। এটা পুরানো দুনিয়া, নিশ্চয়ই তবে নতুন দুনিয়া কখনও ছিল । সেটা কবে ছিল, কে রাজত্ব করত — এটা কেউ-ই জানে না। তোমরা এখন জেনেছ। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সঙ্গতি দাতা। তাঁকেই ডেকে বলা হয় বাবা তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে, সুখ-শান্তি প্রদান কর। আত্মারা জানে কিন্তু তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেইজন্য বাবা এসে নিজ পরিচয় দেন । মানুষ তো না আত্মাকে, না পরমাত্মাকে জানে। আত্মার জ্ঞানই নেই যে পরমাত্মা-অভিমানী হবে। প্রথমে

তোমরাও জানতে না। এখন জ্ঞান অর্জন করেছ সুতরাং বুঝতে পেরেছ মুখমণ্ডল মানুষের কিন্তু স্বভাব বাঁদরের।

এখন বাবা নলেজ দিয়েছেন, সুতরাং তোমরাও নলেজফুল হয়ে উঠেছ। রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। তোমরা জান ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং কতখানি ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনার অসীম জগতের জ্ঞান। তোমরা যার কাছেই যাও না কেন — সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান এমনকি আমরা যে আত্মা সেটা কি, কেউ-ই জানে না। বাবাকে স্মরণও করে দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলে থাকে, তারপর আবার ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে থাকে।

ড্রামানুসারে ওরা বলে থাকে, এটা ওদের কোনও দোষ নয়। মায়া সম্পূর্ণ রূপে হীন বুদ্ধি করে তোলে। কীটপতঙ্গ নোংরা জায়গাতেই সুখ অনুভব করে। বাবা আসেন দুর্গন্ধময় স্থান থেকে তুলে আনতে। মানুষ চারাবালিতে ফেঁসে গেছে। জ্ঞানের নলেজই নেই তো কি করবে! চোরাবালির পাঁকে ফেঁসে গেছে তাদের বের করে আনা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাদের যদি অর্ধেক পথ বা তিন চতুর্থাংশও বের করে নিয়ে আস আবারও হাত ছেড়ে নীচে পড়ে যায়। কিছু বাচ্চারা অন্যদের জ্ঞান দিতে-দিতে নিজেই মায়ার থাপ্পড় খায় কেননা বাবার ডায়রেকশনের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। অন্যদের বের করে আনার চেষ্টা করতে-করতে নিজেই পড়ে যায় তারপর তাকে বের করে আনতে কত পরিশ্রম করতে হয়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে পড়ে। তারা যে পাপ করেছে তখন তা তাদের অন্তর্মর্মনকে দন্ধ করে তোলে। মায়ার লড়াই না! এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে। ওরা বাহুবল দ্বারা লড়াই করার হিংসাত্মক সৈনিক, তোমরা হলে অহিংসক। তোমরা রাজ্য অধিগ্রহণ কর অহিংসা দ্বারা। হিংসা দুই প্রকারের। এক হলো কাম বাসনার আর দ্বিতীয় হিংসা হলো মারামারি-লড়াই করা। তোমরা এখন ডবল অহিংসক হচ্ছ। এই জ্ঞান বলের লড়াইয়ের কথা কেউ জানেনা। অহিংসা কাকে বলে তাও জানেনা। ভক্তি মার্গের সামগ্রী বিশাল। গানও গেয়ে থাকে হে পতিত-পাবন এসো কিন্তু আমি এসে কিভাবে পবিত্র করে তুলি এটা কেউ জানেনা। গীতাতেও ভুল করেছে সেখানে একজন মানুষকে ভগবান বলা হয়েছে। শাস্ত্র মানুষই তৈরি করেছে, মানুষই সেই শাস্ত্র পড়ে। দেবতাদের শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন নেই। ওখানে কোনও রকম শাস্ত্র নেই। জ্ঞান, ভক্তি তারপর বৈরাগ্য। কিসের বৈরাগ্য? ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য, পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য, পুরানো শরীরের প্রতি বৈরাগ্য। এই সম্পূর্ণ ছিঃছিঃ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ সেইসব কিছুই থাকবে না। নতুন দুনিয়াকে তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে সাক্ষাত্কার করবে। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পড়াশোনা করছ। এই পঠন-পাঠন এই জন্মের জন্য নয়। লৌকিকে যা কিছু পঠন-পাঠন ঐ সময়ে ঐ জন্মের জন্য। এখন সঙ্গম যুগ তোমরা যা কিছু পঠন-পাঠন করছ তার প্রালঙ্ঘন নতুন দুনিয়াতে পেয়ে থাক। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে তোমরা কত বড়ো প্রালঙ্ঘন প্রাপ্ত করে থাক। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অনন্ত সুখ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে গ্রীমতে চলা উচিত। বাবা হলেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম। ওঁনার দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। উনি তো সবসময়ের জন্যই শ্রেষ্ঠ। উনি তোমাদের শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে তারপর তোমরা ব্রষ্ট হয়ে যাও। বাবা বলেন আমি জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসি না। আমি ভাগ্যশালী রথে প্রবেশ করি, যাকে তোমরা বাচ্চারা চিনেছ। তোমাদের ঝাড় এখন ছোট। ছোট ঝাড়ে তুফান ও তো আসে, পাতা ঝরতে থাকে। প্রচুর ফুল ফোটে তারপর তুফানে ঝরে পড়ে যায়। কেউ-কেউ যথার্থ রীতিতে ফলে পরিণত হয় তারপরও মায়ার তুফানে নীচে পড়ে যায়। মায়ার তুফান বড় তীব্র। ঐ দিকে বাহুবল, এদিকে যোগবল অথবা স্মরণের বল। তোমরা স্মরণ শব্দটি নিশ্চিত করে নাও। ওরা যোগ-যোগ শব্দ বলতেই থাকে। তোমাদের হলো স্মরণ। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ কর, একে যোগ বলে না। যোগ শব্দটি সন্ন্যাসীদের জন্য প্রসিদ্ধ। ওরা অনেক রকমের যোগ শেখায়। বাবা কত সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন — উঠতে-বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ কর। তোমরা অর্ধকল্পের জন্য আশিক আমাকে স্মরণ করে এসেছ। এখন আমি এসেছি। আত্মাকে কেউ জানেনা সেইজন্যই বাবা এসে রিয়েলাইজ করান। এটা বোঝাও বিরাট ব্যাপার। আত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং অবিনাশী। না আত্মা বিনাশ হবে, না তার ভূমিকা বিনাশ হবে। এই বিষয়ে ভোঁতা বুদ্ধির যারা তারা খুব মুশকিলের সাথেই বুঝে থাকে। শাস্ত্রেও এ বিষয়ে কিছু লেখা নেই।

তোমরা বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। জ্ঞান তো অতি সহজ। বাকি বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি আর বিপরীত বুদ্ধি এই কথা স্মরণের জন্যই বলা হয়েছে। যথার্থ রীতিতে স্মরণ থাকাকে বলে প্রীত বুদ্ধি। প্রীতিও অব্যভিচারী হওয়া প্রয়োজন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত — আমি বাবাকে কতটুকু স্মরণ করি, এটাও তোমরা বুঝেছ বাবার প্রতি প্রীতি রাখতে-রাখতে যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে তখনই এই শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে। তারপর শুরু হবে লড়াই। যত বাবার প্রতি প্রীত থাকবে ততই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে। পরীক্ষা তো একটা সময়েই হবে তাইনা। সময় যখন সম্পূর্ণ হয়ে আসে, সবার প্রীত বুদ্ধি হয়, ঐ সময়েই বিনাশ হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই

ঝগড়া ইত্যাদি চলতেই থাকে। বিলেতে বসবাসকারীরাও বুঝতে পারে মৃত্যু সামনে, কোনও প্রেরক যারা আমাদের দিয়ে বোমা তৈরি করায়, কিন্তু কি করব। ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত না! নিজেদের তৈরি সায়েন্স শক্তি দ্বারা নিজেদের কুলেরই মৃত্যু নিয়ে আসে। বাচ্চারা বলে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো, শরীর তো যাবে না। বাবা হলেন কালেরও কাল। একথা কেউ জানেনা। গায়ন আছে কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (মিরুআ মৌত মলুকা শিকার/শিকারী শিকারের জন্য পশুর মৃত্যু প্রার্থনা করে)। ওরা বলে বিনাশ বন্ধ হোক, শান্তি ফিরে আসুক। বিনাশ ছাড়া সুখ-শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে সেইজন্য চক্র দিয়ে অবশ্যই বোঝাতে হবে। এখন স্বর্গের গেট খুলতে চলেছে। বাবা বলেন, এর উপর লিখে বই প্রকাশ কর — গেট ওয়ে টু শান্তিধাম -সুখধাম। এর অর্থও বুঝবে না। খুব সহজ বিষয়, কিন্তু কোটিতে কতিপয়ই বোঝে। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে তোমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। প্রজা তো তৈরি হবে তাইনা। লক্ষ্য অনেক বড়ো, পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম হলো স্মরণের। ওতেই অধিকাংশ অসফল হয়। স্মরণও অব্যভিচারী হওয়া প্রয়োজন। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়। বিনা পরিশ্রমে কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারেনা। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত। আমরা সুখ ধামের মালিক ছিলাম, অনেকবার চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবার কাছেও সার্ভিসের খবর আসে। আজ বিদ্যুৎ মন্ডলীকে কিভাবে বুঝিয়েছি, আজ এটা করেছি ড্রামা অনুসারে মাতাদের নাম প্রসিদ্ধ হবে। বাচ্চারা তোমাদের উদ্যোগী হতে হবে মাতাদের সামনে এগিয়ে দিতে। এটাই চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির। তোমরা চৈতন্য রূপে পরিণত হবে তারপর রাজত্ব করবে। ভক্তি মার্গের মন্দির ইত্যাদি থাকবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার প্রতি অব্যভিচারী প্রীতি রাখতে-রাখতে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। এই পুরানো দেহ আর পুরানো দুনিয়া থেকে যেন অসীমের বৈরাগ্য আসে।

২) কোনও কর্তব্য বাবার ডায়রেকশনের বিরুদ্ধে গিয়ে করা উচিত নয়। যুদ্ধের ময়দানে কখনোই পরাজিত হওয়া উচিত নয়। ডবল অহিংসক হতে হবে।

বরদান:- — নিজের আত্মিক (রুহানী) লাইট দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করার সেবাকারী সহজ সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*

যেমন সাকার সৃষ্টিতে যে রঙের লাইট জ্বালায় তেমনই বাতাবরণ তৈরি হয়। যদি সবুজ লাইট জ্বালানো হয়, তবে চতুর্দিকে সেই রঙের প্রকাশ ছেয়ে যায়। লাল লাইট জ্বালানো হলে স্মরণের বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। যখন স্থূল লাইট বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করতে পারে তখন তোমরাও লাইট হাউস, পবিত্রতার লাইট এবং সুখের লাইট দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করার সেবা করলে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবে। স্থূল লাইট চোখ দিয়ে দেখা যায়, আত্মিক লাইট অনুভব দ্বারা জানবে।

স্লোগান:- — ব্যর্থ কথায় সময় আর সংকল্প নষ্ট করা — এও অপবিত্রতা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভালোবাসা এক বাবার সাথেই থাকে, আত্মাদের সাথে কেমন করে ভালোবাসা রাখতে হয় সেটা বাবা তোমাদের শিখিয়েছেন, শরীরের সাথে নয়"

প্রশ্ন:- কোন পুরুষাথেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে? মায়াজীত হওয়ার যুক্তি কি?

উত্তর:- তোমরা এই পুরুষার্থ করো যে- আমরা যেন বাবাকে স্মরণ করে নিজেদের পাপ ভস্মীভূত করতে পারি। আর এই স্মরণেই মায়ার বিঘ্ন পড়ে। বাবা ওস্তাদ তোমাদের মায়াজীত হওয়ার যুক্তি বলে দেন। তোমরা ওস্তাদকে চিনে নিয়ে স্মরণ করলে তবে খুশীতে থাকবে, পুরুষার্থও করতে থাকবে আর সার্ভিসও অনেক করবে। মায়াজীতও হয়ে যাবে।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো....

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে, অর্থ বুঝতে পেরেছে। দুনিয়াতে কেউ অর্থ বুঝতে পারে না। বাচ্চারা মনে করে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের লভ (প্রীতি) পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। আত্মা তাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকে। ভালোবাসা আত্মাদের মধ্যে আছে না শরীরে? বাবা এখন শেখান ভালোবাসা আত্মার মধ্যে থাকা চাই। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। ভালোবাসা আত্মার মধ্যে থাকে। বাবা এখন বোঝান তোমাদের ভালোবাসা পরমাত্মা বাবার সাথে হওয়া উচিত, শরীরের সাথে নয়। আত্মাই নিজেদের পিতাকে ডাকতে থাকে যে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে নিয়ে চলো। তোমরা মনে করো- আমরা পাপ আত্মা ছিলাম, এখন আবার পূণ্য আত্মা হয়ে উঠছি। বাবা তোমাদের যুক্তি সহকারে পূণ্য আত্মা করে তুলছেন। বাবা বলবেন তবে তো বাচ্চাদের অনুভব হবে আর বুঝতে পারবে যে আমরা বাবার দ্বারা বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র পূণ্য আত্মা হয়ে উঠছি। যোগবলের দ্বারা আমাদের পাপ ভস্মীভূত হচ্ছে। এছাড়া গঙ্গা ইত্যাদিতে কোনো পাপ ধুয়ে যায় না। মানুষ গঙ্গা স্নান করে, শরীরের মাটি ঘষে পরিষ্কার করে কিন্তু ওতে কোনো পাপ ধুয়ে যায় না। আত্মার পাপ যোগবলের দ্বারা নির্গত হয়। খাদ নির্গত হয়, এটা তো বাচ্চারাই বুঝতে পারে আর সুনিশ্চিত হয় আমরা বাবাকে স্মরণ করলে তবে আমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। সুদূর বিশ্বাস থাকলে তবে তো আবার পুরুষার্থ করা উচিত যে না! এই পুরুষাথেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মায়া শক্তিমানের চেয়েও আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে লড়াই করে। কাঁচা যে তার সাথে কি আর লড়াই করবে! বাচ্চাদের প্রতি নিয়ত এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের মায়াজীত জগতজীত হয়ে উঠতে হবে। মায়াজীত জগতজীতের অর্থ কেউ বোঝে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝানো হয়- তোমরা কীভাবে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। মায়াও তো সমর্থ যে না! বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের ওস্তাদকে পেয়েছো। এই ওস্তাদকেও বিরল কেউ নম্বর অনুযায়ী জানতে পারে। যে জানতে পারে তার খুশীও থাকে। পুরুষার্থও নিজে করে। সার্ভিসও খুবই করে। অমরনাথে অনেক লোক যায়। এখন সমস্ত মানুষ বলে বিশ্বে শান্তি হবে কীভাবে? এখন তোমরা সবাইকে যুক্তি সহকারে বলো যে সত্যযুগে সুখ-শান্তি কেমন ছিল। সমগ্র বিশ্বের শান্তি ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, আর কোনো ধর্ম ছিলো না। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন কি না সত্যযুগ ছিলো, আবারও তো অবশ্যই সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হবে। চিত্র দ্বারা তোমরা একদম স্বচ্ছ ভাবে বলো, পূর্ব কল্পেও এরকম চিত্র তৈরী হয়েছিলো। প্রতিনিয়ত ইম্প্রভমেন্ট(উন্নতি) হয়ে চলেছে। বলে বাচ্চারা চিত্রতে তিথি-তারিখ লিখতে ভুলে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে অবশ্যই তিথি-তারিখ হওয়া উচিত। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে আছে যে কি না যে আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন আবার হতে হবে। যে যতো পুরুষার্থ করে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। তোমরা এখন বাবার দ্বারা জ্ঞানের অথরিটি হয়েছো। এখন ভক্তি নিঃশেষিত হওয়া উচিত। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে কি আর ভক্তি থাকবে! পরে অর্ধ-কল্প ভক্তি চলে। বাচ্চারা, এটাও এখন তোমরা বুঝতে পারো। অর্ধ-কল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। সমগ্র খেলা তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের সাথে। ৮৪ জন্মের চক্র ভারতেই আবর্তিত হয়। ভারতই হলো অবিনাশী ভূ-খন্ড(দেশ), এটাও কি আর আগে জানা ছিলো! লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড- গডেস বলা হয় না যে! কতো উচ্চ পদ আর পড়াশুনা কতো সহজ। এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র বললে বুদ্ধি উপর দিকে চলে যায়। এখন তোমাদের পরম লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোক সব স্মরণে আছে। আগে কি আর জানতে- সূক্ষ্ম লোক যে কি! এখন তোমরা বুঝতে পারো ওখানে কীভাবে মুর্তিতে কথা-বার্তা বলে। মুর্তি বায়োস্কোপও বেরিয়েছিলো। তোমাদের বোঝানো সহজ ছিলো। সাইলেন্স, মুর্তি, টকি। তোমরা সকলেই জানো যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য সমেত এখনো পর্যন্ত সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের গার্হস্থ্য জীবনে থেকে এটাই যেন আকর্ষণ থাকে যে আমাদের পবিত্র হতেই হবে। বাবা বোঝান গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও এই পুরানো

দুনিয়ার প্রতি মায়া-মমতা নিঃচিহ্ন করো। যদি বাচ্চা ইত্যাদি সমলা তবুও, কিন্তু বুদ্ধি বাবার দিকে থাকুক। বলে না- হাতে কাজ করলেও বুদ্ধি বাবার দিকে থাকে। বাচ্চাকে খাওয়াও, পান করাও, স্নান করাও তো বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ থাকে কারণ জানো যে শরীরের উপর পাপের বোঝা অনেক, তাই বুদ্ধি বাবার প্রতি থাকুক। ওই প্রিয়তমকে খুবই স্মরণ করতে হবে। প্রিয়তম বাবা তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের বলেন আমাদের স্মরণ করো, এই পাটও এখন চলছে, আবার ৫ হাজার বছর পরে চলবে। বাবা কতো সহজ যুক্তি বলেন। কোনো কষ্ট নেই। কেউ তো বলে আমি এটা করতে পারবো না, আমার অনেক কষ্ট হয়, স্মরণের যাত্রা খুবই মুশকিলের। আরে! তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারছো না! বাবাকে কি ভোলা উচিত! বাবাকে তো খুব ভালো করে স্মরণ করা দরকার, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা এভার হেল্পী হবে। তা না হলে হবে না। তোমাদের আদেশ খুবই ভালো এক ডোজের প্রাপ্ত হয়। এক ডোজ ওষুধ হয় যে না! আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এই যোগবলের দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য কখনো রোগী হবে না শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো- কতো সহজ যুক্তি। ভক্তি মার্গে স্মরণ করতে না জেনে। এখন বাবা বসে বোঝান, তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা কল্প পূর্বেও বাবা আপনার কাছে এসেছিলাম, পুরুষার্থ করতাম। সুদূর বিশ্বাস এসে গেছে। আমরাই রাজস্ব করতাম আবার আমরা সেটা হারিয়েছি- আবার বাবা এসেছেন, ওনার থেকে রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো আর রাজস্বকে স্মরণ করো। "মন্মনাভব"। অন্তিম কালে যেমন মতি, তেমনই গতি হয়ে যাবে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, ফিরে যাবো। বাবা এসেছেন সকলকে নিয়ে যেতে। যেমন বর বধূকে নিয়ে যেতে আসে। ব্রাইডস্ খুব খুশী হয়, আমি নিজের স্বশুরালয়ে যাচ্ছি। তোমরা সকলে হলে সীতা- এক রামের। রামই তোমাদের রাবণের জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। লিবারেটর অর্থাৎ মুক্তি দাতা হলেন একই, রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট করেন। বলেনও - এটা হলো রাবণ রাজ্য, কিন্তু যথারীতি বোঝে না। এখন বাচ্চাদের বোঝানো হয়, অন্যদের বোঝানোর জন্য খুবই ভালো-ভালো পয়েন্টস দেওয়া হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - এটা লিখে দাও যে পূর্ব-কল্পের মতো বাবা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছেন। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। বিশ্বের রাজ্য ছিলো তো তখন শান্তি ছিলো। বিষ্ণুই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, এটাও কি আর কেউ বোঝে! বিষ্ণু আর লক্ষ্মী- নারায়ণ আর রাধা-কৃষ্ণ পৃথক-পৃথক মনে করে। এখন তোমরা বুঝতে পারো, স্বদর্শন চক্রধারীও হলে তোমরাই।

শিববাবা এসে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রদান করেন। ওনার দ্বারা আমরাও মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে উঠেছি। তোমরা যে হলে জ্ঞানের নদী। এটা তো বাচ্চাদেরই নাম হলো। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো স্নান করে, কতো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরে। অনেক দান-পূণ্য ইত্যাদি করে, বিংশালীরা তো অনেক দান করে। সোনাও দান করে। তোমরাও এখন বুঝতে পারো- যে আমরা কতো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতাম। এখন আমরা তো কেউ হঠাৎ যোগী নই। আমরা তো হলাম রাজযোগী। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমের ছিলাম, আবার রাবণ রাজ্যে অপবিত্র হয়েছি। ড্রামা অনুসারে বাবা আবার গৃহস্থ ধর্ম তৈরী করছেন আর কেউ তৈরী করতে পারে না। মানুষ তোমাদের বলে যে তোমরা সবাই পবিত্র হলে দুনিয়া চলবে কীভাবে? বলা, এতো সব সন্ন্যাসী পবিত্র থাকে, এরপরেও কি আর দুনিয়া বন্ধ হয়ে গেছে কি! আরে সৃষ্টি এতো বড় হয়ে গেছে, খাওয়ার জন্য চাল-ডালও নেই আর সৃষ্টি আবার কি বাড়াবে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বুঝতে পারো, বাবা আমাদের সম্মুখে হাজির- প্রমাণ সমেত, কিন্তু ওনাকে এই চোখের দ্বারা দেখা যেতে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়, বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অধ্যয়ণ করান, প্রমাণ সহ উপস্থিত। যারা বিশ্ব শান্তির কথা বলে তাদের তোমরা বলা শান্তি তো বাবা করছেন। ওর জন্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ৫ হাজার বছর পূর্বেও বিনাশ হয়েছিলো। এখনও এই বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, এরপর বিশ্বে শান্তি হয়ে যাবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই ব্যাপারটা আছেই। দুনিয়াতে কেউ জানে না। কেউ নেই যার বুদ্ধিতে এই কথা আছে। তোমরা জানো যে সত্যযুগে সমগ্র বিশ্বের উপর শান্তি ছিলো। এক ভারত ভূ-খন্ড(দেশ) ব্যতীত আর কোনো অন্য ভূ-খন্ড ছিলো না। এখন কতো ভূ-খন্ড (দেশ) আছে। এখন এই খেলারও শেষ চলছে। বলেও যে ভগবান অবশ্যই আছেন, কিন্তু ভগবান কে আর কি রূপে আসেন, এটা জানে না। কৃষ্ণ তো হতে পারে না। না কোনো প্রেরণা থেকে বা কোনো শক্তি দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে। বাবা তো হলেন মোস্ট বিলভড, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। একমাত্র বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন তো আবার অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও তিনি করাবেন। তোমরা জানো যে সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলো। এখন আবার নিজের পুরুষার্থ দ্বারা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে উঠেছে। নেশা থাকা চাই যে না! ভারতে রাজস্ব করতো। শিববাবা রাজস্ব প্রদান করে গিয়েছিলেন, এরকম বলা হবে না যে শিববাবা রাজস্ব করে গিয়েছেন। না। ভারতকে রাজ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজস্ব করতো যে না! বাবা আবার রাজস্ব দিতে এসেছেন। বলেন- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাদের স্মরণ করো আর চক্রকে স্মরণ করো। তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। কম পুরুষার্থ করলে বুঝবে সে ভক্তি কম করেছে। বেশী ভক্তি যারা করে তারা পুরুষার্থও বেশী করে। কতো ক্লিয়ার করে বোঝানো হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে যখন বসে। তোমাদের কাজ হলো পুরুষার্থ করা। কম ভক্তি করে থাকলে যোগ যুক্ত হতে পারা যায় না। শিববাবার স্মরণ বুদ্ধিতে স্থিত হবে না। কখনোই পুরুষার্থে ঠান্ডা হতে নেই।

মায়াকে পালোয়ান রূপে দেখে হার্ট ফেল হতে নেই। মায়ার ঝড় তো অনেক আসবে। এটাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে আত্মাই সব কিছু করে। শরীর তো শেষ হয়ে যাবে। আত্মা বের হয়ে গেল, শরীর মাটি হয়ে গেলো। সেটা আর পাওয়ার নয়। আবার তাকে স্মরণ করে কাঁদলে লাভ কি আর। সে জিনিস আর ফিরবে কি। আত্মা তো গিয়ে অন্য শরীর নেয়। এখন তোমরা কতো উচ্চ মানের উপার্জন করো। তোমাদেরই জমা হয়, বাকি সবার না হয়ে যায়। বাবা হলেন ভোলা ব্যবসায়ী, তাই তো তোমাদের এক মুঠো চালের পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য মহল দেন, কতো সুদ দেন। তোমাদের যতো দরকার ভবিষ্যতের জন্য জমা করো। কিন্তু এমন নয় যে, শেষে এসে বলবে জমা করো, তখন ঐ সময় নিয়ে কি করবে? এ তো আর আনাড়ি ব্যবসায়ী নয়। কাজে লাগবে না আর ভরে সুদ দিতে হবে। এরকমে থেকে নেবে কি আর! তোমাদের এক মুঠো চালের বদলে মহল প্রাপ্ত হয়ে যায়। কতো সুদ প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন নন্দর ওয়ান ভোলা তো হলাম আমি। দেখো তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিই, শুধু তোমরা আমার হয়ে সার্ভিস করো। ভোলানাথ শিব বলে তো সকলে তাঁকে স্মরণ করে। এখন তোমরা হলে জ্ঞান মার্গে। এখন বাবার শ্রীমতে চলো আর বাদশাহী নাও। বলেও যে বাবা আমরা এসেছি বাদশাহী নিতে। তাও আবার সূর্যবংশে। আত্মা তোমাদের মুখ মিষ্টি হোক। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতে চলে বাদশাহী নিতে হবে। এক মুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্য মহল নিতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন জমা করতে হবে।

২) গার্হস্থ্য জীবনে থেকে এই পুরানো দুনিয়া থেকে মায়া মমতা সরিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সব কিছু করার সময় বুদ্ধি বাবার দিকে যেন থাকে।

বরদান:- হাজার ভুজধারী ব্রহ্মা বাবার সাথে রয়েছেন, নিরন্তর এরূপ অনুভবকারী সত্যিকারের স্নেহী ভব* বর্তমান সময় হাজার ভুজধারী ব্রহ্মা বাবার রূপের পার্ট চলছে। যেমন আত্মা ব্যতীত হাত (ভুজ) কিছুই করতে পারবে না, সেই রকম বাপদাদা ব্যতীত ভুজ রূপী বাচ্চারা কিছুই করতে পারবে না। প্রতিটি কাজ করার আগে বাবার সহযোগ থাকে। যতক্ষণ স্থাপনার পার্ট আছে ততক্ষণ বাপদাদা বাচ্চাদের প্রতিটি সংকল্প আর সেকেন্ডের সাথে-সাথে আছেন। সেইজন্য কখনোই পৃথকীকরণের পর্দা নামিয়ে বিয়োগী হয়ো না। প্রেমের সাগরের ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত হও, গুণ গান করো কিন্তু আহত হয়ে যেও না। বাবার স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ রূপে সেবার স্নেহী হয়ে ওঠো।

স্লোগান:- অশরীরী স্থিতির অনুভব আর অভ্যাসই হলো নন্দর এগিয়ে যাওয়ার आधार।*

ধরিত্রীর 'পবিত্র' নক্ষত্ররাজি

আজ জ্ঞান সূর্য বাবা তাঁর অনেক রকম বিশেষত্বে সম্পন্ন বিশেষ নক্ষত্রসমূহকে দেখছেন। প্রত্যেক নক্ষত্রের বিশেষত্ব বিশ্বকে পরিবর্তন করার আলোক প্রদান করে। আজকাল বিশ্বে বিশেষ নক্ষত্ররাজির খোঁজ চলছে, কারণ নক্ষত্রের প্রভাব পৃথিবীর উপরে পড়ে। সায়েন্সটিস্টরা আকাশের নক্ষত্রের অন্বেষণ করছে, বাপদাদা নিজের হোলি স্টার্সের বিশেষত্ব দেখছেন। যখন আকাশের নক্ষত্র এত দূর থেকে নিজের ভালো মন্দের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে তোমরা হোলি স্টার্স এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতে, পবিত্রতা-সুখ-শান্তিময় সংসার বানাতে কত সহজে তোমাদের প্রভাব বিস্তার করতে পার, তোমরা ধরিত্রীর নক্ষত্র, সেইসব তো আকাশের নক্ষত্র। তোমরা ধরিত্রীর নক্ষত্র এই বিশ্বকে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করে সুখী স্বর্ণালী দুনিয়ায় পরিণত কর। এই সময় প্রকৃতি এবং ব্যক্তি উভয়ই অস্থিরতা উৎপন্ন করার নিমিত্ত, কিন্তু তোমরা পুরুষোত্তম আত্মারা বিশ্বকে সুখের শ্বাস, শান্তির শ্বাস দেওয়ার নিমিত্ত হও। তোমরা ধরিত্রীর নক্ষত্র সকল আত্মার সব আশা পূরণকারী প্রাপ্তিস্বরূপ নক্ষত্র, সকলের নিরাশা আশায় রূপান্তরকারী তোমরা শ্রেষ্ঠ আশার নক্ষত্র। সুতরাং নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রভাব চেক করো - শান্তি-নক্ষত্র, হোলি-নক্ষত্র, সুখস্বরূপ নক্ষত্র, সদা সাফল্যের নক্ষত্র, সর্ব আশা পূরণকারী নক্ষত্র, সন্তুষ্টতার প্রভাবশালী নক্ষত্র হওয়ার প্রভাব বিস্তারের বলক এবং উৎকৃষ্টতা আমার কতটা আছে! কতদূর পর্যন্ত তোমাদের প্রভাব বিস্তার করেছে! প্রভাবের স্পীড কতটা! যেভাবে জাগতিক নক্ষত্রের স্পীড চেক করা হয়, ঠিক সেইভাবে নিজের প্রভাবের স্পীড নিজেই চেক কর, কারণ এই সময়ে বিশ্বে তোমরা সব হোলি নক্ষত্রের আবশ্যকতা আছে। তাইতো বাপদাদা ভ্যারাইটি সব নক্ষত্রদের দেখছিলেন।

আধ্যাত্মিক এই সংগঠন কতো শ্রেষ্ঠ আর কতো সুখদায়ী। নিজেদের এইরকম প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র মনে কর? লোকে যেমন সেইসব নক্ষত্রকে দেখার জন্য কতো উৎসুক! এখন এমন সময় আসছে, যখন তোমরা সব হোলি নক্ষত্রকে দেখার জন্য সবাই অগ্রহান্বিত হবে। খুঁজে বেড়াবে তোমাদের, হোলি নক্ষত্রদের, এবং বিস্ময়বোধ করবে শান্তির এই প্রভাব, সুখের প্রভাব এবং স্থায়িত্বের প্রভাব কোথা থেকে আসছে! এটাতেও তারা রিসার্চ করবে। এখন তো তারা প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন প্রকৃতির খোঁজে ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন এই আধ্যাত্মিক রিসার্চ করার সঙ্কল্প আসবে। তার আগে তোমরা সব হোলি নক্ষত্র নিজেদের সম্পন্ন বানিয়ে নাও। যে কোনও গুণের তা' শান্তির হোক বা শক্তির বিশেষত্ব নিজের মধ্যে ভরে নিতে বিশেষ তীব্র গতিতে উদ্যোগী হও। তোমরাও রিসার্চ কর। সব গুণ তো আছেই, কিন্তু তবুও কমপক্ষে বিশেষভাবে একটা গুণের বিশেষত্বে নিজেকে সম্পন্ন বানাও। ডাক্তাররা যেমন হয়, জেনারেল রোগের নলেজ তো থাকেই, কিন্তু তার সাথে সাথে কারও কারও মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও রোগের বিশেষ নলেজ থাকে। সেই বিশেষত্বের কারণে স্বনামপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং সর্বগুণসম্পন্ন হতেই হবে। তবুও একটা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব বিশেষভাবে তোমাদের অনুভব করতে হবে, যা তোমরা সেবার জন্য প্রয়োগ করে অগ্রচালিত হও। যেমন, ভক্তিতেও প্রত্যেক দেবীর মহিমাতে, তাঁদের নিজস্ব বিশেষত্ব আলাদা আলাদাভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। আর পূজাও হয় সেই বিশেষত্ব অনুসারে, যেমন তারা বিশেষভাবে সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী রূপে মান্য করে এবং পূজাও করে। তিনি শক্তিস্বরূপ কিন্তু তাঁর বিশেষত্বের কারণে লোকে বিদ্যার দেবীরূপে পূজা করে। লক্ষ্মীকে ধনদেবী রূপে পূজা করে। এইরকম তোমাদের মধ্যে সর্বগুণ, সর্বশক্তি থাকলেও বিশেষ একটা বিশেষত্বে বিশেষ রিসার্চ করে নিজেকে প্রভাবশালী বানাও। এই বছরে সব গুণের, সব শক্তির রিসার্চ কর। সব গুণের গভীরে যাও। এর গভীরতাতে তোমরা এর মহত্বের অনুভব করতে পারবে। স্মরণের স্টেজের, পুরুষার্থের স্টেজের গভীরভাবে রিসার্চ কর, গভীরতায় যাও, ডিপ অনুভূতি কর। অনুভবের সাগর তলে যাও। শুধু উপরিভাগের তরঙ্গে তরঙ্গিত হওয়াই সম্পূর্ণ অনুভব নয়, বরং অন্তর্মুখী হয়ে গভীর অনুভবের সমুদয় রঞ্জে বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ কর, কারণ প্রত্যক্ষতার সময় সমাসন্ন প্রায়। সম্পন্ন হও, সম্পূর্ণ হও তবেই সব আত্মার সামনে থেকে অজ্ঞানতার পর্দা সরে যাবে। তোমাদের সম্পূর্ণতার আলায় এই পর্দা স্বতঃই উন্মোচিত হবে, সেইজন্য রিসার্চ কর। সার্চলাইট হও, শুধুমাত্র তখনই তোমরা বলতে পার যে তোমরা গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করেছে।

গোল্ডেন জুবিলির বিশেষত্ব, তোমাদের প্রত্যেকের থেকে অনুভব হতে দাও, তোমাদের দৃষ্টি থেকেও তাদের স্বর্ণালী শক্তির অনুভূতি হতে দাও। যেমন, লাইটের কিরণ আত্মাদের গোল্ডেন বানানোর শক্তি দিচ্ছে, সুতরাং তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা কর্ম যেনগোল্ড হয়। তাদের গোল্ডেন বানানোর নিমিত্ত তোমরা। গোল্ডেন জুবিলির এই বছরে নিজেকে

পরে শনাথের বাচ্চা মাস্টার পরেশনাথ মনে কর। লোহাসম যেমনই আত্মা হোক না কেন, কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে লোহাও পরশমণি হয়ে যায়। এতো লোহা, এইরকম ভেবোনা, বরং মনে কর 'আমি পরশমণি।' পরশমণির কাজই হলো, লোহাকেও পরশমণি বানানো। এই লক্ষ আর লক্ষণ স্মৃতিতে রাখ, তবে হোলি নক্ষত্রদের প্রভাব বিশ্বের নজরে আসবে। বর্তমানে অসহায় মানুষ ঘাবড়ে যাচ্ছে, অমুক নক্ষত্র আসছে। পরে খুশি হবে যে হোলি নক্ষত্র আসছে। বিশ্বের চতুর্দিকে হোলি নক্ষত্রের ঝলকানি অনুভব হবে। সবার মুখে থেকে এই আওয়াজ বেরোবে - 'লাকি নক্ষত্র, সফলতার নক্ষত্র এসে গেছে। সুখ-শান্তির নক্ষত্র এসে গেছে। এখন তো দূরবীন নিয়ে দেখে, তাই না! এরপরে তৃতীয় নয়ন, দিব্য নয়ন দ্বারা দেখবে। কিন্তু এই বছর প্রস্তুতির জন্য। ভালোভাবে নিজেরা প্রস্তুত হও। আচ্ছা - প্রোগ্রামে কি করবে! বাপদাদা সূক্ষ্ম বতনে এই দৃশ্য ইমার্জ করেছেন, দৃশ্য কি ছিল?

কনফারেন্সের স্টেজে তো তোমরা শুধু স্পিকারদেরই বসাও, তাই না! কনফারেন্সের স্টেজ অর্থাৎ স্পিকারের স্টেজ। এই রূপরেখা তোমরা তো বানাও, তাই না! টপিকের ওপরে ভাষণ তোমরা সদাই করে থাক আর তা' ভালোই কর, কিন্তু এই গোল্ডেন জুবিলিতে ভাষণের সময় কম করে প্রভাব অধিক হতে দাও। এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্পিকার তাদের প্রভাবশালী ভাষণ করতে পারে, এর রূপরেখা কি হবে? একদিন আধঘন্টার জন্য এই প্রোগ্রাম রাখ, আর বহির্ভাগের লোক বা বিশেষ বক্তার ভাষণও যদি চলে, তবুও আধঘন্টার জন্য স্টেজের একেবারে সামনে বিভিন্ন বয়সী অর্থাৎ একজন ছোট বাচ্চা, একজন কুমারী, এক পবিত্র যুগলকে বসতে দাও। প্রবৃত্তিতে থাকে এমন এক যুগল যেন থাকে। একজন প্রবীণ যেন থাকে। এই বিভিন্ন মানুষ স্টেজের উপরে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বসে থাকবে আর লাইটও উজ্জ্বল হবে না, সাধারণ আলোই উচিত হবে। প্রত্যেককে তিন মিনিটের জন্য নিজেদের গোল্ডেন ভার্সন সম্পর্কে বলতে দাও - এই শ্রেষ্ঠ জীবন বানানোর জন্য তারা কি গোল্ডেন ভার্সন লাভ করেছে, যা দিয়ে নিজেদের জীবন তৈরি করে নিয়েছে! একজন ছোট কুমার বা কুমারীও গোল্ডেন ভার্সন শোনাবে, বাচ্চাদের জন্য কি গোল্ডেন ভার্সন তারা লাভ করেছে! কুমারী জীবনের জন্য কি গোল্ডেন ভার্সন লাভ হয়েছে, বাল-ব্রহ্মচারী যুগলের কি গোল্ডেন ভার্সন প্রাপ্ত হয়েছে! আর প্রবৃত্তিতে থাকা ট্রাস্টি আত্মাদের গোল্ডেন ভার্সন কি লাভ হয়েছে! বয়োজ্যেষ্ঠ, তার কি গোল্ডেন ভার্সনের প্রাপ্তি হয়েছে! তাদের প্রত্যেককে তিন মিনিটের জন্য বলতে দাও। কিন্তু লাস্টে গোল্ডেন ভার্সন স্লোগান রূপে সভার সবাইকে পুনরাবৃত্তি করতে দাও। আর যার টার্ন স্লোগান বলার তার উপরে বিশেষ স্পট লাইট যেন থাকে, তাহলে আপনা থেকেই সকলের অ্যাটেনশন সেই ব্যক্তির দিকে যাবে। সাইলেন্সের যেন প্রভাব পড়ে। এমন যেন কেউ ড্রামা করছে, এইরকমই সীন হতে দাও। ভাষণ হতে দাও, কিন্তু দৃশ্য রূপে। তারা অল্পই বলুক, তিন মিনিটের বেশি না বলে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। আর পরের দিন এই একই রূপরেখায় বিভিন্ন পেশায় যারা যুক্ত তাদের দ্বারা হতে দাও। যেমন, হয়তো কেউ কেউ ডাক্তার হবে, কেউ কেউ বিজনেস ম্যান হবে, অফিসার হবে এইরকম বিভিন্ন পেশার মানুষ তিন মিনিটের মধ্যেই যেন বলে যে, একজন অফিসারের ডিউটি পালন করেও কোন মুখ্য গোল্ডেন ধারণা প্রয়োগ করে তার কার্যে সফল থাকে। সফলতার সেই মুখ্য পয়েন্ট গোল্ডেন ভার্সন রূপে শোনাতে দাও। ভাষণই হবে, কিন্তু রূপরেখা সামান্য অন্যরকম হওয়ায় এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কতো বিশাল আর সব পেশার মানুষের জন্য তা' কিভাবে বিশেষ, সেটা তিন মিনিটের কথা হিসেবে শুধু অনুভব শোনানো নয়, বরং আরও অনেকে অনুভব করবে। বাতাবরণ এমন সাইলেন্স হতে দাও, যারা শুনছে তাদের কোনরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি করার বা কোনকিছু বলার সাহস হবে না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এই লক্ষ্য থাকতে হবে, যত সময় ধরে প্রোগ্রাম চলে সেই সময়, যেভাবে ট্রাফিক রেকের রেকর্ড বাজলে তোমরা সবাই সাইলেন্সের একই বায়ুমন্ডল তৈরি কর, ঠিক সেইভাবেই এইবার এই বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানানোর জন্য মৌখিক ভাষণ নয়, বরং শান্তির ভাষণ করতে হবে। 'আমিও একজন স্পিকার এবং এর মধ্যে আমি বেঁধে আছি।' শান্তির ভাষাও কিছু কম নেই। ব্রাহ্মণদের এই বাতাবরণ অন্যদেরও সেই অনুভূতিতে নিয়ে আসে। যতটা সম্ভব অন্য সব কাজকর্ম সমাপ্ত করে সভার সময় বাতাবরণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য সব ব্রাহ্মণকে তাদের সহযোগ দিতেই হবে। যদি কারও এইরকম নির্দিষ্ট ডিউটি থাকেও, তাহলে তার সামনে বসা উচিত নয়। সামনে বিশৃঙ্খলা হওয়া উচিত নয়। মনে কর, তিন ঘন্টার ভাড়া হবে, তখন তারা এমন বলবে যে ভাষণ ভালো ছিল! বরং বলবে ভালো অনুভূতি হয়েছে। ভাষণের সাথে তাদের সেই অনুভূতিও তো আসতে হবে, তাই না! ব্রাহ্মণরা যারাই আসে তাদের এই বোধের সাথে আসা উচিত যে ভাড়াতে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তোমরা শুধু কনফারেন্স দেখতে এসো না, বরং সহযোগী হয়ে এসো। অতএব, এইভাবে এমন শক্তিশালী বায়ুমন্ডল তৈরি কর, যাতে যেকোনো চঞ্চল আত্মাই অল্প সময়ের জন্য হলেও শান্তি আর শক্তির অনুভব করে যায়। তিন হাজার লোক এখানে বসে আছে এমন নয়, বরং তারা যেন উপলব্ধি করে এই সভা ফরিস্তাদের। কালচারাল প্রোগ্রামের সময় তারা হয়তো হাসতে পারে, আমোদ করতে পারে, কিন্তু কনফারেন্সের সময় শক্তিশালী বাতাবরণ হতে দাও। তখন অন্যান্য যারা আসবে তারাও সেইভাবেই বলবে। যেমন বায়ুমন্ডল তৈরি হয়, অন্যান্য বক্তাও তেমনই বায়ুমন্ডলের অধীন হয়। অতএব, স্বল্প সময়ে তাদের অনেক ধনভাণ্ডার

দেওয়ার প্রোগ্রাম বানাও । শর্ট এবং সুইট হতে দাও । যদি আমরা ব্রাহ্মণরা ধীরে বলি, তাহলে বাইরের অন্যান্যরাও ধীরে ধীরে বলবে । আচ্ছা - এখন কি করবে ? নিজেকে বিশেষ নক্ষত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ তো করাবে, তাই না ! সুতরাং এই গোল্ডেন জুবিলির বছর নিজেকে বিশেষভাবে সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ বানানোর বছর হিসেবে উদযাপন কর । না উৎকর্ষিত হও, আর না অন্যকে উৎকর্ষায় আনো । প্রকৃতি নিজেই যথেষ্ট উদ্বিগ্নজনক । প্রকৃতি তার নিজের কাজ করছে । তোমরা তোমাদের কাজ কর । আচ্ছা !

যারা সदा হোলি নক্ষত্র হয়ে বিশ্বকে সুখ-শান্তিময় বানায়, মাস্টার পরেশনাথ হয়ে পরশ-মণিসম দুনিয়া বানায়, যারা সবাইকে স্পর্শমণি বানায়, সदा অনুভবের সাগরতলে অনুভবের রত্ন নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে, সার্চ লাইট হয়ে অস্ত্রানের পর্দা সরিয়ে দেয়, বাবাকে প্রত্যক্ষ করায়, এইরকম বিশেষ নক্ষত্রদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে:-

১) নতুন দুনিয়া বানানোর চুক্তি গ্রহণ করেছে, তাই না ! সুতরাং সदा নতুন দুনিয়া বানানোর জন্য নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ থাকে তোমাদের, নাকি বিশেষ উপলক্ষে উৎসাহের উদ্বেক হয় ? কখনো - সখনো উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলে কিন্তু তার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয় না । যাদের সदा উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, তারাই নতুন দুনিয়া বানানোর নিমিত্ত হয় । যত নতুন দুনিয়ার কাছাকাছি আসতে থাকবে, ততই নতুন দুনিয়ার বিশেষ বস্তুর বিস্তার হতে থাকবে । নতুন দুনিয়াতে আসবেও তোমরা, নতুন দুনিয়া বানাবেও তোমরা । সুতরাং বানানোতে শক্তিও প্রয়োজন, সময়ও প্রয়োজন, কিন্তু যে শক্তিশালী আত্মা, সে সदा বিদ্বকে সমাপ্ত করে এগিয়ে যেতে থাকে । সুতরাং তোমরা নতুন দুনিয়ার ফাউন্ডেশন । যদি ফাউন্ডেশন কাঁচা হবে তবে বিল্ডিংয়ের কি হবে ! অতএব, নতুন দুনিয়া বানানোর ডিউটি যাদের আছে, তাদের পরিশ্রম করে ফাউন্ডেশন মজবুত বানাতে হবে । এমন মজবুত বানাও যা ২১ জন্ম কায়ম থাকে । সুতরাং ২১ জন্মের জন্য নিজের বিল্ডিং প্রস্তুত তো করেছে, তাই না ! আচ্ছা !

২) বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন আত্মা, নিজেদের এইরকম অনুভব কর ? এই সময় তোমরা হৃদয়-সিংহাসনে বসে আছ, তারপরে বিশ্ব-রাজ্যের সিংহাসনে বসবে । হৃদয় সিংহাসনাসীন তারাই হয় যাদের হৃদয়ে এক বাবার স্মরণ সমাহিত হয়ে থাকে । যেমন বাবার হৃদয়ে বাচ্চারা সदा সমাহিত হয়ে আছে, সেইরকম বাচ্চাদের হৃদয়ে বাবার স্মরণ সदा এবং স্বতঃই থাকতে দাও । বাবা ব্যতীত আর আছেই বা কি ! সুতরাং তোমরা যে সিংহাসনাসীন, সেই খুশি আর নেশা বজায় রাখ । আচ্ছা !

বিদায়কালে - প্রাতঃ ছ'টায় সদগুরুবারে :- চারিদিকের স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের উপর সदा বৃক্ষপতির বৃহস্পতি-দশা তো আছেই । আর এই বৃহস্পতির দশা দ্বারা অন্যদের শ্রেষ্ঠ বানানোর সেবায় তোমরা এগিয়ে চলেছ । সেবা আর স্মরণ উভয়তে বিশেষ সফলতা প্রাপ্ত করছ আর করতেও থাকবে । বাচ্চাদের জন্য সঙ্গমযুগই বৃহস্পতির সময় । সঙ্গমযুগের প্রত্যেক মুহূর্ত বৃহস্পতি অর্থাৎ তা' ভাগ্যবান, সেইজন্য তোমরা ভাগ্যবান, তোমরা ভগবানের, ভাগ্য তৈরি কর তোমরা । ভাগ্যবান দুনিয়ার অধিকারী তোমরা । এইরকম সदा ভাগ্যবান বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং !

বরদান:- ঈশ্বরীয় মর্যাদার আধারে বিশ্বের সামনে এক্সাম্পল হয়ে সহজযোগী ভব*

বিশ্বের সামনে এক্সাম্পল হওয়ার জন্য অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত যা ঈশ্বরীয় মর্যাদা আছে, সেই অনুসারে চলতে থাক । অমৃতবেলায় মহত্ব বিশেষভাবে জেনে সেই সময় যদি পাওয়ারফুল স্টেজ বানাও, তাহলে তোমাদের জীবন সারাদিন মহান হয়ে উঠবে । অমৃতবেলায় যখন বাবার থেকে পাওয়ারফুল শক্তি ভরে নেবে তখন শক্তিস্বরূপ হয়ে যদি এগিয়ে চলো, তাহলে কোনও কার্যে কঠিন অনুভব হবে না এবং মর্যাদাপূর্বক জীবন যাপন করায় সহজযোগীর স্টেজও নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যাবে, তখন বিশ্বের সবাই তোমার জীবনকে দেখে নিজেদের জীবন তৈরি করবে ।

স্লোগান:- নিজেদের আচার-আচরণ আর চেহারা দ্বারা পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভব করাও ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই নেত্র দ্বারা যা কিছু দেখছো, সে সবই পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী, এর বিনাশ হয়ে যাবে, তাই মন থেকে এই দুঃখধামকে ভুলে যাও"

প্রশ্ন:- মানুষ বাবার উপর কোন্ দোষ আরোপ করেছে কিন্তু এই দোষ কারোর-ই নয়?

উত্তর:- এত বড় যে বিনাশ হয়, মানুষ মনে করে তা ঈশ্বরই করান, দুঃখও তিনি দেন, সুখও তিনি দেন। এ অত্যন্ত বড় দোষারোপ করা হয়েছে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি সদা সুখ প্রদান করি, আমি কাউকে দুঃখ দিতে পারি না। বিনাশ যদি আমি করাই তাহলে সমস্ত পাপ আমার উপর এসে পড়বে, এসবই ড্রামানুসারে হয়, আমি করাই না।

গীত:- রাতের পথিক হয়ো না ক্লান্ত/ভোরের ঠিকানা নয়তো দূরে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের শেখানোর জন্য অত্যন্ত ভালো ভালো অনেক গান রয়েছে। সেসমস্ত গানের অর্থ বের করতে পারলে তোমরা (জ্ঞানকে) বলতে অর্থাৎ বাণীর মাধ্যমে প্রচার করতে সক্ষম হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে একথা রয়েছে যে, আমরা সকলেই এখন দিনের যাত্রায় রয়েছি, রাতের যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। ভক্তিমার্গ হলোই রাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অন্ধকারে ধাক্কা খেতে হয়। আধাকল্প রাতের যাত্রা করে নিশ্চয় অবতরণ করেছে। এখন এসেছো দিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে। তোমরা এই যাত্রা একবারই করো। তোমরা জানো যে, স্মরণের যাত্রার দ্বারাই আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে পুনরায় সতোপ্রধান সত্যযুগের মালিক হয়ে যাও। সতোপ্রধান হলে সত্যযুগের মালিক, তমোপ্রধান হলে কলিযুগের মালিক হয়ে যাবে। ওইটিকে বলা হয় স্বর্গ, একে বলা হয় নরক। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। বাবার কাছ থেকে সুখই পাওয়া যায়। যারা আর কিছু বলতে পারে না তারা যেন শুধু এটাই স্মরণে রাখে যে -- শান্তিধাম আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর, সুখধাম হলো স্বর্গের রাজ্য আর এখন এ হলো দুঃখধাম, রাবণ-রাজ্য। এখন বাবা বলেন যে, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। যদিও এখানে থাকো কিন্তু বুদ্ধিতে যেন একথা থাকে যে, এই নেত্র দ্বারা যাকিছু দেখছো তা সবই রাবণ-রাজ্যের। এইসমস্ত শরীরকে যে দেখছো, সেসমস্তও পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রী এই যজ্ঞতে স্বাহা অর্থাৎ অর্পিত হয়ে যাবে। ওখানে ওই পতিত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ রচনা করে আর তাতে যব-তিল ইত্যাদি সামগ্রী স্বাহা করে। এখানে তো বিনাশ হবে। সর্বোচ্চ হলেন পিতা, পরে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। শঙ্করের বড় কোনো ভূমিকা নেই। বিনাশ তো হতেই হবে। বাবা বিনাশ এমনভাবে করান যাতে কারোর উপর কোন পাপ না চড়ে। যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর বিনাশ করান তবে তো তাঁর উপর দোষ পড়বে, তাই এসব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যা কেউ জানে না। রচয়িতা আর রচনাকে কেউ জানে না। না জানার কারণে অনাথ হয়ে গেছে। তাদের কোনো নাথ(ধনী) নেই। কোনো ঘরে যদি পিতা না থাকে আর পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমাদের ঘরে কোনো গুরুজন(ধনী) নেই কী? এখন তো কোটি-কোটি মানুষ। এদের কোনো নাথ বা প্রভু নেই। দেশে-দেশে লড়াই হতে থাকে। একই ঘরে বাচ্চা বাবার সঙ্গে, পুরুষ স্ত্রী-র সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। দুঃখধামে অশান্তিই থাকে। এমনভাবে বলবে না, যেকোনো দুঃখই পিতারূপী ঈশ্বর রচনা করেন। মানুষ মনে করে, দুঃখ-সুখ বাবাই দেন কিন্তু বাবা কখনো দুঃখ দিতে পারেন না। ওঁনাকে বলা-ই হয় সুখদাতা তাহলে দুঃখ দেবেন কীভাবে? বাবা বলেন, আমি তোমাদের অত্যন্ত সুখী করে দিই। এক হলো নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বসবাসের স্থান হলো পরমধাম, যাকে শান্তিধামও বলা হয়। এই শব্দটি সঠিক। স্বর্গকে পরমধাম বলা যাবে না। পরম অর্থাৎ পরলোকেরও উর্ধ্বে। স্বর্গ তো এখানে থাকে। মূলবতন অর্থাৎ পরমধাম হলো অসীমেরও ওপারে, যেখানে আমরা অর্থাৎ আত্মারা থাকি। তোমরা এখানে সুখ-দুঃখের ভূমিকা পালন করো। এই যে বলা হয়, অমুকে স্বর্গে গমন করেছে। এ হলো সর্বের ভুল বা মিথ্যা। স্বর্গ তো এখানে নেই। এখন এ হলো কলিযুগ। এইসময় তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়, আর বাকি সকলেই হলো কলিযুগীয়। একই ঘরে বাবা কলিযুগীয় তো বাচ্চা সঙ্গমযুগীয়। স্ত্রী সঙ্গমযুগীয়, পুরুষ কলিযুগীয়....কত তফাৎ রয়ে যায়। স্ত্রী জ্ঞান নেয়, পুরুষ জ্ঞান নেয় না, তখন একে অপরকে সাথ দেয় না। ঘরে মনোমালিন্য হয়। স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে ফুল হয়ে যায় আর সে কাঁটা ছিল আর কাঁটাই রয়ে যায়। একই ঘরে বাচ্চা জানে আমি সঙ্গমযুগীয় পুরুষোত্তম পবিত্র দেবতা হতে চলেছি, বাবা বলে -- বিবাহ করো, নিজের সর্বনাশ করে নরকবাসী হও। আধ্যাত্মিক পিতা এখন বলেন -- বাচ্চা, পবিত্র হও। এখনকার পবিত্রতা ২১ জন্ম পর্যন্ত চলবে। এই রাবণ-রাজ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। যার সঙ্গে শত্রুতা হয় তার কুশপুত্রলিকা (এফিজি) দাহ করে, তাই না! তাহলে শত্রুর প্রতি কত ঘৃণা আসা উচিত। কিন্তু একথা কারোর জানা নেই যে, রাবণ কে? অনেক খরচ করে।

মানুষকে দাহ করার জন্য এত খরচ করতে হয় না। স্বর্গে তো এমন কোন কথা নেই। ওখানে তো বিদ্যুৎ সংযোগ করা অর্থাৎ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে রাখা হয় আর সব শেষ। ওখানে এমন চিন্তা থাকে না যে, এই মাটি পরে কার্যে আসবে। ওখানকার রীতি-রেওয়াজই এমন যে, কোনো কষ্ট বা ক্লান্তির সেখানে কোনো কথা থাকে না। এত সুখ থাকে। তাই বাবা এখন বোঝান -- "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করার পুরুষার্থ করো"। স্মরণের উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধ। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদেরকে সতর্ক প্রহরায় রাখো। মায়া যেন কখনো নাক-কান কেটে নিয়ে না যায় কারণ সে তো শত্রু, তাই না! তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর মায়া ঝড়ে উড়িয়ে দেয় তাই বাবা বলেন, প্রত্যেকেরই সারাদিনের চার্ট লেখা উচিত যে, কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করেছে। কোথায়-কোথায় মন চলে গেছে। ডায়েরীতে নোট করো যে, কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করেছে? নিজেদের যাচাই করা উচিত, তাহলে মায়াও দেখবে যে এ তো অত্যন্ত সাহসী(বাহাদুর), নিজের উপর ভালভাবে অ্যাটেনশন রাখে। সম্পূর্ণরূপে সতর্ক থাকতে হবে। বাচ্চারা, বাবা এসে এখন তোমাদের পরিচয় দেন। তিনি বলেন যে, অবশ্যই ঘর-পরিবার সামলাও শুধু বাবাকে স্মরণ করো। এরা সেইসব সন্ন্যাসীদের মতন নয়। তারা (সন্ন্যাসী) ভিক্ষাবৃত্তির উপর জীবনধারণ করে তথাপি কর্ম তো করতেই হবে, তাই না! তোমরা তাদেরকেও (সন্ন্যাসী) বলতে পারো যে, তোমরা হলে হঠযোগী, ঈশ্বর একজনই যিনি রাজযোগ শেখান। বাচ্চারা, তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছে। এই সঙ্গমযুগকেই স্মরণ করতে হবে। আমরা এখন সঙ্গমযুগে সর্বোত্তম দেবতায় পরিনত হই। আমরাই উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পূজ্য দেবতা ছিলাম। এখন নীচ হয়ে গেছি। তোমরা কোনো কর্মেরই নও। আমরা এখন কী হতে চলেছি, মানুষ যেসময় ব্যারিস্টারি ইত্যাদি পড়ে, সেইসময় কোনো পদমর্যাদা পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পদমর্যাদা টুপি পাওয়া যাবে। তখন গিয়ে গভর্নমেন্টের চাকরী করবে। তোমরা এখন জেনেছ যে, সর্বোচ্চ ভগবান আমাদের পড়ান, তাহলে অবশ্যই উচ্চপদও দেবেন। এ হলো এইম অবজেক্ট। এখন বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো, আমি যা, যেমন তা বুঝিয়ে দিয়েছি। আত্মাদের পিতা অর্থাৎ 'আমি বিন্দু-স্বরূপ', আমার মধ্যেই সমগ্র জ্ঞান নিহিত রয়েছে, তোমাদেরও কি পূর্বে একথা জানা ছিল যে, আত্মা বিন্দু-স্বরূপ, না জানা ছিল না। এরমধ্যেই (আত্মা) ৮৪ জন্মের সমস্ত অবিনাশী পার্ট নির্ধারিত করা হয়েছে। যীশু খ্রীস্ট তাঁর ভূমিকা পালন করে চলে গেছেন, পুনরায় তিনি অবশ্যই আসবেন, তাই না! খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরাও সকলেই ফিরে যাবে। এমনকি থ্রাইস্টের আত্মাও এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যেসকল উচ্চ থেকে উচ্চতম ধর্মস্থাপকেরা রয়েছেন তারাও এখন তমোপ্রধান। ইনিও(ব্রহ্মা) বলেন যে, অনেক জন্মের অন্তিমলগ্নে তমোপ্রধান হয়েছি, এখন পুনরায় সতোপ্রধান হতে চলেছি। তত্বতম্ অর্থাৎ তোমরাই হলে তারা, যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে।

তোমরা জানো, আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি দেবতা হওয়ার জন্য। বিরাত্রপের চিত্রের অর্থ কেউ জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো যে, আত্মা যখন সুইট হোমে থাকে তখন পবিত্র থাকে। এখানে এসে অপবিত্র হয়েছে। তখন বলে যে -- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো তবেই তো আমরা নিজ-ঘর মুক্তিধামে যাবো। এই পয়েন্টও (বুদ্ধিতে) ধারণ করার জন্যই। মানুষ জানে না মুক্তি-জীবনমুক্তিধাম কাকে বলা হয়। মুক্তিধাম-কে শান্তিধাম বলা হয়। জীবনমুক্তিধাম-কে সুখধাম বলা হয়। এখানকার বন্ধন হলো দুঃখের। জীবনমুক্তিকে বলা হয় সুখ-সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। এখন দুঃখের বন্ধন দূর হয়ে যাবে। আমরা পুরুষার্থ করি উচ্চপদ লাভ করার জন্য। তাহলে এমন নেশা থাকা উচিত। শ্রীমতানুসারে আমরা এখন নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য স্থাপন করছি। জগদম্বা প্রথম স্থানাধিকারী হন। আমরাও ওঁনাকে ফলো করবো। যে বাচ্চারা এখন মাতা-পিতার হৃদয়ে আসীন হয়, তারাই ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে। *হৃদয়ে তারাই বিরাজ করে যারা দিন-রাত সেবায় ব্যস্ত থাকে। সকলকে খবর দিতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করো। পয়সা-কড়ি কিছুই নেওয়ার নেই। ওরা(অস্তুানী) মনে করে, এরা রাথী বাঁধতে এসেছে এদের কিছু দিতে হবে। তোমরা বলো যে আমাদের আর কিছুই চাই না শুধু তোমরা ৫ বিকারকে দান করে দাও। এই দান গ্রহণ করার জন্যই আমরা এসেছি, তাই পবিত্রতার রাথী পড়াই। বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও তবেই এমন (দেবতা) হবে।* এখন তোমাদের মধ্যে কোনো কলা নেই। সকলের উপরেই গ্রহণ লেগেছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তাই না! যেখানেই যাও -- বলো, (বিকারের) দান করো তবেই গ্রহণ-মুক্ত হবে। পবিত্র হও। বিকারে কখনো যেও না। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা ফুলে পরিণত হয়ে যাবে। তোমরাই ফুল ছিলে, পরে কাঁটা হয়েছে। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে অধঃপতনে গেছে। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবা এঁনার(ব্রহ্মা) দ্বারা ডায়রেকশন দিচ্ছেন। তিনি হলেন সর্বোচ্চ ভগবান। ওঁনার শরীর নেই। আত্মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের শরীর আছে কী? তোমরা বলবে, হ্যাঁ, সূক্ষ্ম শরীর আছে। কিন্তু তা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট তো নয়। সমগ্র খেলা এখানেই। সূক্ষ্মলোকে নাটক হবে কীভাবে? তেমনই মূললোকেও (মূলবতন) সূর্য-চন্দ্র তো নেই, তবে নাটক কীভাবে হবে? এ হলো অতি বড় ব্রহ্মান্ড। পুনর্জন্মও এখানেই হয়। সূক্ষ্মলোকে হয় না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অসীম জগতের সমগ্র খেলাই বিরাজ করছে। এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে -- আমরা যে দেবী-দেবতা ছিলাম কীভাবে সেখান থেকে বাম-মার্গে চলে এসেছি। *বাম-মার্গ

বিকারীমার্গকে বলা হয়*। আধাকল্প আমরা পবিত্র ছিলাম, এই হার-জীতের খেলা আমাদেরই। ভারত অবিনাশী খন্ড। এর কখনও বিনাশ হয় না। যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্যান্য কোনো ধর্ম ছিল না। তোমাদের এই কথাগুলোকে তারাই মান্যতা দেবে যারা কল্প-পূর্বেও মান্যতা দিয়েছিল। ৫ হাজার বছরের পুরানো কোনো জিনিস হয় না। সত্যযুগে পুনরায় তোমরা প্রথমে গিয়ে নিজেদের মহল তৈরী করবে। এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা সমুদ্রের নীচে কোথাও রয়েছে তা বেরিয়ে আসবে। দেখানো হয়েছে, সাগরের থেকে দেবতারা রঞ্জের থলি ভরে-ভরে দিত। *বাচ্চারা, বাস্তবে জ্ঞান-সাগর পিতা তোমাদের জ্ঞান-রঞ্জের থলি ভরে-ভরে দিচ্ছেন। দেখানো হয়েছে, শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিল। জ্ঞান-রঞ্জের দ্বারা ঝুলি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলা হয় -- ভাঙ্গ-ধুতরা পান করতো, আবার তার সম্মুখে গিয়েই বলে ঝুলি ভরে দিতে, বলে আমাদের ধন প্রদান করো। তাহলে দেখো শঙ্করেরও কত গ্লানি করেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক গ্লানি করে আমার।* এও এক খেলা, যা পুনরায় ঘটবে। এই নাটককে কেউ জানেই না। আমি এসে আদি থেকে অন্তের সমগ্র রহস্য বোঝাই। এও জানো যে, সর্বোচ্চ হলেন পিতা। *বিশ্ব তথা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা তথা বিশ্ব কিভাবে হয় -- তা কেউই বুঝতে পারেনা।*

বাচ্চারা, এখন তোমরা এইজন্যই পুরুষার্থ করো যে, আমরা গিয়ে বিষ্ণুকুলের হবো। বিষ্ণুপুরীর মালিক হওয়ার জন্য তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমাদের হৃদয়ে একথা রয়েছে যে -- আমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা শ্রীমতানুসারে নিজেদের জন্য সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজধানী স্থাপন করছি। এরমধ্যে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথা নেই। দেবতা আর অসুরের লড়াই কখনও হয় না। দেবতারা থাকে সত্যযুগে। সেখানে লড়াই হবে কিভাবে? তোমরা ব্রাহ্মণেরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলীরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা সাইলেন্সের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। এখন তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মারা অতি তীক্ষ্ণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন। এখন এমন এরোপ্লেন বেরিয়েছে যা এক ঘন্টায় কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। এখন আত্মা তো তার থেকেও দ্রুতগামী। এক চুটকিতে অর্থাৎ অতি দ্রুত আত্মা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে জন্ম নেয়। কেউ-কেউ বিদেশে গিয়েও জন্ম নেয়। আত্মাই হলো সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রকেট। এরমধ্যে মেশিনাদির কোনো কথা নেই। শরীর পরিত্যাগ করা আর পালিয়ে চলে যাওয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, অপবিত্র আত্মা তো যেতে পারে না। তোমরা পবিত্র হয়েই যাবে, বাকিরা তো সকলেই সাজাভোগ করে যাবে। তারা অত্যন্ত শাস্তিভোগ করে। ওখানে(স্বর্গে) গর্ভ-মহলে আরাম করে থাকে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। কৃষ্ণের জন্ম কিভাবে হয়, অপবিত্রতার কোনো কথাই নেই। যেমন সম্পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। এখন তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হতে চলেছো তাহলে পুরুষার্থও তেমনই করা উচিত। *ভোজন শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া উচিত। সর্বাপেক্ষা ভালো হল ডাল-ভাত। ঋষিকেশে, সন্ন্যাসীরা একটি জানালা দিয়ে খাবার নেয়, তারপর চলে যায়, হ্যাঁ, এক-একজন এক-একধরনের হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক প্রহরায় রাখতে হবে। মায়ার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করতে হবে। সত্যি করেই স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

২) মাতা-পিতাকে ফলো করে হৃদয়-সিংহাসনে আসীন হতে হবে। দিন-রাত সার্ভিসে তৎপর হতে হবে। সকলকে সমাচার দিতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করো। ৫ বিকারকে দান করে দাও তবেই (মায়ার) গ্রহণ-মুক্ত হবে।

বরদানঃ বাবার স্মরণ দ্বারা অসন্তোষের পরিস্থিতিতে সদা সুখ বা সন্তুষ্টতার অনুভূতি প্রদানকারী মহাবীর ভব*
ব্যখ্যাঃ যারা সদা বাবার স্মরণে থাকে, তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকে। কারণ জ্ঞানের শক্তির দ্বারা (আধারে) পাহাড়-প্রমাণ পরিস্থিতিও সরিষার দানার মতন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুভূত হয়। রাই অর্থাৎ কিছুই নয়। যদি পরিস্থিতি অসন্তুষ্টতার থাকেও, দুঃখের কোনো ঘটনাও ঘটে, তথাপি দুঃখের পরিস্থিতিতেও যেন সুখের স্থিতি বজায় থাকে। তবেই বলা হবে মহাবীর। যাকিছুই হয়ে যাক, এ নতুন কিছুই নয়(নাথিং নিউ), এর সঙ্গে-সঙ্গে বাবাকে স্মরণের দ্বারা যদি সদা একরস স্থিতিতে থাকতে পারা যায়, তাহলে পুনরায় দুঃখ, অশান্তির ঢেউও আসতে পারবে না।

স্লোগান:- নিজের দৈবী-স্বরূপ যেন সদা স্মৃতিতে থাকে, তাহলে কারোর-ই ব্যর্থ-দৃষ্টি পড়তে পারবে না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাণ্ডারী পেয়ে গেছো, তোমাদের চরণ এখন এই পুরানো দুনিয়াতে নেই, তোমাদের নোঙ্গর এখন থেকে উঠে গেছে"

প্রশ্ন:- জাদুকর বাবার আশ্চর্যজনক জাদু কি, যা দ্বিতীয় কেউ করতে পারে না?

উত্তর:- কড়ি তুল্য আত্মাকে হীরে তুল্য পরিণত করা, মালি হয়ে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা ---এ হলো খুবই আশ্চর্যের জাদু, যা এক জাদুকর বাবাই করেন, দ্বিতীয় কেউই নয়। মানুষ তো কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য জাদুকর হয়, কিন্তু তারা বাবার মতো জাদু দেখাতে পারে না।

ওম শান্তি। সম্পূর্ণ সৃষ্টচক্রে বা এই ড্রামাতে বাবা একবারই আসেন। আর কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদিতে এমনভাবে বোঝানো হয় না। না তাঁরা কথক বাবা, আর না আরা বাচ্চা। বাস্তবে ওরা তো অনুসরণকারীও নয়। এখানে তো তোমরা সন্তানও, ছাত্রও আবার অনুসরণকারীও। বাবা তো বাচ্চাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাবা চলে যাবেন, তারপরই তো বাচ্চারা এই ছি - ছি দুনিয়া থেকে নিজেদের ফুলের মতো দুনিয়ায় গিয়ে রাজত্ব করবে। বাচ্চারা, এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত। এই শরীরের ভিতরে অবস্থানকারী যে আত্মা আছে, সে খুবই খুশী হয়। তোমাদের আত্মার খুবই খুশী হওয়া উচিত যে, অসীম জগতের বাবা এসেছেন, যিনি সকলেরই বাবা, বাচ্চারা, এও তোমাদের বোঝার মতো কথা। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়াতে তো সবই অবুঝ। বাবা তোমাদের বসে বোঝান, রাবণ তোমাদের কতো অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধিমান বানান। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজ্য করার উপযুক্ত, এতো বুদ্ধিমান বানান। এই ছাত্র জীবনও একই বার হয়, যখন ভগবান এসে পড়ান। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে, বাকি যারা অনেকেই নিজস্ব কাজ কারবার ইত্যাদিতে আটকে থাকে, তাদের বুদ্ধিতে কখনোই এই কথা আসে না যে, ভগবান পড়ান। তাদের তো নিজস্ব কাজ কারবারই স্মরণে থাকে। তাই বাচ্চারা, তোমরা যখন জানো যে, ভগবান আমাদের পড়ান, তাই তোমাদের কতটা প্রফুল্লিত থাকা উচিত, আর তো সকলেই পাই পয়সার বাচ্চা, তোমরা তো ভগবানের সন্তান হয়েছো, তাই বাচ্চারা, তোমাদের অপার খুশী হওয়া উচিত। কেউ কেউ তো খুবই প্রফুল্ল থাকে। কেউ কেউ বলে, বাবা আমরা মুরলী বুঝতে পারি না -- এই হয়, ওই হয়। আরে, এই মুরলীর জ্ঞান কোনো মুশকিলই নয়। ভক্তিমার্গে যেমন কেউ সাধু-সন্ত ইত্যাদিদের জিজ্ঞাসা করে -- আমরা কিভাবে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবো? কিন্তু তাঁরা জানে না। তাঁরা কেবল আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন যে, ভগবানকে স্মরণ করো। ব্যস, তাতেই খুশী হয়ে যায়। তিনি কে -- তা দুনিয়াতে কেউই জানে না। নিজের বাবাকে কেউই জানে না। এই ড্রামা এমনই বানানো আছে যে, মানুষ আবারও ভুলে যাবে। এমনও নয় যে, তোমাদের মধ্যে সকলেই বাবা আর রচনাকে জানে। কোথাও কোথাও তো এমন চলন হয় যে, সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। এই নেশাই যেন নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের পদ যেন এই দুনিয়াতেই নেই। তোমরা জানো যে, তোমাদের পড় এখন এই কলিযুগী দুনিয়া থেকে উঠে গেছে, নৌকার নোঙ্গর তুলে দিয়েছে। এখন আমরা যাচ্ছি, বাবা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন, এ আমাদের বুদ্ধিতে আছে, কেননা বাবা যেমন কাণ্ডারী, তেমনই মালি। তিনি কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন। তাঁর মতো মালি আর কেউই নেই যে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে পারে। এই জাদু কোনো কমকিছু নয়। তিনি কড়ি তুল্য আত্মাকে হীরে তুল্য বানান। আজকাল অনেক জাদুকর বেরিয়েছে, এ হলো ঠগের দুনিয়া। বাবা হলেন সদগুরু। এও বলা হয় যে, সদগুরু হলেন অকাল। এ কথা তারা খুবই মত্ত অবস্থায় বলে। এখন তারা যখন নিজেরা বলে যে সদগুরু হলেন এক, সকলের সদগতিদাতা এক, তাহলে নিজেদের কেন গুরু বলা উচিত? না তারা কিছু বুঝতে পারে, আর না মানুষ কিছু বুঝতে পারে। এই পুরানো দুনিয়াতে কি আর আছে? বাচ্চারা যখন জানতে পারে যে, বাবা নতুন ঘর তৈরী করছেন, তাহলে এমন কে আছে যে, নতুন ঘরকে ঘৃণা আর পুরানো ঘরকে ভালোবাসবে? বুদ্ধিতে তো নতুন ঘরের কথাই স্মরণ থাকে। তোমরা তো অসীম জগতের পিতার হয়েছো, তাই তোমাদের স্মৃতিতে থাকা চাই যে, বাবা আমাদের জন্য নতুন পৃথিবী বানাচ্ছেন। আমরা সেই নতুন পৃথিবীতে যাই। সেই নতুন পৃথিবীর অনেক নাম। সত্যযুগ, হেভেন, প্যারাডাইস, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি -- তোমাদের বুদ্ধি এখন পুরানো দুনিয়া থেকে উঠে গেছে, কেননা পুরানো দুনিয়াতে এখন দুঃখই দুঃখ। এর নামই হলো নরক, কাঁটার জঙ্গল, ভয়ানক নরক, কংসপুরী। এর অর্থও কেউ জানে না। সকলেই তো পাথর বুদ্ধির, তাই না। ভারতের হাল এখন কি, তাই দেখো। বাবা বলেন, এইসময় সব পাথর বুদ্ধির। সত্যযুগে সবাই পরশ পাথর বুদ্ধির, যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা। এখানে তো হলো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব, তাই

সকলেরই স্ট্যাম্প বানাতে থাকে ।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণ থাকা উচিত । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন বাবা । তারপর দ্বিতীয় নম্বরে কে ? ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের তো কোনো উচ্চতা নেই । শঙ্করকে তো কি উপাধি দিয়ে দেয় । বলে দেয় -উনি ভাং খান, ধুতরা খান এ তো তাঁকে অপমান করা হয়ে গেলো । এমন তো হয় না । এরা তো নিজেদের ধর্মকেই ভুলে আছে । নিজেদের দেবতাদের জন্য কি না বলে দেয়, কতো বেইজ্ঞত করে । বাবা তখন বলেন, আমারও অপমান, শঙ্কর এবং ব্রহ্মারও অপমান । বিষ্ণুর অপমান হয় না । বাস্তবে গুপ্তভাবে তাঁকেও করা হয়, কেননা বিষ্ণুই হলো রাধা - কৃষ্ণ । কৃষ্ণ হলো ছোটো বাচ্চা, কিন্তু সে মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ, এমন মহিমা আছে । এই ব্রহ্মা তো পরে সন্ন্যাস নেন, ওই কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চাই পবিত্র । সে তো পাপ ইত্যাদিকে জানেই না । তো উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, তবুও বেচারারা জানেই না যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে কোথায় থাকা উচিত । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে শরীরধারী দেখানো হয় । আজমীরে তাঁর মন্দির আছে । ব্রহ্মাকে দাড়ি - গোঁফ দেখানো হয়, শঙ্কর বা বিষ্ণুকে এমন দেখানো হয় না । তাই এ হলো বোঝার মতো কথা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা সূক্ষ্মবতনে কিভাবে থাকবেন ? তাঁর তো এখানে থাকা উচিত । এই সময় ব্রহ্মার কতো সন্তান ? লেখা আছে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা এতো সংখ্যায় আছে, তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও থাকবেন । চৈতন্য হলে অবশ্যই তিনি কিছু করবেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা কি কেবল সন্তানই জন্ম দেন, নাকি অন্য কিছুও করেন । যদিও আদি দেব ব্রহ্মা, আদি দেবী সরস্বতী বলা হয়, কিন্তু তাঁদের পার্ট কি, একথা কেউই জানে না । রচয়িতা যখন, তখন নিশ্চই এখান থেকে হয়েই গেছেন । শিববাবা নিশ্চই ব্রাহ্মণদের দণ্ডক নিয়েছিলেন । না হলে ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবেন ? এ নতুন কথা, তাই না । বাবা যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কেউই জানতে পারে না । যার যে পার্ট আছে, সে সেই অভিনয়ই করে । বুদ্ধ কি অভিনয় করেছিলেন, কবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন - কেউই তা জানে না । তোমরা এখন জানো যে, তিনি কি গুরু, টিচার, নাকি বাবা ? তা নয় । তিনি তো সদগতি করাতে পারেন না । তিনি তো কেবল নিজের ধর্মের রচয়িতা, গুরু নয় । বাবা তাঁর বাচ্চাদের রচনা করেন । তারপর তিনি পড়ান । তিনি বাবা, টিচার এবং গুরু, এই তিনই । দ্বিতীয় কাউকে তিনি বলবেনই না যে, তুমি পড়াও । আর কারোর কাছে এই জ্ঞানই নেই । এই অসীম জগতের পিতাই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাহলে অবশ্যই তিনি জ্ঞান শোনাবেন । বাবাই এই স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য দিয়েছিলেন । তিনি এখন আবার তা দিচ্ছেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হয়েছো । বাচ্চারা বলে -- হ্যাঁ বাবা, আমরা তোমার সঙ্গে অনেকবার মিলিত হয়েছি । যতই কেউ তোমাদের আঘাত করুক, তোমাদের ভিতরে তো খুশী আছে, তাই না । শিববাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্মরণ তো আছে, তাই না । এই স্মরণেই কতো পাপ কেটে যায় । অবলা, বন্ধনে আছে যারা, তাদের তো আরো বেশী করে পাপ কাটে, কেননা তারা শিববাবাকে অনেক বেশী করে স্মরণ করে । তাদের উপর অত্যাচার হয়, তাই বুদ্ধি শিববাবার দিকে চলে যায় । শিববাবা রক্ষা করো । তাই স্মরণ করা তো খুব ভালো, তাই না । যদিও রোজ মার খাও, তবুও শিববাবাকে যদি স্মরণ করো, এ তো ভালো, তাই না । এমন মারের জন্য তো বলিহারি যাওয়া চাই । মার খেলেই তো স্মরণ করে । এমন বলা হয় যে -- মুখে গঙ্গাজল আর গঙ্গার তটে যেন প্রাণ যায় । তোমরা যখন মার খাও, তখনই তোমাদের বুদ্ধিতে অল্ফ (আল্লাহ), আর বে (বাদশাহী) স্মরণে থাকে । ব্যস, বাবা বললেই অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই স্মরণে আসবে । এমন কেউই নেই যার বাবা স্মরণ আসাতে, তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে আসে না । বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি অবশ্যই স্মরণে আসবে । তোমাদেরও শিব বাবার উত্তরাধিকার অবশ্যই স্মরণে আসবে । ওরা তো তোমাদের বিষের জন্য (বিকারের জন্য) আঘাত করে শিববাবাকে স্মরণ করায় । তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, তখন তোমাদের পাপ কেটে যায় । এই এই নাটকে তোমাদের জন্য গুপ্ত কল্যাণ । যেমন বলা হয় যে, লড়াই কল্যাণকারী, তাহলে এই আঘাত করাও ভালোই হলো, তাই না ।

আজকাল বাচ্চাদের প্রদর্শনী মেলার সেবার উপর জোর দেওয়া হয় । নব নির্মাণ প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে লিখে দৌড় -- গেট ওয়ে টু হেভেন । দুই অক্ষরই থাকা উচিত । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয়, তার প্রদর্শনী থাকলে মানুষ তা শুনে খুশী হবে । তোমরা বলো, নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয়, তারজন্য এই চিত্র বানানো হয়েছে । তোমরা এসে দেখো । গেট ওয়ে টু নিউ ওয়ার্ল্ড, এই শব্দটিও ঠিক । এই যে লড়াই হবে, এর দ্বারাই গেটস খুলে যায় । গীতাতেও এমন কথা আছে যে, ভগবান এসেছিলেন, তিনি এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তিনি যখন মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছিলেন, তাহলে নিশ্চই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়েছিলো । মানুষ চাঁদে যাওয়ার জন্য কতো প্রচেষ্টা করে । সেখানে দেখ, মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই । সে সম্বন্ধে এতো কথা শোনায় । এতে কি লাভ ! এখন তোমরা তো প্রকৃত সাইলেন্সে যাও, তাই না । তোমরা অশরীরী হও । সে হলো সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড । তোমরা মৃত্যু চাও, এই শরীর ত্যাগ করে যেতে চাও । বাবাকেও তোমরা মৃত্যুর জন্যই

ডাকো যে, তুমি এসে তোমার সঙ্গে মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে নিয়ে চলো । মানুষ কিন্তু বুঝতেই পারে না, পতিত পাবন আসবেন, তারা মনে করে আমরা কালেরও কালকে ডাকি । এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা এসেছেন, তিনি বলেন, তোমরা আমার সঙ্গে ঘরে চলো, আর আমরা তাঁর সঙ্গে ঘরে ফিরে যাই । বুদ্ধি তো কাজ করে তাই না । এখানে কিছু বাচ্চা আছে, যাদের বুদ্ধি কাজ করারের দিকেই দৌড়াতে থাকে । অমুকে অসুস্থ, তার কি হবে । অনেক প্রকারের সঙ্কল্প এসে যায় । বাবা বলেন, তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের বুদ্ধি যেন বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রতিই থাকে । আত্মাই তো স্মরণ করে, তাই না । মনে করো, কোনো বাচ্চা লন্ডনে আছে, খবর এলো যে, সে অসুস্থ । ব্যস, তোমাদের বুদ্ধি সেইদিকে চলে যাবে । তখন সেই বুদ্ধিতে জ্ঞান বসতে পারবে না । এখানে বসেও বুদ্ধিতে তার কথা স্মরণ করতে থাকবে । কারোর পতি অসুস্থ হয়ে গেলে স্ত্রীর মনেও উত্থাপাখাল হতে থাকবে । বুদ্ধি তো সেইদিকে যায়, তাই না । তাই তোমরাও এখানে বসে সবকিছু করেও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । তাও আহা কি সৌভাগ্য ! ওরা যেমন পতিকে বা গুরুকে স্মরণ করে, স্মরণ করে, তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের এক মিনিটও সময় নষ্ট করা উচিত নয় । বাবাকে যতো স্মরণ করবে, তখন সেবা করার সময়ও বাবাই স্মরণে আসবে । বাবা বলছেন, তোমরা আমার ভক্তদের বোঝাও । এ কথা কে বলছেন ? শিববাবা বলছেন । কৃষ্ণের ভক্তদের কি বোঝাবে ? তাদের বলা, কৃষ্ণ নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন । মানবে কি ? সৃষ্টিকর্তা তো গড ফাদার, কৃষ্ণ তো নয়ই । পরমপিতা পরমাত্মাই পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাচ্ছেন, এ কথা মানবেই । নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন হয় । কেবল তা অনেক সময় দেওয়াতে মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমাদের জন্য তো এখন হাতের উপর স্বর্গের উপহার । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সেই স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমরা তো মালিক হবে ? বাহ, কেন হবে না ? আচ্ছা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও । এই স্মরণেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এই বিকর্মের বোঝা আত্মার উপরেই আছে, নাকি শরীরের উপর ? শরীরের উপর যদি পাপের বোঝা থাকে তাহলে শরীর যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো তার সাথে সাথে পাপও জ্বলে যাবে । আত্মা তো হলো অবিনাশী, তাতেই খাদ জমা হয় । যেই খাদ দূর করার জন্য বাবাই যুক্তি বলে দেন যে, আমাকে স্মরণ করো । পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি কতো সুন্দর । মন্দির যারা বানায়, শিবের যারা পূজা করে, তারাও ভক্ত, তাই না । পূজারীকে কখনোই পূজ্য বলা যাবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া খুঁজছে, সেই বাবাকে আমরা পেয়েছি -- তোমাদের এই খুশীতে থাকতে হবে । স্মরণের দ্বারাই পাপ মুক্ত হওয়া যায়, তাই যে কোনো পরিস্থিতিতেই বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে । এক মিনিটও নিজের সময় নষ্ট করবে না ।

২) এই পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধির নোঙ্গর উঠিয়ে নিতে হবে । বাবা আমাদের জন্য নতুন ঘর নির্মাণ করছেন, এ হলো ভয়ানক নরক, কংস পুরী, আমরা বৈকুণ্ঠপুরীতে যাই । সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে ।

বরদানঃ:- চলতে -ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানো সাক্ষাৎকার মূর্ত ভব*
শুরুতে যেমন চলতে - ফিরতে ব্রহ্মা হারিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যেতো । এই সাক্ষাৎকারই সবকিছু ছাড়িয়ে দিয়েছিলো । এখনো যেন সাক্ষাৎকারের দ্বারা সেবা হয় । যখন সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্তি হবে, তখন তৈরী হওয়া ছাড়া থাকতে পারবে না, তাই চলতে ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করাও । ভাষণ দেওয়ার মতো তো অনেক আছে, তোমরা অনুভব করাও কিন্তু এখন - তখনই মনে হবে এরা ঈশ্বরের (আল্লাহ) প্রতিরূপ ।

স্লোগানঃ:- সদা আত্মিক আনন্দের অনুভব করতে থাকো, তাহলে কখনোই ঝিমিয়ে পড়বে না ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় নিজের সমস্ত চিন্তাগুলোকে লক-আপে বন্ধ করে কেবল বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো, বাবার সাথেই মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বার্তালাপ করো”

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের প্রত্যেকটা কথা-ই অর্থপূর্ণ, কার পক্ষে এইরকম অর্থপূর্ণ কথা বলা সম্ভব?

উত্তর:- যে দেহী-অভিমানী, তার পক্ষেই অর্থপূর্ণ কথা বলা সম্ভব। বাবা তোমাদেরকে এই সঙ্গমযুগে যাকিছু শেখান, সেই সবকিছুই অর্থপূর্ণ। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে মানুষ যা কিছু বলে, সেগুলো সব অর্থহীন বা অনর্থ। সেগুলোর দ্বারা কোনো ফলপ্রাপ্তি হয় না, কোনো লাভ হয় না।

গীত:- নেত্রহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

ওম্ শান্তি। এগুলো সব ভক্তিমার্গের গীত। তোমাদের জন্য এইরকম গানের কোনো দরকার নেই। কোনো ঝামেলার ব্যাপার নেই। ভক্তিমার্গে তো অনেক ঝামেলা। কত রকমের নিয়ম কানুন পালন করতে হয় - ব্রাহ্মণ খাওয়ানো, তারপরে তীর্থে গিয়েও অনেক কিছু করতে হয়। এখানে আসার পরে সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে এইসব কিছুই করতে হয় না। মুখে শিব-শিব বলতেও হয় না। এগুলো কোনো নিয়ম-ই নয়। এগুলো করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। বাবা বলছেন - আন্তরিক ভাবে বুঝতে হবে যে আমি এক আত্মা। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো। অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাহলে বাবাও প্রতিজ্ঞা করছেন যে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। এটা হলো যোগ-অগ্নি, যার দ্বারা তোমাদের বিনাশ হয়ে যাবে, তোমরা ফেরত চলে যাবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। নিজের সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ করো। বাবা বলছেন - আমি প্রত্যেক কল্পেই তোমাদেরকে এইসব শেখাই। এটাও জানো যে এই বৃক্ষ ধীরে ধীরে বড় হবে। এই সময়ে যখন আমি এসে তোমাদেরকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করি, তখনই মায়ারী তুফান আসে। সত্যযুগে কোনো বন্ধন থাকে না। এই পুরুষোত্তম যুগের বিষয়টাও এখনই তোমাদের বুদ্ধিতে অর্থপূর্ণ ভাবে রয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি কথা-ই অর্থপূর্ণ। দেহ-অভিমানীর সকল কথা-ই অনর্থ। দেহী-অভিমানী যা কিছু বলবে সবই অর্থপূর্ণ হবে, তার দ্বারা কিছু প্রাপ্তি হবে। ভক্তিমার্গে তো কত পরিশ্রম করতে হয়। ওরা ভাবে এইরকম তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি করা - এগুলো সব ভগবানের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা। কিন্তু বাচ্চারা এখন বুঝেছে যে একজনও ফিরে যেতে পারবে না। প্রথম নম্বরে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল, ওদের জন্যই যখন ৮৪ জন্ম বলা হয়, তাহলে অন্যরা কিভাবে মুক্তি পাবে? সবাই যখন এই চক্রে আবদ্ধ, তাহলে কৃষ্ণের জন্য কিভাবে বলা যাবে যে তিনি সর্বদাই রয়েছে। কৃষ্ণের সেই নাম-রূপ তো অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু আত্মা তো কোনো না কোনো রূপে রয়েছে। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে এইসব বিষয় বুঝিয়েছেন। এটা হলো পড়াশুনা। স্টুডেন্ট লাইফে মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিদিন নিজের চার্ট লেখার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে নাও। ব্যবসায়ীদের অনেক রকমের বন্ধন থাকে। যারা চাকরি করে তাদের অত বন্ধন থাকে না। ওরা তো নিজের কাজ শেষ করেই ছুটি পেয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের কাছে যখনই গ্রাহক আসবে, তখনই জিনিস দিতে হবে। বুদ্ধির যোগ বাইরে চলে যায়। তাই চেষ্টা করে সময় বার করতে হবে। *অমৃতবেলার সময়টা খুবই ভালো। ওই সময়ে সকল বাহ্যিক চিন্তা গুলোকে লক-আপে বন্ধ করে দিতে হবে। ওইসব চিন্তা যেন একদম না আসে, কেবল বাবার কথাই স্মরণে থাকে।* বাবার মহিমার সাথে এটাও লেখা উচিত যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। তাঁর দেওয়া সবথেকে ভালো মত হলো 'মন্বনা ভব'। অন্য কেউ এইরকম বলতে পারবে না। প্রতি কল্পেই এইরকম তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার উপদেশ পেয়ে থাকি। বাবা কেবল তাঁকেই স্মরণ করতে বলছেন। *এটাই হলো বশীকরণ মন্ত্র। অর্থপূর্ণ ভাবে স্মরণ করলেই খুশি আসবে*। বাবা বলছেন - অব্যভিচারী স্মরণ করতে হবে। যেমন ভক্তিতে প্রথমে কেবল শিবের অব্যভিচারী পূজা হতো, তারপরে ব্যভিচারী হয়ে যাওয়ার ফলে অনেকের পূজা শুরু হয়েছে। আগে ছিল অদ্বৈত ভক্তি, কেবল একজনের ভক্তি করত। তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান শুনতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা যার ভক্তি করতে, তিনি স্বয়ং তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি এখন এসেছি, ভক্তির কাল এখন শেষ হয়েছে। তোমরাই প্রথমে কেবল শিববাবার মন্দির বানিয়েছিলে। তখন তোমরা অব্যভিচারী ভক্ত ছিলে, তাই অনেক সুখী ছিলে। তারপর ব্যভিচারী ভক্ত হয়ে গিয়ে যখন দ্বৈতবাদী হয়ে গেলে, তখন একটু দুঃখ শুরু হলো। কেবল বাবা-ই সবাইকে সুখ দেন। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদেরকে মন্ত্র দিই। একজনের কাছ থেকেই মন্ত্র নাও। এখানে তো কোনো দেহধারী নেই। এখানে তোমরা বাপদাদার কাছে এসেছ। শিববাবার ওপরে তো আর কেউই নেই। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। এই ভারত-ই স্বর্গ ছিল,

লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওদেরকে এইরকম কে বানিয়েছিলেন ? পরবর্তী সময়ে তোমরা তাঁকেই পূজা করো। কেউই জানে না মহালক্ষ্মী আসলে কে ? আগের জন্মে মহালক্ষ্মী কে ছিলেন ? তোমরা বাচ্চারা জানো যে তিনি হলেন জগৎ আত্মা। তোমরাও সবাই মাতা, বন্দে মাতরম্। সমগ্র বিশ্বের ওপর তোমরা তোমাদের অধিকার স্থাপন করো। ভারত মাতা কোনো একজনের নাম নয়। তোমরা সকলেই যোগবলের দ্বারা শিববাবার কাছ থেকে শক্তি নিষ্কৃত। শক্তি নেওয়ার ক্ষেত্রেই মায়া ইন্টারফেয়ার করে। যুদ্ধের সময়ে যদি কেউ আঘাত করে, তবে আরো বাহাদুর হয়ে লড়াই করতে হবে। এমন নয় যে তোমাকে আঘাত করলো বলে তুমিও ফেসে গেলে। এই যুদ্ধটা তো মায়ার সাথে। কোনো পাণ্ডব - কৌরবদের যুদ্ধ নয়। মানুষ যখন লড়াই করে তখন এক-দুই গজ জমির জন্য গলা কেটে দেয়। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন - ড্রামা এইরকম ভাবেই বানানো আছে। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন রাম রাজ্যে যাব। ওখানে অসীম সুখ। নামটাই হলো সুখধাম। ওখানে দুঃখের নামও থাকবে না। যেহেতু এখন বাবা এইরকম রাজত্ব দেওয়ার জন্য এসেছেন, তাহলে কতোই না পুরুষার্থ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে বলছি - বাচ্চারা, ক্লান্ত হয়েও না। শিববাবাকে স্মরণ করো। তিনিও বিন্দু, আমরা আত্মারাও বিন্দু। এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। এখন পাট শেষ হয়েছে। এখন বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মার ওপরেই বিকর্মের প্রলেপ পড়ে। শরীরটা তো এখানেই নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক মানুষ কোনো পাপ কর্ম করার পর নিজের শরীরটাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু এতে তো পাপ নাশ হয় না। পাপ-আত্মা বলা হয়। সাধু-সন্তরা বলে দেয় আত্মার ওপরে প্রলেপ পড়ে না, আত্মা-ই পরমাত্মা। কত রকমের মতামত। তোমরা এখন একটাই শ্রীমৎ লাভ করছ। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানের গ্রিনয়ন দিয়েছেন। আত্মাই সবকিছু জানে। আগে তো ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছুই জানতে না। কিভাবে সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, আত্মা কতো ছোট। আগে আত্ম-অনুভূতি করানো হয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। অনেকের আত্মার দর্শনও হয়। কিন্তু ওগুলো সব ভক্তিমার্গের বিষয়। জ্ঞানের বিষয় তো বাবা-ই বোঝান। তিনিও দুই ক্রকুটির মধ্যে এনার পাশে এসে বসেন। তখন ইনিও বুঝতে পারেন। এগুলো সব নতুন নতুন কথা যেগুলো বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। পাকাপাকি ভাবে মনে রেখে দাও, ভুলে গেলে চলবে না। বাবাকে যত বেশি স্মরণ করবে, তত বিকর্মের বিনাশ হবে। কতটা বিকর্মের বিনাশ হবে, তার ওপরেই তোমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। বাচ্চারা, তোমাদের সাথে সাথে এই ভারত ভূমিও সবথেকে সৌভাগ্যবান। অন্য কোনো ভূখন্ড এত সৌভাগ্যবান নয়। এখানেই বাবা আসেন। ভারত ভূমিই হেভেন ছিল যাকে গার্ডেন অফ আল্লাহ বলা হয়। তোমরা জানো যে বাবা পুনরায় ভারতকে ফুলের বাগান বানাচ্ছেন। আমরা ওখানে যাওয়ার জন্যই পড়াশোনা করছি। অনেকেই সাক্ষাৎকার করে। এটাও জানো যে এটাই হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এইরকম যুদ্ধ আর কখনোই হয় না। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য তো অবশ্যই নূতন দুনিয়া প্রয়োজন। দুনিয়াটা তো একদিন নূতন ছিল, স্বর্গ ছিল। ৫ হাজার বছর আগের কথা। লক্ষ বছরের কথা মোটেও নয়। লক্ষ বছর হলে তো মানুষের সংখ্যা গোনাই যেত না। এটাও কারোর মাথায় আসে না যে এতদিন কিভাবে হওয়া সম্ভব ? জনসংখ্যাই তো এখনো অত হয়নি। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে আমরা বিশ্বের ওপর রাজত্ব করতাম। অন্য কোনো ভূখন্ড ছিল না। ওগুলো পরবর্তী কালে তৈরি হয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এইসব বিষয় রয়েছে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে ওগুলো কিছুই নেই। একটু ইশারা দিলেই বুঝতে পেরে যাবে। ব্যাপারটা তো একই, আমাদের আগে নিশ্চয়ই কোনো ধর্ম ছিল। তোমরা এখন বোঝাতে পারো যে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল যা এখন লুপ্তপ্রায়। কেউই নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারবে না। মানুষ তো মনেই করে না যে আমরাই আগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। *তারপর সেই ধর্ম গেল কোথায় ? হিন্দু ধর্ম এলো কোথা থেকে ?* এই বিষয়গুলো নিয়ে কেউই ভাবে না। তোমরা বাচ্চারা বোঝাতে পারো যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের অখরিটি। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এসে জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। এক্ষেত্রে প্রেরণা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বাবা বলছেন - আমি এখন যেমন এসেছি, সেরকম প্রতি কল্পেই আসি। পরের কল্পেও এভাবেই এসে সকল বাচ্চাদের সাথে মিলিত হব। তোমরাও এভাবে চক্কর লাগাও। রাজ্য নাও আর হারিয়ে ফেল। এটা হলো অসীম জগতের নাটক। তোমরা সবাই অভিনেতা। আত্মা নিজে অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও যদি ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর আর মুখ্য অভিনেতাকেই না জানে, তবে সে কোনো কাজের নয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কিভাবে আত্মা শরীর ধারণ করে এবং অভিনয় নয়। এখন পুনরায় ফেরার পালা। এটা এই পুরাতন দুনিয়ার অন্তিম সময়। কতো সহজ ব্যাপার। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে কেমন গুপ্ত ভাবে বাবা বসে আছেন। যেন লেপ মুড়ি দিয়ে আছেন। দেখা আর জানা - একই ব্যাপার। আত্মাকে দেখতে পাওয়া যাবে কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। কেউই বুঝতে পারবে না। অনেক ভক্তি করলে অনেকে দর্শন পেয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারাও আগে অনেক সাক্ষাৎকার করতে। অন্তিমেরও তোমরা এইরকম খেলা দেখবে। বাবা এখন বলছেন - পড়াশুনা করে হুঁশিয়ার হয়ে যাও। যদি না পড়ো, তবে রেজাল্ট বেরানোর পরে মুখ নিচু হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে যে আমি কত সময় নষ্ট করেছি। যত বেশি বাবাকে স্মরণ করবে, স্মরণের শক্তির দ্বারা তত পাপ নাশ হবে। যত বাবাকে স্মরণ করবে, তত খুশির পারদও উর্ধগামী হবে। মানুষ তো জানেই না যে ভগবানকে কেন স্মরণ করা হয়। গান করে - তুমিই হলে মাতা পিতা,

কিন্তু এর অর্থ জানে না।

তোমরা এখন জেনেছো। শিববারার ছবি দেখিয়ে বোঝাতে পারবে যে ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। এনাকেই স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে ওই বাবা-ই স্বয়ং এসেছেন অসীম সুখ দেওয়ার জন্য। এটা হলো পড়াশুনা। যে যত পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে। ইনি কোনো সাধু-সন্ত নন যার আসন (পদ) ক্রমানুসারে চলে আসছে। এটা তো শিববারার আসন। এমন নয় যে একজন যাওয়ার পর অন্যজন সেই আসনে বসবে। বাবা তো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। *অনেক বাচ্চাই ব্যর্থ চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট করে।* মনে করে, অনেক সম্পত্তি জমা করব, পুত্র আর নাতি-নাতনি থাকে, পরবর্তী কালে কাজে আসবে। তাই ব্যাংকের লকারে জমা করি, সন্তানদের ভরণপোষণ হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট তো কাউকেই ছাড়বে না। তাই ঐসব নিয়ে বেশি চিন্তা না করে ভবিষ্যতের উপার্জনে লেগে যেতে হবে। বাচ্চাদেরকে এখন পুরুষার্থ করতে হবে। এমন নয় যে ড্রামাতে থাকলে করব। বিনা পুরুষার্থে তো খাবারও পাওয়া যায় না। কিন্তু কারোর যদি ভাগ্যেই না থাকে তবে এইরকম চিন্তা আসবে। ভাগ্যে না থাকলে স্বয়ং ঈশ্বরও আর কি প্রচেষ্টা করবেন? যার ভাগ্যে আছে, সে নিজেও ভালোভাবে ধারণ করে আর অন্যকেও ধারণ করায়। বাবা-ই তোমাদের টিচার এবং গুরু। তাই তাঁকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। সবথেকে প্রিয় তো বাবা, টিচার আর গুরুই হন। তাঁকে স্মরণ তো করতেই হবে। বাবা অনেক রকমের উপায় বলে দেন। তোমরা সাধু-সন্তদেরকেও নিমন্ত্রণ দিতে পারো। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) পুরুষার্থের দ্বারা নিজের ভবিষ্যতের উপার্জনে লেগে যেতে হবে। ড্রামাতে থাকলে করব - এইরকম কথা বলে পুরুষার্থহীন হওয়া যাবে না।

২) সারাদিনে যত পাপ হয় কিংবা কাকে কাকে দুঃখ দাও সেগুলো নোট করতে হবে। সততার সাথে বাবাকে শোনাতে হবে। আন্তরিক ভাবে পরিষ্কার থেকে কেবল বাবাকে স্মরণ করে সকল হিসাব মেটাতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক সঙ্কল্প এবং কর্মকে শ্রেষ্ঠ ও সফল বানিয়ে জ্ঞান স্বরূপ বিচক্ষণ ভব*
যে জ্ঞান স্বরূপ এবং বিচক্ষণ হয়ে কোনো সঙ্কল্প বা কর্ম করে, সে সর্বদাই সফল হয়। এটার স্মরণেই ভক্তিমার্গে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে স্বস্তিকা আঁকে কিংবা গনেশকে প্রণাম করে। স্বস্তিকা হলো স্ব-স্থিতিতে অবস্থান করার আর গণেশ হলো নলেজফুল অবস্থার প্রতীক। তোমরা বাচ্চারা যখন নলেজফুল হয়ে সকল কার্য এবং সঙ্কল্প করো, তখন সহজেই সফলতা অনুভূত হয়।

শ্লোগান:- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো খুশি, তাই খুশি দান করতে থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সু-সঙ্গ করতে হবে, কু-সঙ্গের রঙ লাগলে পতন হবে, কু-সঙ্গ বুদ্ধিকে তুচ্ছ করে দেয়"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমাদের কোন্ উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব হওয়া উচিত?

উত্তর:- তোমাদের উৎসাহ অনুভব হওয়া উচিত যে, গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করি। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সেসব হল সেবার জন্য। বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন - বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়া থেকে নিজের মনকে স্বতন্ত্র করো। কোনো জিনিস আসক্তি রেখো না, কোনো কিছুর প্রতি মনের টান রেখো না।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো.....

ওম্ শান্তি । পাপ আত্মাদের দুনিয়া এবং পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া, নাম আত্মাদেরই রাখা হয়। এখন এখানে দুঃখ আছে তাই তো আহ্বান করে। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় কেউ ঈশ্বরকে ডাকে না যে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। তোমরা বুঝেছো, এই কথা কোনো পন্ডিত বা সন্ন্যাসী শাস্ত্রবাদী ইত্যাদি বলছেন না। ইনি নিজেও বলেন - এই জ্ঞান পূর্বে আমার জানা ছিল না, রামায়ণ ইত্যাদি অনেক শাস্ত্র তো পড়েছি। যদিও এই জ্ঞান আমি তোমাদের শোনাই। ইনিও শোনেন। এখন এই দুনিয়া হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। পুণ্য আত্মাদের জন্য শুধু বলা হবে যে দেবতারা এই জগতে ছিলেন এখন চলে গেছেন। শুধুই পূজো করে চলে আসবে, শিবের পূজো করে চলে আসবে। তোমরা বাচ্চারা এখন কাকে পূজো করবে? তোমরা জানো উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান শিব, উনি হলেন বিশ্বস্ত পিতা, টিচার এবং গুরু। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার গ্যারান্টি অন্য কোনো গুরু ইত্যাদি দিতে পারে না। তাও সবাইকে কি আর নিয়ে যাবে। এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছো, এখান থেকে নিজের ঘরে পরমধাম গেলেই তোমরা ভুলে যাবে। এখানে সম্মুখে বসে শুনলে আনন্দ হবে। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন - বাচ্চারা, ভালোভাবে পড়া করো। পড়াশোনায় গাফিলতি করবে না, কু-সঙ্গে জড়িয়ে যেও না। তা নাহলে বুদ্ধি আরও তুচ্ছ হয়ে যাবে। বাচ্চারা জানে আমরা কি ছিলাম, কি পাপ কর্ম করেছি। এখন আমরা এইরূপ দেবতায় পরিণত হই, এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হবে এখানে বাড়ি-ঘর ইত্যাদির প্রতি মায়া করে কি হবে। এই দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই ভুলে যেতে হবে। তা নাহলে বাধা সৃষ্টি করবে। এই দুনিয়ায় মন যায় না। আমরা নতুন দুনিয়ায় গিয়ে নিজের হীরে-জহরাতের মহল তৈরি করব। এখানকার টাকা পয়সা যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে দেহ ত্যাগের সময় সেই দিকে মোহ থাকবে। আমার-আমার করবে তো শেষ সময়ে সেইসব সামনে এসে যাবে। এইসব তো এখানে শেষ হয়ে যাবে। আমরা নিজের রাজধানীতে আসবো, এই দুনিয়ায় মন দিয়ে কি হবে। সেখানে অনেক সুখ আছে। নামই হল স্বর্গ। এখন আমরা যাই নিজের দেশে, এইটি হল রাবণের দেশ, আমাদের নয়। এর থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পুরানো দুনিয়া থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে তাই বাবা বলেন কোনো জিনিসের প্রতি মোহ রাখবে না। পেট বেশি খাবার খায় না, ব্যর্থ জিনিসের চাহিদায় বেশি খরচ হয়। বাচ্চারা, তোমাদের সার্ভিস করার জন্য উৎসাহ অনুভব হওয়া উচিত। অনেক বাচ্চারা আছে যাদের গ্রামে গ্রামে সেবা করার শখ থাকে। বাকি যাদের সার্ভিস করার শখ নেই, তারা কোন্ কাজটি করতে পারবে। যেমন বাবা বাচ্চাদের তেমন হওয়া উচিত। বাবার-ই পরিচয় দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বাচ্চাদের শখ থাকে - আমরা বাবার সেবায় নিয়োজিত হই। তখন বাবাও সাহস দেন। বাবা এসেছেন সার্ভিস করতে, সবকিছু হল সার্ভিসের জন্য। বাবার এই পরিচয় তো সবাইকে দিতে হবে। বাবা হলেন একজন। ভারতে এসেছিলেন, ভারতে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। গত কালের কথা, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিল তারপরে রাম-সীতার। তারপরে বাম মার্গে পতন হয়। রাবণ রাজ্য আরম্ভ হল, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এখন আবার উত্তরণ কলায় যাওয়া এক সেকেন্ডের ব্যাপার।

এক হল সত্য প্রেম (রিয়াল লভ) আরেক হল কৃত্রিম প্রেম বা আর্টিফিসিয়াল লভ। সত্য প্রেম বাবার সঙ্গে তখনই হওয়া সম্ভব যখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করবে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই দুনিয়ায় হল আর্টিফিসিয়াল লভ বা কৃত্রিম ভালোবাসা। এইসব তো শেষ হবে। সার্ভিস যারা করবে তারা ক্ষুধায় মরবে না। অতএব সার্ভিসের শখ তো বাচ্চাদের থাকা উচিত। তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশন হল খুব সহজ। কেউ বুঝতে পারে না যে ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়। ক্রাইস্ট এলেন, খ্রিষ্টান ধর্ম স্থাপন হল, কালান্তরে সেই ধর্মের বৃদ্ধি হল। সেই মতে চলতে চলতে পতন হল, এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। অর্ধকল্প রাবণের রাজ্যে থেকে আমরা বাবাকে ভুলে গেছি, এখন বাবা এসে সজাগ করছেন। বাবা বলেন ড্রামা অনুযায়ী তোমাদের পতন হওয়ার ছিল। তোমাদের দোষ নেই। রাবণের রাজ্যে দুনিয়ার এমন অবস্থা

হয়ে যায়। বাবা বলেন এখন আমি এসেছি পড়াতে। তোমরা পুনরায় নিজের রাজ্য নাও। আমি তোমাদের আর কোনও কষ্ট দিই না। এক বাজারের অশুদ্ধ খাবার খাবে না এবং মামেকম্ স্মরণ করো। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - এই হল ড্রামার চক্র, যা আবার রিপিট হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে ড্রামার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা কাউকেও বোঝাতে পারো। সর্বপ্রথমে বাবার স্মরণ থাকা উচিত। সার্ভিস করার জন্য একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে সঙ্গী হিসেবে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। মাতাদেরও বাইরে বেরোনো উচিত। এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। চিত্র ইত্যাদি সব তোমরা প্রাপ্ত করবে। তোমাদের বেশি সার্ভিস হবে। বলবে আপনি চলে গেলে, আমাদের কে শেখাবে? বলা, আমরা সার্ভিস করার জন্য তৈরি। বাড়ি ইত্যাদি ব্যবস্থা করো। অনেকের কল্যাণের জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে। বাবা সার্ভিস করার উৎসাহ দেন। বাচ্চাদের সাহস থাকলে সার্ভিসের বৃদ্ধি হয়। কোনো মেলা নয় যে ১০-১৫ দিন মেলা চলবে তারপরে শেষ। এই মেলা টি তো চলতেই থাকে। এখানে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়, যাকে প্রকৃত সত্য মেলা বলা হয়। সেই মেলা তো বর্তমানে চলছে। মেলা তখম শেষ হবে যখন সার্ভিস পূর্ণ হবে। ড্রামা অনুযায়ী বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। অসীম জগতের পিতার যা নলেজ আছে, সেই নলেজ বাচ্চাদের বুদ্ধিতেও আছে। উঁচু থেকে উঁচু বাবার দ্বারা আমরা কতখানি উঁচুতে স্থান অর্জন করে থাকি। নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলা উচিত। নিজেদের মধ্যে সেমিনার করতে হবে। বাবার কাছে পরামর্শ নিয়ে সার্ভিসে ব্যস্ত হও। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন থাকলে বাবা প্রিয়তম বসে আছেন। এইসবই ড্রামায় পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। নাহলে স্থাপনা হবে কীভাবে। দ্বিতীয় কথা হল, যে করবে সে পাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা পাথরবুদ্ধি থেকে হীরে তুল্য হও। বাবা জ্ঞানের দ্বারা এমন সোজা করেন, মায়া নাক দিয়ে ধরে আবার উল্টো করে দেয়।

বাচ্চারা, তোমাদের ভালো সঙ্গ করা উচিত। কু-সঙ্গ লাগলে পতন হবে। বাবা সিনেমা ইত্যাদি দেখতে বারণ করেন। যার সিনেমা দেখার অভ্যেস হয়ে যায় তার পতন নিশ্চিত। এখানে প্রত্যেকের কার্য কলাপ ডার্ট, নামই হল বেশ্যালয়। বাবা শিবালয় স্থাপন করেছেন। সম্পূর্ণ বেশ্যালয়ে আগুন লাগবে। কুস্কর্ণের মতন আসুরিক নিদ্রায় নিদ্রিত। তোমরা বুঝেছো আমরা শিবালয়ে যাই। প্রথমে আমরা বানর সম ছিলাম, এই বিষয়ে রামায়ণে গল্প আছে। এখন তোমরা বাবার সহযোগী হয়েছে। তোমরা নিজের শক্তি দ্বারা রাজ্য স্থাপন করছো। তারপর এই রাবণ রাজ্যও শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের অনেক রকমের যুক্তি বলে দেন। কাউকে দান না করলে ফল প্রাপ্তি হবে কীভাবে। সর্ব প্রথমে ১০-১৫ জনকে পথ বলে দিয়ে তারপরে অল্প গ্রহণ করা উচিত। প্রথমে শুভ কাজ করে এসো, এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। এই হল পতিত দুনিয়া। পতিত-পাবন এক পিতাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। শেষ কালে মতি শেষ গতি হয়ে যাবে। তাই কাউকে সংবাদ প্রদান করে এসে অল্প গ্রহণ করা উচিত। তোমরা সবাইকে এই কথা বলতে থাকো যে বাবাকে স্মরণ করলে এমন উঁচুতে স্থান পাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস

যদি কখনও কোনো ভাষণ ইত্যাদি করতে হয়, তবে নিজেদের মধ্যে দুই চারবার রিহার্সাল করো, পয়েন্ট গুলি কিছু যোগ করে বা সঠিক করে তৈরি করো, তাহলে রিফাইন ভাষণ দিতে পারবে। মুখ্য একটি কথায় (গীতার ভগবান কে) যদি তোমরা জয় লাভ করতে পারো, তাহলে সব কথায় জয় লাভ করা হয়ে যাবে, এর জন্য কনফারেন্স (মিটিং) তো হবে, তাইনা ! বুঝবে বৃক্ষের বৃদ্ধি তো অবশ্যই হবে। মাযার ঝড়ে তো সবাই আক্রান্ত হয়। বাচ্চারা প্রায়শই লেখে, বাবা আমরা কাম বিকারগ্রস্ত হয়েছি, একেই বলা হয় উপার্জিত ধন শেষ। ক্রোধ ইত্যাদি করলে বলা হবে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এর জন্য বোঝাতে হয়, কাম বিকারকে জয় করে জগৎ জিত হতে পারবে। কাম বিকারের কাছে পরাজয় হল আসল পরাজয়। কাম বিকারে পরাজিত আত্মার উপার্জন শেষ হয়ে যায়, দন্ড ভোগ করতে হয়। লক্ষ্য খুবই বিশাল ও উঁচুতে তাই খুব সাবধানে থাকতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা রাজস্ব পেয়েছিলাম। এখন পুনরায় দৈব রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই পড়াশোনা দ্বারা আমরা সেই রাজধানীতে যাই, সম্পূর্ণটা নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। পড়াশোনা এবং ধারণ করলেই বাবা সম হওয়া সম্ভব। রেজিস্টারও চাই যাতে জানা যাবে কয়জন কে নিজের মতন করে গড়ে তুলেছো। যত বেশি ধারণা করবে ততই মিষ্টি মধুর হবে। খুব মিষ্টি বাচ্চা চাই। বাচ্চারা, তোমাদের জন্যই সেই দিনটি এসেছে আজ, যার জন্য মানুষ কতখানি চেষ্টা করে যাতে মুক্তি লাভ করতে পারে। বাবা সকলকে একত্রে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন। যারা দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করে তারা-ই জীবনমুক্তিতে আসবে। বাকিরা সবাই মুক্তিতে যাবে। হিসেব

সঠিকভাবে বের করা কঠিন। কেউ তো থেকেও যাবে। বিনাশের সাক্ষাৎকার করবে। এই সুন্দর সময়টিও দেখবে। প্রত্যেকটি কথাই পুরুষার্থ করতে হয়। এমন তো নয় স্মরণে বসলে কাজ হয়ে যাবে। বাড়ি ঘর প্রাপ্ত হবে। না। সেসব তো ড্রামায় যা আছে তাই হয়, আশা করা উচিত নয়। পুরুষার্থ করতে হয়। যদিও ড্রামায় যা হওয়ার আছে তাই হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের বৃত্তি হয়ে যাবে ভাই-ভাইয়ের। যত পুরুষার্থ করবে ততই সেই বৃত্তি থাকবে। আমরা অশরীরী এসেছিলাম। ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছি। এখন বাবা বলেন কর্মমীত অবস্থায় যেতে হবে।

বাস্তবে তোমাদের কারো সঙ্গে শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বিবাদ করার দরকার নেই। মুখ্য কথা হল স্মরণের এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে বুঝে নেওয়া। চক্রবর্তী রাজা হতে হবে। এই চক্রকেই শুধু বুঝতে হবে। এর গায়ন করা হয় সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাচ্চারা, হয়তো তোমাদের আশ্চর্য অনুভব হয়, অর্ধ কল্প ভক্তি চলে। বিন্দু মাত্র জ্ঞান নেই। জ্ঞান আছে একমাত্র বাবার কাছে। বাবার সাহায্যে জ্ঞানের প্রাপ্তি হবে। বাবা কতখানি আনকমন, তাই কোটিতে কেউ বাবার সন্তান হয়। তাদের টিচার্স এমনি বলা হয় নাকি। ইনি তো বলেন আমি-ই পিতা, টিচার, গুরু। তখন মানুষ শুনে আশ্চর্য অনুভব করবে। ভারতকে মাদার কাল্ডি বলা হয় কারণ অম্মার নাম বিখ্যাত। অম্মা দেবীর অনেক মেলা আয়োজিত হয়। অম্মা নাম টি খুব মিষ্টি। ছোট বাচ্চারাও মা-কে ভালোবাসে কারণ মা রক্ষণাবেক্ষণ করে। তবে অম্মার পিতার পরিচয় তো চাই, তাইনা। ইনি তো দওক কন্যা, এনার স্বামী তো নয়। এই কথাটি নতুন তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই দওক নেন। এই সব কথা বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝান। কত মেলা লাগে, পূজো হয়, কারণ তোমরা বাচ্চারা সার্ভিস করো। মাঙ্গা যত জনকে পড়িয়েছে তত আর কেউ পড়াতে পারে না। মাঙ্গার নাম অনেক, মেলাও অনেক আয়োজিত হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ রহস্য তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। তোমরা এখন বাবার ঠিকানা জেনেছো। বাবার সঙ্গে ভালোবাসা, ঘরের অর্থাৎ পরমধামের প্রতিও ভালোবাসা আছে। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করেছো। এই পড়াশোনার দ্বারা কতখানি উপার্জন করো। তাই খুশীতে থাকা উচিত তাইনা এবং তোমরা হলে খুবই সাধারণ। দুনিয়া জানে না, বাবা এসে এই নলেজ প্রদান করেন। বাবা নিজে এসে সব নতুন কথা বাচ্চাদের বলেন। নতুন দুনিয়া তৈরি হয় অসীম জগতের অধ্যয়ন দ্বারা। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের খুশী থাকে। বাবাকে এবং ঘর অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ করতে হবে। ঘরে তো সবাইকে ফিরতে হবে। বাবা তো সবাইকেই বলবেন তাইনা বাচ্চারা আমি তোমাদের মুক্তি জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। তাহলে ভুলে যাও কেন! আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তোমরা কি তাহলে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে না। তা নাহলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। এই হল অসীমের ক্ষতি। বাবার হাত ছাড়লে উপার্জনের কাজে ক্ষতি হয়ে যাবে। আচ্ছা - গুড নাইট। ওমশান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই দুনিয়ার যা কিছু আছে সব ভুলে যেতে হবে। বাবার মতন বিশ্বস্ত হয়ে সার্ভিস করতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) এই পতিত দুনিয়ায় নিজেকে কু-সঙ্গ থেকে রক্ষা করতে হবে। বাইরের খাবার খাবে না, বাইস্কোপ বা সিনেমা দেখবে না।

বরদান:- পরমাত্ম স্মরণ রূপী কোলে সমায়িত থেকে সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা ভব*
ব্যাখ্যা: সঙ্গমযুগ সত্যযুগী স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ বর্তমানের গায়ন হল অপ্রাপ্ত এমন কোনো বস্তু নেই ব্রাহ্মণদের সংসারে। এক পিতাকে পাওয়া অর্থাৎ সবকিছু পাওয়া। এখন তোমরা বাচ্চারা কখনও অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোল খাও, কখনও খুশী, কখনও শান্তি, কখনও জ্ঞান, কখনও আনন্দ এবং কখনও পরমাত্মার কোলে দোল খাও। পরমাত্মার কোল হল - স্মরণের মগ্ন অবস্থা। এই স্মরণের কোল সেকেন্ডে অনেক জন্মের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। অতএব এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে সদা স্মৃতিতে রেখে ভাগ্যবান আত্মা হও।

স্লোগান:- এমন সুপুত্র হও যাতে বাবা তোমাদের গান গাইবেন এবং তোমরা বাবার গান গাইবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের দৃষ্টি এখন স্বর্গের দিকে আছে, তোমরা নরকে ত্যাগ করে স্বর্গের দিকে যাচ্ছো, এইজন্য বুদ্ধির যোগ নরকের দিক থেকে সরিয়ে নাও”

প্রশ্ন:- সবথেকে উঁচু আর অতি সূক্ষ্ম গন্তব্যস্থল কোনটি? সেখানে কে যেতে পারে?

উত্তর:- বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছো, মায়া তোমাদের মুখ নরকের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, অনেক ঝড়ের মধ্যে ফেলে দেয়, সেই ঝড়কে অতিক্রম করা - এটাই হল সূক্ষ্ম গন্তব্যস্থল। এই গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য সবকিছু থেকে মোহ ত্যাগ করে নষ্টমোহ হতে হবে। নিশ্চয় আর সাহসের দ্বারাই এই মায়ার ঝড়কে অতিক্রম করতে পারবে। বিকারী মনুষ্যাত্মাদের মাঝে থেকেও নির্বিকারী হংস হয়ে থাকতে হবে - এটাই হল পুরুষার্থ।

গীত:- দুর্বলের সাথে যুদ্ধ বলবানের, এই কাহিনী হল প্রদীপ আর তুফানের...

ওম্ শান্তি। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা এই গানের অর্থ তো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, যার বুদ্ধির যোগ শান্তিধাম আর স্বর্গের প্রতি থাকে, তার কাছেই মায়া ঝড় বেশি পরিমাণে আসে। বাবা তো এখন তোমাদের মুখ স্বর্গের প্রতি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞান অবস্থাতেও নতুন বাড়ি নির্মাণ হলে পুরানো বাড়ির থেকে মোহ নষ্ট হয়ে যায়, তখন নতুন বাড়িকেই স্মরণ করতে থাকে - কবে তৈরি হবে! এখন বাচ্চারা তোমাদেরও এই জ্ঞান আছে যে, কবে আমাদের স্বর্গের স্থাপনা হবে, তারপর আমরা সুখধামে আসবো। এই দুঃখ ধাম থেকে তো সবাইকেই যেতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির সকল মনুষ্যাত্মকেই বাবা বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা এখন স্বর্গের দ্বার খুলছে। এখন তোমাদের বুদ্ধির যোগ স্বর্গের প্রতি রাখতে হবে। যারা স্বর্গে যাবে তাদেরকে পবিত্র বলা হয়। নরকের দিকে যারা যাবে, তাদেরকে অপবিত্র বলা হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও বুদ্ধির দ্বারা স্বর্গকে যোগযুক্ত হয়ে দেখতে হবে। মনে করো বাবার বুদ্ধির যোগ স্বর্গের দিকে আর বাচ্চাদের নরকের দিকে আছে, তাহলে দুজনে এক ঘরে কিভাবে থাকতে পারে। রাজহংস আর বক একসাথে থাকতে পারবে না। অনেক সমস্যা হয়। তাদের বুদ্ধির যোগ থাকেই পাঁচ বিকারের দিকে। তারা হলো নরকের যাত্রী, আর তোমরা হলে স্বর্গের যাত্রী, দুজনে একসাথে থাকতে পারে না। গন্তব্য স্থল অনেক শ্রেষ্ঠ। বাবা দেখছেন যে, বাচ্চাদের মুখ নরকের দিকে হয়ে আছে, নরকের দিকে যাওয়া ছাড়া থাকতে পারে না, তাহলে কি করতে হবে! অবশ্যই ঘরে ঝগড়া হবে। তারা বলবে - এটাও হল কোনো জ্ঞানের বিষয় যে, বাচ্চারা বিবাহ করতে পারবে না....! গৃহস্থ ব্যবহারে অনেকেই তো থাকে তাই না। বাচ্চাদের মুখ নরকের দিকে আছে, তারা নরকের দিকেই যেতে চায়। বাবা বলেন যে, নরকের দিকে বুদ্ধির যোগ রেখোনা। কিন্তু বাচ্চারা বাবার কথা মানে না। তাহলে কি করতে হয়? এর জন্য অনেক বড় নষ্টমোহ স্থিতি চাই। এই সমস্ত জ্ঞান আত্মার মধ্যেই আছে। বাবার আত্মা বলছেন যে - এদেরকে আমিই তৈরী করেছি, আর আমার কথাই মানছে না। এমন অনেকেই আছে, ব্রাহ্মণ হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি চলে যায় নরকের দিকে। তাহলে সে একদম রসাতলে চলে যাবে।

বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে - এটা হল জ্ঞান সাগরের রাজসভা। ভক্তিমার্গে ইন্দ্রের রাজসভাও গাওয়া হয়ে থাকে। পোখরাজ পরী, নীলম পরী, মানিক পরী, অনেক-ই নাম রেখে দিয়েছে, কেননা তারা জ্ঞানের ডাম্প করতে থাকে তাই না। বিভিন্ন ধরনের পরী আছে। তারাও অবশ্যই পবিত্র। যদি কেউ অপবিত্রকে নিয়ে আসে তাহলে শাস্তি পেতে হবে। এক্ষেত্রে অনেক-ই পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই গন্তব্য স্থল হলো অনেক উঁচু, এইজন্য বৃক্ষের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় না। বাবা যে জ্ঞান দান করেন, তা কেউই জানে না। শাস্ত্রতেও এই জ্ঞান নেই। এইজন্য অল্প নিশ্চয় হওয়ার কারণে মায়া একটা থাপ্পড়েই ফেলে দেয়। এটাই হল মায়ার ঝড় তাইনা। ছোট্ট একটা ফুলের কুঁড়ি হলে তো তুফান এক ঝাপটাতাই মাটিতে ফেলে দেবে। অন্যদেরকে বিকারের মধ্যে যেতে দেখে নিজেও বিকারে চলে যায়। এখানে তো বাবার জ্ঞান বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। গাওয়া হয় যে - অবলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা, কাম হল মহাশত্রু, এর প্রতি তোমাদের অনেক ঘৃণা আসা উচিত। বাবা তো অনেক ঘৃণা করেন, আগে এসব কথা ছিল না। নরক তো এখনই, তাইনা। দ্রৌপদী ভগবানের শরণ নিয়েছিল, সেটা হল এখনকার কথা। কত সুন্দর করে বোঝানো হয়। তবুও বুদ্ধিতে কিছুই ধারণা হয় না।

এই সৃষ্টিচক্রের চিত্র খুব ভালো - গেট ওয়ে টু হেভেন। এই সৃষ্টিচক্রের চিত্রের দ্বারাও অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

সিঁড়ির চিত্রের থেকেও এই চিত্রে আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। দিন-প্রতিদিন নির্ভুল হতে থাকবে। বাবা বলছেন যে - আজ তোমাদেরকে একদমই নতুন নির্দেশ দিচ্ছি। সব নির্দেশ কি প্রথমেই দেওয়া যায়। এটা কেমন দুনিয়া, এখানে কি রকমের দুঃখ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের মধ্যে কত মোহ থাকে। কোনো বাচ্চা মারা গেলে তো তার বাবা-মা পাগল হয়ে যায়, অনেক দুঃখ আছে। এরকম নয় যে ধনী আছে, তো সুখ আছে। অনেক প্রকারের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। তারপর হাসপাতালে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যায়। গরিবেরা জেনারেল ওয়ার্ডে পড়ে থাকে, ধনী ব্যক্তির আলাদাভাবে স্পেশাল কোনো ঘর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দুঃখ যেরকম ধনী ব্যক্তির হয় সেরকম গরিবেরও হয়। কেবলমাত্র তাদের থাকার জন্য ভালো স্থান প্রাপ্ত হয়। তাদের দেখাশোনাও খুব যত্ন সহকারে হয়। এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছ যে, আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন। বাবা আমাদের অনেকবার পড়িয়েছেন। হৃদয় থেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি পড়ছি নাকি পড়ছি না? কত জনকে পড়াচ্ছি? আর যদি না পড়াই তাহলে কী পদ প্রাপ্ত হবে! প্রতি রাতে শোয়ার আগে নিজের দৈনন্দিন চার্ট দেখো - আজ কাউকে দুঃখ তো দিইনি? শ্রীমত হল - কাউকে দুঃখ দিও না আর সবাইকে পরমধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দাও। যে আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের সদস্য হবে, সে শীঘ্রই বুঝতে পারবে। এর জন্য সোনার পাত্র চাই, যেখানে অমৃত রাখা যেতে পারে। যেরকম বলা হয় না যে - বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার পাত্র চাই, কেননা তার দুধ অনেক শক্তিশালী হয়। বাঘিনীর, বাচ্চাদের প্রতি অনেক মোহ থাকে। কাউকে দেখলে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। কারণ তারা মনে করে যে তার বাচ্চাকে যদি কেউ মেরে দেয়। এখানেও অনেকেই আছে যাদের স্বামী, বাচ্চা আদির মধ্যে মোহ থাকে। এখন বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, স্বর্গের গেট খুলছে। কৃষ্ণের চিত্রে খুব সুন্দর এবং পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে, এই লড়াইয়ের পর স্বর্গের গেট খুলবে। সেখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ হবে। বাকিরা সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। অনেক শাস্তি পেতে হবে। যা কিছু পাপ কর্ম করেছে, এক-এক জন্মের সাক্ষাৎকার করিয়ে শাস্তি পেতে থাকবে। তারপর এক পয়সার পদ প্রাপ্ত করবে। স্মরণে না থাকার কারণে বিকর্ম বিনাশ হয় না।

এমনও অনেক বাচ্চা আছে, যারা মুরলীও পড়ে না, অনেক বাচ্চাই এতে উদাসীন থেকে যায়। মনে করে যে আমি পড়িনি তো কি হয়েছে! আমি তো পার হয়ে গেছি। মুরলী পড়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না। এরকম দেহ-অভিমानी অনেকেই আছে, তারা নিজেরই ক্ষতি করে। বাবা জানেন যে, এইজন্য যখন এখানে আসে তখনই জিজ্ঞাসা করি যে, অনেক মুড়লীই তো পড়া হয়নি! জানি না তাতে হয়তো কোনো ভালো জ্ঞানের পয়েন্ট ছিল। পয়েন্ট তো প্রত্যেক দিনই এই মুরলীর দ্বারা প্রাপ্ত হয়। এরকমও আত্মা অনেক সেন্টারেই আসে। কিন্তু ধারণা কিছুই নেই, জ্ঞানও নেই। শ্রীমতে না চললে তো পদও প্রাপ্ত হবে না। সত্য বাবা, সৎ টিচারের নিন্দা করলে কোনো পদ প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু সবাই তো আর রাজা হবে না। প্রজা হবে। নম্বরের ক্রমে পদপ্রাপ্ত হবে তাইনা। সবকিছুই নির্ভর করছে স্মরণে যাত্রার উপর। যে বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাঁকে স্মরণ করতে পারবে না? ভাগ্যতেই নেই তো যুক্তিও কি করবে! বাবা তো বলেন যে, স্মরণের যাত্রার দ্বারাই পাপ ভগ্নীভূত হবে, তাই পুরুষার্থ করতে হবে তাইনা। বাবা এরকম বলেন না যে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দাও। এটা কোনো হঠযোগ নয়। চলতে-ফিরতে সব কাজ করতেও যেরকম প্রেমিকা-প্রেমিককে স্মরণ করে, সেই রকম স্মরণে থাকো। তাদের তো হলো নাম রূপের ভালোবাসা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছেন? কারোরই জানা নেই। তোমরা তো বলো, এটা তো কালকের কথা। ইনিই রাজ্য করেছিলেন, সাধারণ মানুষ তো লক্ষ বছর বলে দেয়। মায়া মানুষের বুদ্ধিকে একদম পাথরবুদ্ধি করে দিয়েছে। এখন তোমরা পাথরবুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধি তৈরি হচ্ছে। পরেশনাথের মন্দিরও আছে। কিন্তু তিনি কে, এটা কেউই জানে না। মানুষ একদমই ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন বাবা তো কত সুন্দর সুন্দর কথা বোঝাচ্ছেন। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই ধারণা হয়ে আছে। পড়াচ্ছেন তো একজন আর পড়াশোনা করছে তো অনেক। গলি-গলিতে তোমাদের স্কুল হয়ে যাবে। গেট ওয়ে টু হেভেন। এমন কোনো মানুষ নেই যে বুঝবে, আমরা এখন নরকে আছি। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন সবাই পূজারী হয়ে গেছে। পূজ্য হয়-ই সত্যযুগে। আর পূজারী হয়ে যায় কলিযুগে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে, ভগবানই পূজ্য, ভগবানই পূজারী হয়। তুমিই হলে ভগবান, তুমিই এইসব খেলা খেলছো। তুমিও ভগবান, আমিও ভগবান। কিছুই বোঝেনা। এটা হলই রাবনের রাজ্য। তোমরা কি ছিলে আর এখন কি তৈরি হচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে অনেক নেশা রাখতে হবে। বাবা কেবলমাত্র বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো, তোমরা পূণ্য আত্মা হয়ে যাবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে পূণ্য আত্মা হওয়ার যুক্তি বলে দিচ্ছেন - বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়ার এখনই হল সমাপ্তি সময়। এখনই আমি প্রত্যক্ষ রূপে এসেছি, এটাই হলো সর্বশেষ দান, একদম সমর্পণ হয়ে যাও। বাবা, এইসব হলো তোমার। বাবা তো দেওয়ার জন্যই এসেছেন। এদেরও কিছু ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তো ঈশ্বরের জন্য অনেক কিছু দান-পূণ্যাদি করতে থাকে, সেসব হলো পরোক্ষ। সেই দানের ফল দ্বিতীয় জন্মে প্রাপ্ত হয়। এটাও ড্রামাতে নিবন্ধ আছে।

এখন তো আমি প্রত্যক্ষ রূপে এসেছি। এখন তোমরা যা কিছু করবে তার রিটার্নে পদমণ্ডল প্রাপ্ত হবে। সত্য যুগে তো দান-পূণ্যাদির কোনো কথাই নেই। এখানে কারো কাছে যদি টাকা-পয়সা থাকে তো বাবা বলেন, আচ্ছা, তুমি তাহলে গিয়ে সেন্টার খোলো। প্রদর্শনী বানাও। গরীব হলে তো বাবা বলছেন আচ্ছা, নিজের ঘরেই কেবলমাত্র এই বোর্ড লাগিয়ে দাও যে - গেট ওয়ে টু হেভেন। স্বর্গ আর নরক তাই না। এখন আমরা হলাম নরকবাসী। এটাও কেউ বুঝতে পারে না। মৃত্যুর পর কেউ যদি স্বর্গে যায় তবে কেনো তাকে নরকে আবার আহ্বান করে। স্বর্গে এমন কি কেউ বলবে, (মৃত্যুর পর) ইনি স্বর্গে গমন করেছেন। সে তো আছেই স্বর্গে। পুনর্জন্ম স্বর্গতেই প্রাপ্ত হয়। এখানে পুনর্জন্ম নরকেই প্রাপ্ত হয়। এ সমস্ত কথাও তোমরা বোঝাতে পারো। ভগবানুবাচ - মামেকম স্মরণ করো, কেননা তিনিই হলেন পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হয়ে যাবে। যদিও স্বর্গতে সুখী তো সবাই হবে কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে। অনেক শ্রেষ্ঠ গন্তব্যস্থল। কুমারীদের মধ্যে তো সেবা করার জন্য অনেক শখ রাখতে হবে। আমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেখাবো। কুমারী তো তারা, যারা ২১ কুলের উদ্ধার করবে অর্থাৎ ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করতে পারে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন হল পুরানো জগতের অন্তিম সময়, এই সময় বাবা প্রত্যক্ষরূপে আমাদের সামনে এসেছেন, তাই বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যেতে হবে, বাবা এই সবকিছু হল তোমার...এই যুক্তির দ্বারাই পুণ্যাত্মা হয়ে যাবে।

২) কখনোও মুরলী পড়া বা শোনা থেকে নিজেকে বিরত রেখোনা, মুরলীকে অবহেলা করো না। এরকম ভেবো না যে, আমি পড়িনি তো কি হয়েছে। আমি তো পার হয়ে গেছি। না। এটাই হল দেহ-অভিমান। মুরলী অবশ্যই পড়তে হবে।

বরদান:- নিশ্চয়ের (দৃঢ় বিশ্বাস) আধারে বিজয়ী রত্ন হয়ে সকলের জন্যে মাস্টার আশ্রয়দাতা ভব*

ব্যখ্যা :- নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা বিজয়ী হওয়ার কারণে সদা খুশীতে নাচতে থাকে। তারা অন্যদের কাছে নিজের বিজয়ের বর্ণনা করে না, বরং বিজয়ী হওয়ার কারণে তারা অন্যদের মধ্যে সাহস বৃদ্ধি করে। কাউকে নিম্নাভিমুখী করার চেষ্টা করে না। বাবার সমান মাস্টার আশ্রয়দাতা হয় অর্থাৎ নিচু থেকে উঁচুতে ওঠায়। ব্যর্থ থেকে সর্বদা দূরে থাকে। ব্যর্থ থেকে নিজেকে মুক্ত করাই হল বিজয়ী হওয়া। এইরকম বিজয়ী বাচ্চারা সকলের জন্যে মাস্টার আশ্রয় দাতা হয়ে যায়।

স্লোগান:- যে নিঃসার্থ আর নির্বিকল্প স্থিতিতে সেবা করে, সে-ই সফলতামূর্ত হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, তোমাদের ক্ষীরখন্ড হয়ে নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে, সেখানে সকলে হলো ক্ষীরখন্ড, এখানে হলো নুনজল"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ নলেজকে জানতে পেরে ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো?

উত্তর:- তোমাদের এখন সমগ্র হিস্ট্রি জিওগ্রাফির নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তোমরা জানো। তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে যে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে। সংস্কার আত্মার মধ্যে থাকে। এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, নাম-রূপের থেকে পৃথক হয়ে ওঠো। নিজেকে আত্মা অশরীরী মনে করো।

গীত:- ধীরজ ধর মনুয়া...

ওম্ শান্তি। প্রতি কল্পে বাচ্চাদের বলা হয় আর বাচ্চারা জানতে পারে, হৃদয় চায় যে শীঘ্র যেন সত্যযুগ হয়ে যায়, তাহলে এই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রামা খুবই ধীরে ধীরে চলার। বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন, বলেন আর অল্প সময়ই বাকি। বড়ো-বড়ো লোকেরও আওয়াজ শোনা যেতে থাকে দুনিয়া পরিবর্তন হবে। বড়- বড় যারাই আছে, যেমন পোপের মতো- তারাও বলেন দুনিয়া পরিবর্তিত হতে চলেছে। আচ্ছা! এবার পীস (শান্তি) হবে কীভাবে? এই সময় সব হলো নুনজল। এখন আমরা ক্ষীরখন্ড হচ্ছি। ওই দিকে প্রতিনিয়ত নুনজল হয়ে চলেছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে শেষ হতে চলেছে, প্রস্তুতি চলছে। ড্রামার এই চক্র এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। পুরানো দুনিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে। নূতন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। নূতন দুনিয়াই পুরানো, পুরানোই আবার নূতন হয়ে উঠবে। একে দুনিয়ার চক্র বলা হয়, যা আবর্তিত হতে থাকে। এরকম নয় যে লক্ষ্য বছর পরে পুরানো দুনিয়া নূতন হবে। না। বাচ্চারা, তোমরা ভালো করে জেনে গেছো যে, ভক্তি একদমই আলাদা। ভক্তির কানেকশন হলো রাবণের সাথে। জ্ঞানের কানেকশন রামের সাথে। এটা তোমারা এখন বুঝতে পারছো। এখন বাবাকে ডাকেও- হে পতিত-পাবন এসো, এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করো। নূতন দুনিয়াতে অবশ্যই সুখ হতে হবে। এখন বাচ্চারা ছোটো অথবা বড় সবাই জেনে গেছে যে এখন গৃহে ফিরে যেতে হবে। এই নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আবার সত্যযুগে যাবো, আবার ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হবো। স্ব-আত্মা দর্শন হয়, সৃষ্টি চক্রের অর্থাৎ আত্মার জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়, তাদের বলা হয় ত্রিনেত্রি। তোমরা এখন হলে ত্রিনেত্রি আর সব মানুষের হলো এই স্থূল নেত্র। জ্ঞানের নেত্র কারোর নেই। ত্রিনেত্রি হলে তবে ত্রিকালদর্শী হবে, কারণ আত্মার যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না! আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে। সংস্কার আত্মার মধ্যে থাকে। আত্মা হলো অবিনাশী। বাবা এখন বলেন নাম-রূপের থেকে বিচ্ছিন্ন হও। নিজেকে অশরীরী মনে করো। দেহ মনে করো না। এটাও জানো যে আমরা অর্ধ-কল্প ধরে পরমাত্মাকে স্মরণ করে এসেছি। এর মধ্যে যখন বেশী দুঃখ হয় তখন বেশী স্মরণ করা হয়। এখন কতো দুঃখ। আগে এতো দুঃখ ছিলো না। যেদিন থেকে বহিরাগতদের প্রবেশ হয়েছে সেইদিন থেকে এই রাজারাও নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। আলাদা-আলাদা হয়ে গেছে। সত্যযুগে তো একই রাজ্য ছিলো।

এখন আমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি বোধগম্য করে চলেছি। এরকম একটাই ডিনায়েস্টি কারোর থাকে না। খ্রীষ্টানদের নিদর্শন দেখো, তারাও বিভক্ত। সেখানে তো সমগ্র বিশ্ব একজনের হাতেই থাকে। ওটা শুধু সত্যযুগ - ত্রেতাতেই হয়। এই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আর কোনো সংসঙ্গে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শব্দটি শুনবে না। তারা তো রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি শোনায়। এখানে সেই সব কথা থাকে না। এখানে হলো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন আমাদের বাবা। বাবা অর্থাৎ যিনি সমগ্র জ্ঞান শুনিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ। এক হলো আত্মাদের বৃক্ষ, দ্বিতীয় হলো মানুষের বৃক্ষ। মানুষের বৃক্ষের উপরে কে আছেন? গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রহ্মাই বলা হবে। এটা জানে যে ব্রহ্মা মুখ আছে কিন্তু ব্রহ্মার পিছনে কি হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি আছে, এটা কেউ জানে না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবা থাকেন পরমধামে। আবার সূক্ষ্মবতনের কথাও তোমাদের জানা আছে। মানুষই ফরিস্তায় পরিণত হয়, সেইজন্য সূক্ষ্মবতন দেখানো হয়েছে। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা যাও, শরীর তো সূক্ষ্মবতনে যাবে না। কীভাবে যায়, সেইটাকে ফলা হয় তৃতীয় নেত্র, দিব্য-দৃষ্টি অথবা ধ্যানও বলা হয়। তোমরা ধ্যানে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকে দেখো। লোকেরা দেখায়- শঙ্করের চোখ খুললে বিনাশ হয়ে যায়। এখন এটা তো কেউ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো যে বিনাশ তো ড্রামা অনুসারে হওয়ারই

আছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিনাশ হয়ে যাবে। তাছাড়া শঙ্কর কি করে! এটা ড্রামা অনুসারে নাম রেখে দিয়েছে। তাই বোঝাতে হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তিন জন আছেন। স্থাপনার জন্য ব্রহ্মাকে রাখা হয়েছে, পালনার জন্য বিষ্ণুকে, বিনাশের জন্য শঙ্করকে রেখে দিয়েছে। বাস্তবে এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। শঙ্করের কোনো পার্ট নেই। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পার্ট তো সমগ্র কল্প জুড়ে থাকে। যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলে তা বিষ্ণুরও সম্পূর্ণ হয়। শঙ্কর তো জন্ম-মরণ থেকে আলাদা, সেই কারণে শিব আর শঙ্করকে আবার মিলিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তো শিবের অনেক পার্ট আছে, উনি অধ্যয়ন করান।

ভগবান কে বলা হয় নলেজফুল। তিনি যদি প্রেরণা দ্বারা কার্য করতেন তো সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান কীভাবে দিতেন! সেইজন্য বাবা বোঝান- বাচ্চারা, প্রেরণার তো কোনো ব্যাপারই নেই। বাবাকে তো আসতে হয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, আমার মধ্যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। আমার এই ভূমিকাই প্রাপ্ত হয়েছে, সেই কারণে আমাকেই জ্ঞান সাগর নলেজফুল বলে। নলেজ কাকে বলে, সেটা তো যখন প্রাপ্ত হয় তখন জানা যায়। প্রাপ্তি না হলে আর জানা যাবে কীভাবে! আগে তোমরাও বলতে ঈশ্বর প্রেরণা যোগান। তিনি সর্বজ্ঞ। আমরা যা পাপ করি, ঈশ্বর দেখেন। বাবা বলেন এই ধাক্কা আমি করি না। এক্ষেত্রে তো যে যেমন কর্ম করে তাকে নিজেকেই শাস্তি ভোগ করতে হয়, আমি কাউকে দিই না। না কোনো প্রেরণা থেকে শাস্তি দেবো। আমি প্রেরণা থেকে করবো তো যেন আমিই শাস্তি দিই। কেউ বলল একে মারো, এটাও হলো দোষ। যে বলল সেও ফাঁদে আটকালো। শঙ্কর প্রেরণা দিলে সেও ফাঁদে আটকাবে। বাবা বলেন আমি তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুখ প্রদান করি। তোমরা আমার মহিমা করো- বাবা এসে দুঃখ হরণ করো। আমি কি আর দুঃখ দিই!

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছো বলে কতো খুশী হওয়া উচিত। এখানে ডাইরেক্ট বাসনা আসে। বাবা আমাদের পড়ান। একে মেলা অর্থাৎ সম্মেলন বলা হয়। সেন্টারে তোমরা যাও, সেখানে কোনো আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা বলা হবে না। আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মেলা এখানে (মধুবনে) হয়। তোমরা এটাও জানো মেলা শুরু হয়ে গেছে। বাবা বাচ্চাদের মধ্যবর্তীতে এসেছেন। আত্মারা সকলে এখানে আছে। আত্মাই স্মরণ করে যে বাবা এসেছেন। এটা হলো সব থেকে ভালো মেলা। বাবা এসে সকল আত্মাদের রাবণ রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে আনেন। এই মেলা ভালো হলো যে না! এই মেলার কারণে মানুষ পবিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ঐ মেলা থেকে তো মানুষ ময়লা হয়ে যায়। পয়সা নষ্ট করতে থাকে, প্রাপ্তি কিছুই হয় না। ওটাকে মায়াবী, আসুরিক মেলা বলা হয়। এটা হলো ঈশ্বরীয় মেলা। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরাও আসুরিক মেলাতে ছিলে। এখন আছো ঈশ্বরীয় মেলাতে। তোমরাই জেনেছো যে বাবা এসে গেছেন। সবাই জেনে গেলে কতো যে ভীড় হবে তা জানা নেই। থাকতে দেওয়ার জন্য বাবা এতো বাড়ী ইত্যাদি কোথা থেকে পাবেন! পরিশেষে গান করে যে না- অহো প্রভু তোমার লীলা। কোন লীলা? সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার লীলা। এটা হলো সব থেকে বড় লীলা। পুরানো দুনিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে প্রথমে নূতন দুনিয়ার স্থাপনা হয়, সেইজন্য কাউকে বোঝানোর সময় আগে স্থাপনা, বিনাশ তারপর প্রতিপালনের কথা বলতে হয়। স্থাপনা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন আবার বিনাশ শুরু হয়, তারপর প্রতিপালন হবে। তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের খুশী থাকে- আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। আবার আমরা চক্রবর্তী রাজা হই। এটা কারোরই জানা নেই, এই দেবতাদের রাজ্য কোথায় গেল। নাম- চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে গেল। দেবতার পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু বলে দেয়। হিন্দুস্থানে বসবাসকারী হলো হিন্দু। লক্ষ্মী-নারায়ণকে তো কখনো এরকম বলা হবে না। তাদের তো দেবতা বলা হয়। এখন তো ড্রামা অনুসারে তোমরা এই মেলাতে এসেছো। এটা ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। ধীরে-ধীরে বুদ্ধি হতে থাকে। তোমাদের যা কিছু ভূমিকা পালন করা চলছে সেটা আবার পরবর্তী কল্পে চলবে। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এরপর রাবণ রাজ্যে আসুরিক প্রতিপালন হবে। তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় বাচ্চা, এরপর দৈবী বাচ্চা আবার ঋত্রিয় হবে। তোমরা যে অপবিত্র প্রবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলে তারাই আবার পবিত্র প্রবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এরাও তো হলো দৈব গুণ সম্পন্ন মানুষ। এছাড়া এতো ভূজ ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে, বিষ্ণু কে, এটা কেউ বলতে পারবে না। মহালক্ষ্মীরও পূজা করা হয়। জগত অস্ত্রার থেকে কখনো ধন চাওয়া হয় না। ধন অতিরিক্ত প্রাপ্ত হলে তো বলা হয় লক্ষ্মীর পূজা করেছিলো সেইজন্য তিনি কোষাগার ভরে দিয়েছেন। এখানে তো তোমাদের প্রাপ্তি হচ্ছে জগত অস্ত্রার থেকে পরমপিতা পরমাত্মা শিব দ্বারা, দিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা হলে বাপদাদার থেকেও বেশী লাকী। দেখো, জগদস্ত্রার কতো মেলা হয়, ব্রহ্মার এতো হয় না। ব্রহ্মাকে তো একই জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজমেরএ বড় মন্দির আছে। দেবীদের মন্দির অনেক আছে কারণ এই সময় তোমাদের অনেক মহিমা থাকে। তোমরা ভারতের সেবা করো। পূজাও তোমাদের বেশী হয়। তোমরা লাকী। জগত অস্ত্রার জন্য এরকম কখনো বলা হবে না কি তিনি সর্বব্যাপী। তোমাদের মহিমা সুখ্যাত হতে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে কখনো সর্বব্যাপী বলে না, আমাকে বলে দেয় প্রতি কোণায় আছে, কতো গ্লানি করে। তোমাদের মধ্যে কতো মহিমা বাড়িয়ে দিই। ভারত মাতার জয় বলা হয় যে না। ভারতমাতা তো তোমরা হলে যে না!

ধরনীর নয়। ধরনী ইত্যাদি এখন হলো তোমোপ্রধান, সত্যযুগে সতোপ্রধান হয়ে যায় সেইজন্য বলা হয় দেবতাদের পদ যুগল পতিত দুনিয়াতে আসে না। যখন ধরনী সতোপ্রধান হয় তখন আসে। তোমাদের এখন সতোপ্রধান হতে হবে। শ্রীমতে চলে বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এই সচেতনতা থাকা দরকার। স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীমত প্রাপ্ত হতে থাকে। সত্যযুগে তো তোমাদের আত্মা কাঞ্চন হয়ে যায় তো শরীরও কাঞ্চন প্রাপ্ত হয়। সোনাতে খাদ পড়লে তো আবার গহনাও সেরকমই তৈরী হয়। আত্মা মিথ্যে তো শরীরও মিথ্যে। খাদ পড়লে আবার সোনার মূল্যও কমে যায়। তোমাদের মূল্য এখন কিছুই নেই। প্রথমে তোমরা ২৪ ক্যারেট বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন ৯ ক্যারেট বলা হবে। এটা বাবা বাচ্চাদের সাথে বার্তালাপ করেন। বাচ্চাদের বসে বলতে থাকেন, যাতে তোমরা শুনতে-শুনতে চেঞ্জ হয়ে যাও। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। সেখানে হীরে জহরতের মহল থাকবে, স্বর্গ তো ওরকমই। সেখানকার খুবীরস ইত্যাদিও তোমরা পান করে আসো। সেখানকার ফলই এতো বড়ো-বড়ো হয়। এখানে তো পাওয়া যায় না। সূক্ষ্মবতনে তো কিছুই নেই। এখন তোমরা সেখানে যাও প্র্যাকটিকালে পদ্ধতিতে। এটা হলো আত্মা আর পরমাত্মার মেলা, এর দ্বারা তোমরা পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল হয়ে ওঠো।

তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো তো ফ্রি থাকো, বাড়ী-ঘর, ব্যবসার কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে না। তাই এখানে তোমাদের স্মরণের যাত্রাতে থাকার চান্স ভালো হয়। সেখানে তো বাড়ী-ঘর সব কিছু স্মরণ হতে থাকে। এখানে তো কিছু নেই। রাত্রে ২ টার সময় উঠে এখানে বসে যাও। সেন্টারে তো তোমরা রাত্রে যেতে পারো না। এখানে তো সহজ হয়। শিববাবার স্মরণে এসে বসো, আর কোনো কিছুই স্মরণে আসবে না। এখানে তোমাদের সহায়তাও প্রাপ্ত হবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো আবার খুব সকালে ওঠো। ৩ টের থেকে ৫ টা পর্যন্ত বসো। বাবাও এসে যাবেন, বাচ্চারা খুশী হবে। বাবা- যিনি যোগ শেখান। ইনিও (ব্রহ্মা) শেখেন, তো দুইজন বাপ আর দাদা এসে যাবেন, তারপর ওখানে আর এখানে যোগে বসার পার্থক্যও বুঝতে পারা যায়। এখানে কিছু মনে পড়ে না, এতে অনেক লাভ আছে। বাবা আশ্বাস করেন- এটা খুবই ভালো হতে পারে। এখন দেখো বাচ্চারা উঠতে পারে? অনেকেরই ভোর বেলাতে ওঠার অভ্যাস আছে। তোমাদের সন্ধ্যাস হলো ৫ বিকারের আর বিরাট হলো সমগ্র পুরানো দুনিয়ার প্রতি। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন সৃষ্টি পরিবর্তনের লীলা চলছে, তাই স্বয়ং পরিবর্তিত হতে হবে। ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে।

২) সকালে উঠে এক বাবার স্মরণে বসতে হবে, ওই সময় যেন আর কিছু স্মরণে না আসে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে ৫ বিকারের সন্ধ্যাস করতে হবে।

বরদান:- নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, প্রতিটি মুহূর্তে বাবার সহায়তা অনুভবকারী নিশ্চয় বুদ্ধি (দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন) বিজয়ী ভব*

বিজয়ী ভব-র বরদানী আত্মা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে বাবার আশ্রয়ের নীচে অনুভব করে। তাদের মনে সংকল্প মাত্রও আশ্রয়হীন বা একাকীত্বের অনুভব হয় না। কখনো উদাস বা অল্প সময়ের পার্থিব বৈরাগ্য আসে না। তারা কখনো কোনো কাজের দ্বারা, সমস্যা থেকে, ব্যক্তির থেকে নিজেকে পৃথক করে না। বরং যে কোনো কাজ করার সময়, পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সময় বা সহযোগী হওয়ার সময়ও অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকে।

স্লোগান:- এক বাবার কম্পানীতে (সাথে) থাকো আর বাবাকেই নিজের কম্পানীয়ন (সাথী) বানিয়ে নাও।*

ব্রাহ্মণ জীবন - সদা অপরিমিত খুশির জীবন

আজ বাপদাদা নিজের হোলি আর হ্যাপি হংসদের সভা দেখছেন। সবাই তোমরা হোলির সাথে সদা হ্যাপিও থাক ? হোলি অর্থাৎ পবিত্রতার প্রত্যক্ষ লক্ষণ - হ্যাপি অর্থাৎ খুশি সদা প্রত্যক্ষ রূপে প্রতীয়মান হবে। যদি খুশি না থাকে, তবে অবশ্যই কোন অপবিত্রতা অর্থাৎ সঙ্কল্প বা কর্ম যথার্থ হয়নি, আর এই কারণে তখন খুশি থাকে না। অপবিত্রতা শুধু পাঁচ বিকারকে বলা হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মাদের জন্য, যারা দেবাত্মা হয় তাদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীনভাবে থাকা, ব্যর্থ ও সাধারণ সঙ্কল্প, বোল বা কর্মও সম্পূর্ণ পবিত্রতা বলা যাবে না। তোমরা তোমাদের সম্পূর্ণ স্টেজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছ প্রায়, সেইজন্য বর্তমান সময় অনুসারে ব্যর্থ এবং সাধারণ কর্ম যাতে না হয়, তারও চেকিং এবং চেঞ্জ প্রয়োজন। যত শক্তিশালী আর শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম হবে, ততই সদা খুশির ঝলক এবং সৌভাগ্যবান হওয়ার নেশা অনুভূত হবে আর অন্যদের অনুভবও করাবে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের মধ্যে এই দুটো জিনিস চেক করছিলেন, কতটা তোমরা পবিত্রতা ধারণ করেছ ! কতটা ব্যর্থ আর সাধারণত্ব এখনও আছে ! আর অধ্যাত্ম খুশি, অবিনাশী খুশি, আন্তরিক খুশি তোমাদের কতটা থাকে ! সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করার লক্ষ্যই হলো সদা খুশি থাকা। খুশির জীবন যাপন করার জন্যই ব্রাহ্মণ হয়েছ, নাকি পুরুষার্থের পরিশ্রম বা কোনও না কোনও উদ্বেগের মধ্যে থাকার জন্য ব্রাহ্মণ হয়েছ।

আধ্যাত্মিক আন্তরিক খুশি বা অতীন্দ্রিয় সুখ যা সারা কল্পে প্রাপ্ত হতে পারে না, তা' প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। যতই হোক, তোমাদের চেক করতে হবে যে তোমাদের খুশি কোনরকম সাধনের আধারে, কোনও সীমিত প্রাপ্তির আধারে বা অল্প সময়ের সফলতার আধারে, মান্যতা বা প্রসিদ্ধির আধারে, মনের সীমিত ইচ্ছার আধারে বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বা স্থান বা বৈভব, এইরকম মনপছন্দ অনুযায়ী খুশির প্রাপ্তির আধারে নয় তো ? এই সব আধার দ্বারা প্রাপ্তি কোনও বাস্তবিক খুশি নয়। অবিনাশী খুশি নয়। আধার নড়ে উঠলো তো খুশিও নড়ে উঠলো। এইরকম খুশি প্রাপ্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ হওনি। অল্পকালের প্রাপ্তির দ্বারা খুশি, এতো দুনিয়ার লোকের কাছেও আছে। তাদেরও স্লোগান - খাও দাও হাইল্লোড় কর। কিন্তু সেই অল্পকালের আধার সমাপ্ত হলে খুশিও সমাপ্ত হয়ে যায়। সেইরকম ব্রাহ্মণ জীবনেও এইসব আধারে খুশির প্রাপ্তি হলে, তখন ফারাক কি হবে ? খুশির সাগরের বাচ্চা হয়েছ, তাহলে প্রতি সঙ্কল্প, প্রতি সেকেন্ডে খুশির তরঙ্গে তোমরা তরঙ্গিত হও, সদা খুশির ভান্ডার তোমরা ! একেই তো বলে, হোলি আর হ্যাপি হংস। বাপদাদা দেখছিলেন যে তোমাদের লক্ষ্য, সীমিত পরিসরের বিনা কোন আধারে সদাসর্বদা আন্তরিক খুশিতে থাকার, কিন্তু কিছু বাচ্চা সেই লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে সীমিত প্রাপ্তির ছোট ছোট গলিতে আটকে যাওয়ার কারণে লক্ষ্য এবং লক্ষ্যবস্তু থেকে দূর হয়ে যায়। হাই ওয়ে ছেড়ে গলির মধ্যে ফেঁসে যায়। তারা তাদের খুশির লক্ষ্য ছেড়ে সীমিত প্রাপ্তির পিছনে ধাবিত হয়। আজ তাদের নামের মহিমা হলো বা তাদের কাজ সফল হলো আর ইচ্ছাও পূর্ণ হয়ে গেল, সুতরাং তারা খুশি। মনপছন্দ বা সঙ্কল্প-পছন্দ প্রাপ্তি হলো তো খুব খুশি। যদি সামান্য কমও হয় তাহলে তাদের লক্ষ্য সেখানেই আটকে পড়ে। তাদের লক্ষ্য সীমিত হয়ে যায়, সেইজন্য অসীম জগতের অবিনাশী খুশি থেকে সরে যায়। তাইতো তিনি বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এইজন্যই ব্রাহ্মণ হয়েছ ? এইজন্যই তোমরা এই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছ ? এতো সাধারণ জীবন। এটাকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা যায় না।

যে কোনও কর্ম কর, তা' যত বড় সেবা কাজই হোক, কিন্তু যে সেবা আন্তরিক খুশি, অধ্যাত্ম আনন্দ, অসীম জগতের প্রাপ্তি থেকে নিচে নিয়ে আসে অর্থাৎ সীমিত পরিসরে নিয়ে আসে, আজ আনন্দ কাল বিভ্রান্তি, আজ খুশি কাল গোলকধাঁধায়, খুশি থেকে বঞ্চিত করে দেয়, এইরকম সেবা ছেড়ে দাও কিন্তু খুশিকে ছেড়োনা। প্রকৃত সেবা সদা অসীম জগতের স্থিতির, অসীম জগতের খুশির অনুভব করায়। যদি এমন অনুভূতি না হয়, তবে তা' মিছড সেবা, প্রকৃত সেবা নয়। সদাসর্বদা এই লক্ষ্য রাখ, সেবা দ্বারা স্ব-উন্নতি, স্ব প্রাপ্তি, সন্তুষ্টতা আর মহত্বের অনুভূতি হয়েছে ? যেখানে সন্তুষ্টতার মহত্ব থাকবে সেখানে অবিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি হবে। সেবা অর্থাৎ ফুলের বাগিচাকে সজীব সতেজ করা। সেবা অর্থাৎ ফুল-বাগিচার অনুভব করা নাকি কাঁটার জঙ্গলে আটক হওয়া ? হতবুদ্ধি হওয়া, অপ্রাপ্তি, মনের এলোমেলো অবস্থা - এই মুহূর্তে সুখানুভব, পর মুহূর্তে বিভ্রান্তি, এই সবই হলো কাঁটা। এই কাঁটা থেকে সরে আসা অর্থাৎ অসীম জগতের খুশির অনুভব করা। যা কিছু হয়ে যাক, সীমিত পরিসরের প্রাপ্তিরও ত্যাগ করতে হয়, যদি অনেক কিছু ছাড়তে হয়, তাহলে সেই সব কিছু ছেড়ে দাও, কিন্তু তোমাদের খুশি যেতে দিও না। যে কারণে তোমরা এসেছ সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়োনা। এই সূক্ষ্ম চেকিং কর।

তোমরা খুশি তো ঠিকই, কিন্তু অল্পকালের প্রাপ্তির আধারে খুশি থাকা, সেটাই খুশি মনে কর না তো ? কোনও সাইড সীনকেই তোমার লক্ষ্যবস্তু তো মনে করছ না ? কেননা সাইড সীনও আকর্ষণ করে ! কিন্তু অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো অর্থাৎ অন্তহীন রাজত্বের অধিকারী হওয়া । অতীষ্ট লক্ষ্য থেকে যারা সরে যায়, তারা বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না । রয়্যাল ফ্যামিলিতেও আসতে পারে না, সেইজন্য লক্ষ্য এবং লক্ষ্যবস্তু সদা স্মৃতিতে রাখ । নিজেকে জিজ্ঞাসা কর - অগ্রচালিত হতে হতে সীমিত পরিসরের গলিতে পৌঁছে যাচ্ছি না তো ! অল্পকালের প্রাপ্তির খুশি, সদাকালের সৌভাগ্যবান হওয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে না তো ? তোমরা তাদের মতো অল্পে খুশি হও না তো ? নিজেরা নিজেদেরকে খুশি করছ না তো ? আমি যেমন, যেমন, আমি ঠিক আছে, আমি খুশি আছি । অবিনাশী খুশির লক্ষণ - অন্যদের থেকেও সদা খুশির আশীর্বাণী অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । বাপদাদা এবং নিমিত্ত বড়দের স্নেহাশিস অলৌকিক আত্মিক খুশির সাগর-তরঙ্গে পরিপূর্ণ অন্তর্মনের অনুভব করাবে । অসতর্কতা বশতঃ এটা ভেবোনা আমি তো ঠিক আছি, কিন্তু অন্যেরা আমাকে জানে না । সূর্যের রশ্মি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে ? সত্যতার সুবাস কখনো নিঃশেষিত হতে পারে না, লুকিয়ে থাকতে পারে না, সেইজন্য নিজেকে কখনো প্রবঞ্চিত হতে দিও না । এই পার্শ্বে পরিপক্বতা আনো । প্রথমে তোমার অসীম, অবিনাশী খুশি, তারপরে অন্য কিছু । অসীম জগতের খুশি সেবার বা সকলের স্নেহের, সকলের দ্বারা অবিনাশী সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার ভাগ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আপনা থেকেই অনুভূতি করাবে । যে সদা খুশি থাকে সে সৌভাগ্যবান । বিনা পরিশ্রমে, বিনা কোন ইচ্ছায় অথবা বিনা কোন কথায় সহজভাবেই তাদের সর্বপ্রাপ্তি হবে । এই পার্শ্বে পাকা করেছ ?

বাপদাদা দেখেন তোমরা কিসের জন্য এসেছ, কোথায় তোমাদের যেতে হবে আর কোথায় তোমরা যাচ্ছ ! গন্ডি ছেড়ে আবারও যদি তোমাদের বেষ্টনের মধ্যে যেতে হয়, তাহলে অসীমের অনুভব কবে করবে ! বাপদাদার তোমরা সব বাচ্চার প্রতি স্নেহ থাকে । এই স্নেহকে তোমরা দয়া তো বলবে না, কারণ ভিখারী তো তোমরা নও ! দাতা, বিধাতার বাচ্চা তোমরা, দুঃখীদের জন্য দয়া করা যায় । তোমরা তো সুখ স্বরূপ সুখ দাতার বাচ্চা । এখন বুঝেছ, কি করতে হবে ! বাপদাদা এই বছরের জন্য বারবার বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করছেন । এই বছর নিজের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন রাখার সময় দেওয়া হচ্ছে । দুনিয়ার লোকে তো শুধু বলে, খাও দাও আর হৈ-হল্লোড় কর । কিন্তু বাপদাদা বলেন, খাও আর অন্যদের খাওয়াও । সুখানুভবে থাক আর অন্যদের সুখানুভবে নিয়ে এসো ।

যারা সদা অবিনাশী এবং অসীম খুশিতে থাকে, সব কর্মে যারা সৌভাগ্যবান অনুভব করে, সদা সবাইকে খুশির ভান্ডার বিতরণ করে, যারা সদা খুশির সুবাস ছড়িয়ে দেয়, যারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গে তরঙ্গিত, যারা সদা খুশির ঝলক এবং নেশায় থাকে, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার সদা হোলি আর হ্যাপি থাকার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টীদের সাথে :-

১) প্রবৃত্তিতে থেকেও তোমরা সদা স্বতন্ত্র আর বাবার প্রিয়, তাই না ! কখনও প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি আসে না তো ? যদি কোথাও কারও প্রতি আসক্তি থাকে তাহলে তা' সদাসর্বদার জন্য নিজের জীবনে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, সেইজন্য সদা নির্বিকল হয়ে অগ্রচালিত হও । পূর্ব কল্পে অঙ্গদ যেমন হয়ে অটল এবং অনড় থাক । অঙ্গদের কি বিশেষত্ব দেখানো হয়েছে? এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি যে তার পা কেউই নড়াতে পারেনি । মায়া নিশ্চয় রূপী পা নড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপায়ে আসে । কিন্তু মায়া নড়বড়ে হয়ে গেলেও তবু তোমাদের নিশ্চয় রূপী পা নড়ে না । মায়া স্বয়ং সারেস্তার হয়ে যায় । তোমরা সারেস্তার হবে না তো, তাই না ? বাবার সামনে সারেস্তার হও, মায়ার সামনে নয়, এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি সদা নিশ্চিত থাকে । যদি সামান্য কোনও চিন্তা থাকে তবে নিশ্চয়ের অভাব আছে । কখনো কোনও বিষয়ে সামান্যতম চিন্তা থাকে, তার কারণ কি - অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে নিশ্চয়ে ঘাটতি রয়েছে । হয় ড্রামাতে নিশ্চয়ের অভাব, অথবা নিজের মধ্যে নিজের নিশ্চয়ের অভাব, কিন্তু বাবাকে নিশ্চয়ের অভাব । তিন রকম নিশ্চয়ে সামান্যতম ঘাটতি থাকলে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারবে না । সবচেয়ে বড় রোগ চিন্তা । চিন্তা-রোগের ওষুধ ডক্টরসের কাছেও নেই । টেম্পারারিলি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেবে, কিন্তু সবসময়ের জন্য চিন্তা দূর করতে পারবে না । তারা চিন্তার সাথে যতই প্রাপ্তির পিছনে দৌড়ায় প্রাপ্তি ততই তাদের থেকে এগিয়ে দৌড়ায়, সেইজন্য নিশ্চয়রূপী পা সদা অটল থাকতে দাও । পা অর্থাৎ সদা একবল এক ভরসা থাকা । নিশ্চয় বলো বা ভরসা বলো, দুটো একই ব্যাপার । এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের বিজয় নিশ্চিত ।

২) বাবার প্রতি সদা সমর্পণ হও তোমরা ? ভক্তিতে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সেটা তো তোমরা পূরণ করবে, তাই না ? তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? তাঁর কাছে তোমরা সমর্পণ হবে । সমর্পণ অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে সদা শক্তিশালী হওয়া ।

তাহলে সমর্পণ কি করেছে, নাকি সমর্পণ করতে যাচ্ছে। সমর্পিত হওয়ার অর্থ কোনকিছুই আমার নয়। আমি স্বভাবের অবসান। আমার শরীরও নয়। তাহলে কখনো দেহ অভিমান হয়? যখন তোমাদের আমিত্বের বোধ থাকে, তখনই দেহ ভাব আসে। এই বোধের উর্ধ্বে থাকার অর্থই সমর্পিত হওয়া। অতএব, সদাসর্বদার জন্য আমি স্বভাবের সমাপ্তি চালিয়ে যাও। সবকিছু 'তোমার' - অনবরত এই অনুভব করতে থাক। যতোধিক তোমরা অনুভাবী হও ততোধিক অর্থরিচি স্বরূপ। যারা এমন তারা কখনো প্রতারণিত হতে পারে না। দুঃখ-তরঙ্গের অনুভব করতে পারে না। সুতরাং সদা অনুভবের কাহিনী সবাইকে শোনাতে থাক। অনুভাবী আত্মা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সফলতা প্রাপ্ত করে। আচ্ছা।

বিদায়কালে - ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির স্মরণ-স্নেহ

আজকের দিনের মহত্বকে লোকে সবসময় খাওয়া আর খাওয়ানো মহত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। তারা কিছু খায় এবং অন্যদের কিছু খাওয়ায়। হয় তারা তিলদান করে অথবা কিছু খায়। তিল অর্থাৎ খুব ছোট, সূচ্য বস্তু। যখন কোনও ঘটনা ঘটে, এবং যদি ছোট কিছু হয় তবে তারা বলে তিলসম। যদি তা বড় হয়, বলবে পাহাড়সম। কিন্তু পাহাড় আর তিলের মধ্যে অনেক তারতম্য হয়ে যায়, তাই না! সুতরাং তিলের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এইজন্য কারণ, তোমরা অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। যখন তোমরা বিন্দু হও, তখন উড়তি কলার ঘুড়ি হও। সুতরাং তিলেরও তাৎপর্য আছে। আর তিল সদা মিষ্টির সাথে একসঙ্গে মিশে থাকে, তিল আলাদাভাবে খাওয়া যায় না। মধুরতা অর্থাৎ স্নেহে সবাইকে একসাথে নিয়ে আসার লক্ষণ। তিলের মধ্যে মিষ্টি দিলে যেমন ভালো লাগে, তেমনই আলাদাভাবে যদি তিল খাও তাহলে তেতো লাগবে, কিন্তু যদি মিষ্টি মিশে যায় তাহলে খুব ভালো লাগে। সুতরাং তোমরা সব আত্মাও মধুরতার সাথে সন্মিলিত এসো, তোমাদের সেই স্নেহ থাকে, তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও। তাইতো এটা সংগঠিত মধুরতার স্মরণিক। এটারও প্রতীক আছে। সুতরাং সদা নিজের মধ্যে সংগঠনের শক্তি আনো, মধুরতার আধারে বিন্দুরূপ হও এবং ঘুড়ি হয়ে উড়তি কলায় ওড়ো, এটা আজকের দিনের মহত্ব। সুতরাং উদযাপন অর্থাৎ হওয়া। তাইতো তোমরা এইরকম হয়েছ আর তারা শুধু অল্প সময়ের জন্য উদযাপন করে। এখানে দান দেওয়া অর্থাৎ যা কিছু দুর্বলতা তোমাদের আছে সেইসব দানে দিয়ে দাও। ছোট ব্যাপার মনে করে দিয়ে দাও। তিলসম মনে করে দিয়ে দাও। এটা বড় কিছু মনে কর'না এবং ভেবোনা আমাকে ছাড়তে হবে, দিতে হবে, না! তিলের সমান ছোট কিছু মনে করে দান দাও, উপেক্ষণীয় ছোট বিষয় ভেবে নিয়ে খুশির সাথে দান দাও। এটাই দানের মহত্ব। বুঝেছ!

সদা স্নেহী হবে, সদা সংগঠিত রূপে থাকবে এবং সদা গুরুতর কোনকিছুকে গৌণ ভাবে সমাপ্ত করে দাও, আগুনে জ্বালিয়ে দাও। এটাই তাৎপর্য। তাহলে তোমরা উদযাপন করে নিয়েছ, তাই না! দূত সঙ্কল্পের অগ্নি জ্বালিয়েছ। লোকে এই দিনে আগুন জ্বালায়, নয় কি!

সুতরাং সংস্কার পরিবর্তন দিবস, তারা বলে সংক্রান্তি, তোমরা বলবে সংস্কার পরিবর্তন। আচ্ছা - সবাইকে স্নেহ আর সংগঠনের শক্তিতে সদা সফল থাকার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং।

বরদান:- সদা ভগবান আর ভাগ্যের স্মৃতিতে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব*
সঙ্গমযুগে চৈতন্য স্বরূপে ভগবান বাচ্চাদের সেবা করছেন। ভক্তিমার্গে সবাই ভগবানের সেবা করে, কিন্তু এখানে সব চৈতন্য ঠাকুরের সেবা ভগবান করেন। অমৃতবেলায় তিনি তোমাদের জাগিয়ে তোলেন, ভোগ দেন, ঘুম পাড়িয়ে দেন। যারা রেকর্ডে গীত বাজিয়ে শুতে যায় এবং মর্যাদাপূর্বক অমৃতবেলায় জেগে ওঠে, সেই প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আমরা ব্রাহ্মণ - এই ভাগ্যের খুশিতে সদা দুলতে থাক। শুধু বাবার প্রিয় হও, মায়ার নয়। যে মায়ার প্রিয় হয় সে নানান বালখিল্য কাজ করতে থাকে।

স্নোগান:- নিজের উৎফুল্ল চেহারা দ্বারা সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি করানো - সেটাই প্রকৃত সেবা।*

সূচনা:-

আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, মাসের তৃতীয় রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত সব ভাইবোন সংগঠিত রূপে একত্রিত হয়ে প্রভুপ্রেমে লীন হওয়ার অনুভব করুন। সদা এই স্বমানে বসুন - আমি আত্মা সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা। ভালোবাসার সাগর বাবার ভালোবাসার কিরণ নিগত হয়ে আমি আত্মায় সমাহিত হচ্ছে। সেই

ভালোবাসার ভাইব্রেশন চারিদিকের বাতাবরণে ছড়িয়ে পড়ছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা পুনরায় নিজেদের ঠিকানায় পৌঁছে গেছো, তোমরা বাবার মাধ্যমে রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছো, তাই খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, বাবা এইসময় তোমাদের শৃঙ্গার কেন করছেন?

উত্তর:- কারণ এখন আমাদের শৃঙ্গার করে বিষ্ণুপুরীতে (শ্বশুড়বাড়ী) যেতে হবে। আমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে সুসজ্জিত হয়ে মহারাজা-মহারানী হই। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি, বাবা শিক্ষকরূপে আমাদের পড়াচ্ছেন -- পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুড়গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ...

ওম্ শান্তি । অতি মিষ্টি বাচ্চারা, মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনেছে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে, আধাকল্প যে প্রিয়তমকে(মাশুক) স্মরণ করেছো, অবশেষে তাঁকে পেয়েছো। দুনিয়া এ'কথা জানে না যে, আমরা আধাকল্প ভক্তি করেছি, তারা প্রিয়তমরূপী পিতাকে আহ্বান করে। আমরা হলাম প্রিয়তমা, তিনি হলেন প্রিয়তম --- এও কেউ জানে না। বাবা বলেন -- রাবণ তোমাদের সম্পূর্ণরূপে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন করে দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতবাসীদের। তোমরাই যে দেবী-দেবতা ছিলে তাও তোমরা ভুলে গেছো, তাহলে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নই তো হলে। নিজের ধর্মকে ভুলে যাওয়া, এ হলো স্বল্পবুদ্ধিরই কাজ। এখন একথা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিলাম। এই ভারত স্বর্গ ছিল। সামান্য সময়ই হয়েছে। ১২৫০ বছর সত্যযুগ ছিল আর ১২৫০ বছর রাম-রাজ্য ছিল। সেইসময় অগাধ সুখ ছিল। সেই সুখকে স্মরণ করে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। সত্যযুগ, ত্রেতা..... সে তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। সত্যযুগের আয়ু কত তাও কেউ জানে না। লক্ষ-লক্ষ বছর কীভাবে হতে পারে? এখন বাবা এসে বোঝান --- মায়া তোমাদের কত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন করে দিয়েছে। দুনিয়ায় কেউই নিজেদেরকে স্বল্পবুদ্ধির মনে করে না। তোমরা জানো যে, আমরা কাল পর্যন্ত স্বল্পবুদ্ধির ছিলাম। এখন বাবা আমাদের এত বুদ্ধি প্রদান করেছেন যে, আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছি। কাল পর্যন্ত জানতাম না, এখন জেনেছি। যত যত জানতে পারবে, ততই খুশীতে রোমাঞ্চিত হতে থাকবে। আমরা পুনরায় নিজেদের ঠিকানায় পৌঁছে যাই। অবশ্যই বাবা আমাদেরকে স্বর্গের রাজস্ব দিয়েছিলেন পরে আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। সত্যযুগকে পতিত বলবে না। ওটা হলোই পবিত্র দুনিয়া। মানুষ বলে, পতিত-পাবন এসো। রাবণ-রাজ্যে উচ্চ, পবিত্র কেউই হতে পারে না। সর্বোচ্চ পিতার বাচ্চা হলে তখন উচ্চ (পদের অধিকারী) হয়। বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনেছো, সেও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। সকালে উঠে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, অমৃতবেলায় সময় অত্যন্ত ভালো। সকালে অমৃতবেলায় বসে এসব চিন্তন করো। বাবা আমাদের পিতাও, আবার শিক্ষকও। ও গডফাদার, হে পরমপিতা পরমাত্মা তো বলেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যাঁকে স্মরণ করে -- হে ভগবান, এখন তাঁকে আমরা পেয়েছি। পুনরায় এখন আমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিষি। উনি হলেন লৌকিক পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তোমাদের লৌকিক পিতাও সেই অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। তাই তিনি হলেন পিতারও পিতা, পতিরও পতি। এও ভারতবাসীরাই বলে কারণ এখন আমি তাদের পিতারও পিতা, পতিরও পতি হয়ে যাই। এখন আমি তোমাদের পিতাও। তোমরা আমার সন্তান হয়েছো। বাবা-বাবা বলতে থাকো। এখন পুনরায় তোমাদের বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ শ্বশুড়বাড়ীতে নিয়ে যাই। এ হলো তোমাদের পিত্রালয়, পুনরায় শ্বশুড়গৃহে যাবে। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়। এখন তোমরা বাপেরবাড়ীতে রয়েছো, তাই না! তোমাদের পড়ানোও হয়। তোমরা জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হয়ে যাও। তোমরা এখানে এসেছোই বিশ্বের মালিক হতে। যখন সত্যযুগ ছিল তখন তোমরা ভারতবাসীরাই বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন তোমরা এমনভাবে বলবে না যে, আমরা বিশ্বের মালিক। তোমরা এখন জানো যে, ভারতের মালিকরা এখন কলিযুগীয়, আমরা হলাম সঙ্গমযুগীয়। পুনরায় আমরা সত্যযুগে বিশ্বের মালিক হবো। বাচ্চারা, এইকথা তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত। তোমরা জানো যে, বিশ্বের উত্তরাধিকার-প্রদানকারী এসেছেন। এখন সঙ্গমযুগে তিনি এসেছেন। জ্ঞানপ্রদানকারী তিনি হলেন অদ্বিতীয় পিতা। বাবা ব্যতীত কোনো মানুষকেই জ্ঞানদাতা বলা যাবে না কারণ বাবার কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি হয়ে যায়। তত্ত্ব-সহিত(প্রকৃতি) সকলের সঙ্গতি হয়ে যায়। মানুষের কাছে সঙ্গতির জ্ঞানই নেই।

এইসময় সমগ্র দুনিয়া তত্ত্ব-সহ তমোপ্রধান। এখানে যারা থাকে তারাও তমোপ্রধান। নতুন দুনিয়াই হলো সত্যযুগ। এখানে

যারা থাকতেন তারা দেবতা ছিলেন পুনরায় রাবণ বিজয় প্রাপ্ত করেছে। এখন পুনরায় বাবা এসেছেন। বাচ্চারা, তোমরা বলো যে, আমরা যাচ্ছি বাপদাদার কাছে। বাবা তোমাদেরকে দাদার দ্বারা বিশ্বের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা বিশ্বের উত্তরাধিকার দেবেন, আর কি দেবেন! বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে একথা আসা উচিত, তাই না! কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। খুশি চিরস্থায়ী হতে দেয় না। যারা ভালভাবে পড়বে আর পড়বে তারাই উচ্চপদ পাবে। গাওয়াও হয় যে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। তোমাদের কেবল একবারই ওঁনাকে মনে রাখা উচিত, তাই না! সকল আত্মাদের পিতা একজনই, তিনি সকল আত্মাদের পিতা, তিনি এসেছেন। কিন্তু সকলেই তো মিলিত হতে পারবে না। অসম্ভব। বাবা পড়াতে আসেন। তোমরাও সকলে হলে টিচার্স। বলাও তো হয় গীতা পাঠশালা, তাই না! এই শব্দটিও অতি কমন্। তারা বলে, কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছে। এখন এ তো কৃষ্ণের পাঠশালা নয়। কৃষ্ণের আত্মা পড়ছে। সত্যযুগে কি কেউ গীতা পাঠশালায় পড়ে বা পড়ায়? কৃষ্ণের জন্ম তো হয়ই সত্যযুগে, পুনরায় ৮৪ জন্ম নেয়। একজনের শরীরও মিলতে পারে না অন্যের সঙ্গে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে প্রত্যেক আত্মায় নিজের ৮৪ জন্মের পাট ভরা রয়েছে। এক সেকেন্ডও মেলে না অন্যের সঙ্গে। ৫ হাজার বছর তোমরা নিজ ভূমিকা পালন করো। এক সেকেন্ডের পাটও মিলতে পারে না অন্য সেকেন্ডের সঙ্গে। কত বুঝবার মতন বিষয়। এ তো ড্রামা, তাই না! পাট(ভূমিকা) রিপীট হতে পারে। এছাড়া বাকি ওইসব শাস্ত্র সবই ভক্তিমার্গের। আধাকল্প চলে ভক্তিমার্গ, পুনরায় আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। তোমরা জানো যে, ৫ হাজার বছর পূর্বে রাজ্য করতাম। সঙ্গতিতে(সুখে) ছিলাম। দুঃখ নামের কোনো চিহ্নই ছিল না। এখন তো দুঃখই-দুঃখ। একে দুঃখধাম বলা হয়। শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধাম। আমি এসে ভারতবাসীদেরই সুখধামের পথ বলে দিই। পুনরায় প্রতি কল্পেই আমাকে আসতে হয়। অনেকবার এসেছি, আসতেই থাকবো। এর কোনো শেষ হতে পারে না। তোমরা যখন পরিক্রমা করে দুঃখধামে আসো তখন আমাকেও আসতে হয়। এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্রের স্মৃতি এসেছে। বাবাকে রচয়িতা বলা হয়। এমন নয় যে, ড্রামার কোনো রচয়িতা আছে। রচয়িতা অর্থাৎ এইসময় এসে সত্যযুগের রচনা করেন। সত্যযুগে যাদের রাজ্য ছিল পরে তা হারিয়ে ফেলেছে, তাদেরকেই বসে পড়াই। বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করি। তোমরা হলে আমার সন্তান, তাই না! তোমাদের কোনো সাধু-সন্তাদি পড়ায় না। যিনি পড়ান তিনি হলেন তোমাদের একমাত্র পিতা, যাঁকে সকলেই স্মরণ করে। তাহলে অবশ্যই পতিত-পাবন পিতা আসেন। খ্রাইস্টের উদ্দেশ্যে একথা বলতে পারবে না যে, পুনরায় এসো। তারা মনে করে, বিলীন হয়ে গেছে। পুনরায় আসার কোনো কথাই নেই। তবুও পতিত-পাবনকে স্মরণ করে। পুনরায় আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের উত্তরাধিকার প্রদান করো। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে -- বাবা এসেছেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করবেন। তারা যদিও নিজেদের সময়ানুসারে রজঃ, তমঃ-তেই আসবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা মাস্টার নলেজফুল হই।

বাচ্চারা, একমাত্র পিতাই আছেন যিনি তোমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। স্বয়ং হন না তাই ওঁনাকে বলা হয় নিষ্কাম সেবাধারী। মানুষ বলে যে, আমরা ফলের আশা করি না, আমরা নিষ্কাম সেবা করি। কিন্তু এমন হয় না। যেমন সংস্কার নিয়ে আসে সেই অনুসারে জন্ম হয়। কর্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নিয়ে পুনরায় সংস্কার অনুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মে চলে যায়। যেমন বাবা সৈন্যদের উদাহরণ দেয়। তারা বলে -- গীতায় লিখিত রয়েছে যে, যার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হবে সে স্বর্গে যাবে, কিন্তু স্বর্গে যাওয়ারও তো সময় চাই, তাই না! স্বর্গকে (আয়ু) তো লক্ষ-লক্ষ বছরের বলে দেয়। এখন তোমরা জানো যে বাবা কি বোঝান, আর গীতায় কি লিখিত রয়েছে। কথিত আছে যে -- ভগবানুবাচ, আমি সর্বব্যাপী। বাবা বলেন -- কি করে আমি নিজেকে এমনভাবে গালি দেবো যে আমি সর্বব্যাপী, কুকুর-বিড়াল সবেরই বর্তমান। আমাকে তোমরা জ্ঞানসাগর বলা। তাহলে আমি নিজেকে এমন কথা কিভাবে বলবো? কত মিথ্যা। জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। সন্ন্যাসীদের কত সম্মান কারণ তারা পবিত্র। সত্যযুগে কেউ গুরু হয় না। এখানে স্ত্রী-কেও বলা হয় যে, তোমার স্বামী তোমার গুরু, ঈশ্বর, দ্বিতীয় কোনো গুরু করো না। সেও তো তখন বোঝানো হতো যখন ভক্তিও সতোগ্রহান ছিল। সত্যযুগে গুরু ছিল না। ভক্তির শুরুতেও গুরু-প্রথা ছিল না। স্বামীই ছিল সব। গুরু করা হতো না। এইসমস্ত কথা এখন তোমরা বুঝেছো।

অনেক মানুষ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের নাম শুনে ভয় পেয়ে যায় কারণ তারা মনে করে যে, এরা ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। আরে! প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়া তো ভাল, তাই না! বি.কে.-রাই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এখন তোমরা তা নিচ্ছে। তোমরা বি.কে. হয়েছো। উভয়ই বলে আমরা ভাই-বোন। শরীর-বোধ, বিকারের গন্ধ দূর হয়ে যায়। আমরা এক পিতার সন্তান ভাই-বোন তাহলে কি করে বিকারে যেতে পারি। এ হলো মহাপাপ। পবিত্র থাকার এই যুক্তি ড্রামায় রয়েছে। সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তিমার্গ। তোমরা হলে প্রবৃত্তিমার্গীয়। এখন তোমাদের এই পতিত(ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ার রীতি-রেওয়াজকে পরিত্যাগ করে এই দুনিয়াকেই ভুলে যেতে হবে। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে পুনরায় রাবণ কত

অপবিত্র করে দিয়েছে। এও বাবা বুঝিয়েছেন, কেউ-কেউ বলে আমরা কিভাবে মানবো যে আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এ তো আমরা ভালকথা বলি, তাই না! ৮৪ জন্ম না নিলে (বুদ্ধিতে) বসবে না। বোঝা যায় যে, এরা দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। স্বর্গে আসতে পারবে না। প্রজাতেও কম পদ লাভ করবে। প্রজাতেও ভাল পদ, কম পদ রয়েছে, তাই না! একথা কোনো শাস্ত্রে নেই। ভগবান এসে রাজ্য স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তো বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন। স্থাপনা করেন বাবা। বাবা গীতা শুনিয়েছেন যার দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছো পুনরায় পড়া আর পড়ানোর প্রয়োজনই নেই। তোমরা পড়াশোনা করে পদ প্রাপ্ত করে নাও। পুনরায় গীতার জ্ঞান কি পড়বে, না পড়বে না। গীতার দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত করা হয়ে গেছে, যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। যতটা পুরুষার্থ কল্প-পূর্বে করেছিল ততটা করতেই থাকে। সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। টিচারদেরকেও দেখতে হবে যারা আমাদের পড়িয়েছেন, আমাদের ওনাদের থেকেও হিশিয়ার হতে হবে। ব্যবধান অনেক বেশী। উচ্চতম হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। মূলকথা হলো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো বোঝার মতন বিষয়, তাই না! গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে সকলেই পতিত, এখানে দুঃখই-দুঃখ। সুখের রাজ্য কখন ছিল তা কেউই জানে না। দুঃখে বলে -- হে ভগবান, হে রাম দুঃখ কেন দিয়েছো? ঈশ্বর তো কাউকে দুঃখ দেয় না। দুঃখ দেয় রাবণ। এখন তোমরা জেনেছো যে, আমাদের রাজ্যে আর কোন ধর্ম থাকবে না। পরে অন্যান্য ধর্ম আসবে। অবশ্যই তোমরা যেখানেই যাও, তোমাদের অধ্যয়ন তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমরা 'মন্মানাভব'-র লক্ষ্য পেয়েছো, বাবাকে স্মরণ করো। বাবার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এও কি স্মরণ করতে পারো না। এই স্মরণও পাকা হওয়া উচিত। তাহলে অন্তিমসময়ের মতি বা স্মরণের মাধ্যমে তেমনই গতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকাল-সকাল অমৃতবেলায় উঠে স্মরণ করতে হবে -- বাবা আমাদের পিতাও, টিচারও, এখন বাবা এসেছেন আমাদের জ্ঞান-রত্ন দ্বারা শূঙ্গার করতে। তিনি হলেন পিতারও পিতা, পতিরও পতি -- এভাবে স্মরণ করে অপার খুশির অনুভব করতে হবে।

২) প্রত্যেকের পুরুষার্থকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, উচ্চপদের মার্জিন (পাওয়ার সুযোগ) রয়েছে, তাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে।

বরদান:- সঙ্গমযুগে প্রত্যক্ষফল দ্বারা শক্তিশালী হওয়া সदा সমর্থ আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- সঙ্গমযুগে যে আত্মারা অসীম জগতের সেবায় নিমিত্ত হয়, তাদের নিমিত্ত হওয়ার প্রত্যক্ষফল শক্তিরূপে প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যক্ষফলই শ্রেষ্ঠ যুগের ফল। এমন ফল খাওয়া অর্থাৎ ফল প্রাপ্ত করা শক্তিশালী আত্মারা যেকোনো পরিস্থিতির উপর সহজেই বিজয়প্রাপ্ত করে নেয়। তারা সমর্থ (শক্তিশালী) বাবার সঙ্গে হওয়ার কারণে ব্যর্থ থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়। বিষধর সর্প-সম পরিস্থিতিতেও তাদের জয় হয় তাই স্মৃতি-চিহ্নরূপে দেখানো হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাপের মাথায় নৃত্য করছে।

স্লোগান:- পাস উইথ অনার হয়ে বিগতকে(পাস্ট) গত(পাস) করে দাও, তাহলে সदा বাবার নিকটে থাকবে।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন শান্তিধাম আর সুখধামে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় ধামে বসে আছো, এ হলো সৎসঙ্গ, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে।"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকেও উঁচু, নীচ নয় -- তা কিভাবে ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি এই বিশ্বের মালিক হই না, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই, সেইসঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বানাই । বাচ্চারা, আমি উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদের নমস্কার জানাই, যে বাবা তোমাদের এমন বানান, তোমরাও তাঁকে নমস্কার করো ।

*ওম্ শান্তি । * মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানদের নমস্কার । তোমরা উত্তর করো না কিন্তু বলো -- বাবা নমস্কার, কেননা বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বানান, তেমনই এই বিশ্বের মালিকও বানান । বাবা তো কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হন, এই বিশ্বের মালিক হন না । তিনি বাচ্চাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্ব এই দুইয়েরই মালিক বানান, তাহলে বলো - কে বড় হলো ? বাচ্চারাই তো বড় হলো, তাই তিনি বাচ্চাদের নমস্কার করেন । বাবা, তুমিই আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বের মালিক বানান, তাই তোমাকেও নমস্কার । মুসলমানরাও সালেহম সেলাম, সেলাম মলেহম বলে থাকে, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের এই হলো খুশী । যার নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) ছাড়া কেউই তো এখানে আসতে পারে না । এখানে যে আসে, সে জানে যে, আমি কোনো মনুষ্য গুরুর কাছে যাচ্ছি না । আমরা মনুষ্য বাবার কাছে, মনুষ্য টিচারের কাছে বা মনুষ্য গুরুর কাছে যাই না । তোমরা আসো আধ্যাত্মিক বাবা, আধ্যাত্মিক টিচার, আধ্যাত্মিক সদগুরুর কাছে । ওই মনুষ্য তো অনেকই আছে । এ হলো একই । এই পরিচয় কেউই জানতো না । ভক্তিমার্গের শাস্ত্রেও আছে যে, রচয়িতা আর রচনাকে কেউই জানে না । আর এই না জানার কারণে তাদের অনাথ বলা হয় । যে খুব ভালোভাবে লেখাপড়া করে, সেই বুঝতে পারে যে, আমাদের সকল আত্মার এক বাবা হলেন নিরাকার । তিনি এসেই একাধারে বাবা, টিচার এবং সদগুরু হন । গীতাতে কৃষ্ণের নামের মহিমা করা হয়েছে । গীতা হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি, সর্বোত্তম । গীতাকেই মাতা - পিতা বলা হয়, আর যা শাস্ত্র আছে, তাকে মাতা - পিতা বলা হবে না । শ্রীমদ্ভগবদগীতা যে মাতা, এমন মহিমা আছে । ভগবানের মুখ কমল থেকে নিঃসৃত এই গীতার জ্ঞান । বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাহলে অবশ্যই সর্বোচ্চ মহিমা যে গীতার, সেই হলো রচয়িতা । বাকি সব শাস্ত্র হলো এর পাতা অর্থাৎ রচনা । রচনা থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । যদিও পাওয়া যায়, তাও অল্পকালের জন্য । বাকি যে সব শাস্ত্র আছে, তা পাঠ করলে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়, তাও এক জন্মের জন্য । যা মানুষই মানুষকে পড়ায় । সমস্ত প্রকারের যে সব পড়া আছে, তা অল্পকালের জন্য মানুষই মানুষকে পড়ায় । অল্পকালের সুখ পায় তারপর অন্য জন্মে অন্য পড়া পড়তে হয় । এখানে তো এক নিরাকারী বাবাই আছেন, যিনি ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । কোনো মানুষ তো এমন দিতে পারে না । ওরা তো কপর্দকশূন্য বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের পাউন্ড তৈরী করেন । বাবা এখন বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । তোমার সকলেই তো ঈশ্বরের সন্তান, তাই না । সর্বব্যাপী বলাতে অর্থ কিছুই বুঝতে পারে নি । সবারমধ্যে যদি পরমাত্মা থাকে তাহলে সবাই তো বাবা হয়ে গেলো । বাবাই বাবা, তাহলে উত্তরাধিকার কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? কার দুঃখ কে হরণ করবে ? বাবাকেই দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা বলা হয় । বাবাই বাবা, এর তো কোনো অর্থই হয় না । বাবা বসে বোঝান - এ হলো রাবণ রাজ্য । এও এই নাটকেই নিহিত আছে তাই চিত্রতেও পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে ।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাতে এসেছেন । যেমন ব্যরিস্টারী, ডাক্তারী আদি পড়ে, যাতে পদ পায় । মনে এই পড়াতে আমরা অমুক হবো । এখানে তোমার সৎসঙ্গ বসে আছো, যাঁর জন্য তোমরা সুখধামে যাও । সৎ ধামও দুটি আছে -- এক সুখধাম, দ্বিতীয় হলো শান্তিধাম । এ হলো ঈশ্বরের ধাম । বাবা তো রচয়িতা, তাই না । যারা বাবার কাছে বুঝে সতর্ক হয়ে যায় -- তাদের কর্তব্য হলো সেবা করা । বাবা বলবেন - তোমার এখন বুঝে সাবধান হয়েছে, তাহলে শিবের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও, তাদের বলো, তোমার ঐর উপর ফল, ফুল, মাখন, ঘি, আকন্দ ফুল, গোলাপ ফুল এমন ভিন্ন - ভিন্ন কেন নিবেদন করো ? কৃষ্ণের মন্দিরে আকন্দের ফুল নিবেদন করা হয় না । তাঁকে খুব সুন্দর সুগন্ধিত ফুল নিবেদন করা হয় । শিবকে আকন্দের ফুল আবার গোলাপ ফুলও নিবেদন করা হয় । এর অর্থ তো কেউই জানে না । এই সময় বাচ্চারা, তোমাদের বাবা পড়ান, কোনো

মানুষ পড়ান না। আর সম্পূর্ণ দুনিয়ায় মানুষ মানুষকে পড়ায়। তোমাদের ভগবান পড়ান। কোনো মানুষকে কখনোই ভগবান বলা হয় না। লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ভগবান নয়, তাঁদের দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও দেবতা বলা হবে ভগবান হলেন এক বাবা, তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা। সবাই বলেও থাকে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব, আর বাম্ভারা, তোমরা হলে শালগ্রাম। পণ্ডিতরা যখন রুদ্র যন্তোর রচনা করেন, তখন শিবের অনেক বড় লিঙ্গ বানানো হয়, আর ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানানো হয়। আত্মাদের শালগ্রাম বলা হয়। পরমাত্মাকে শিব বলা হয়। তিনিই হলেন সকলের বাবা, আমরা সকলেই হলাম ভাই - ভাই, বলাও হয় ব্রাদারহুড। বাবার সন্তান আমরা হলাম ভাই - ভাই। তাহলে ভাই - বোন কিভাবে হলাম? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা প্রজার রচনা করা হয়। তারা হলো ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মাণী। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই আমাদের বি.কে বলা হয়। আত্মা, ব্রহ্মাকে কে জন্ম দিয়েছে? ভগবান। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর --- এ সবই হলো সৃষ্টি। সূক্ষ্মবতনেরও রচনা হয়েছে। ব্রহ্মা মুখ কমল থেকে তোমার বাম্ভারা তৈরী হয়েছে। তোমাদের ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী বলা হয়। তোমার ব্রহ্মার দওক সন্তান ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কিভাবে সন্তানের জন্ম দেবেন? অবশ্যই তিনি দওক নেবেন। গুরুরা যেমন অনুসরণকারীদের দওক নেন, তাদের বলা হবে শিষ্য। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা হয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হয় গ্রেট - গ্রেট - গ্রেট ফাদার। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানেই চাই, তাই না। সূক্ষ্মবতনেও ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর এই নামের মহিমা করা হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বতনে তো প্রজা থাকেই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কে, এসব বাবা বসেই বোঝান। ওই ব্রাহ্মণরাও নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে পরিচয় দেন। ব্রহ্মা এখন কোথায় আছে? তোমরা বলবে এখানে বসে আছে, ওরা বলবে, এ অনেক আগে হয়ে গেছে। ওরা তো নিজেদের পূজারী ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। তোমরা তো এখন প্রত্যক্ষ ভাবে আছো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হয়ে গেছো। ব্রহ্মাকে শিববাবা দওক নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি এই বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের রাজযোগ শেখাই। মানুষকে দেবতা তৈরী করা, এ কোনো মানুষের কাজ নয়। বাবাকেই রচয়িতা বলা হয়। ভারতবাসী এও জানে যে, শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব হলেন আমাদের বাবা। মানুষ এও জানে না যে, দেবী - দেবতাদের এই রাজ্য কে দিয়েছিলেন? স্বর্গের রচয়িতা হলেনই পরমাত্মা, যাঁকে পতিত - পাবন বলা হয়। আত্মা মূল স্বরূপে পবিত্র হয়, তারপর সতো, রজঃ এবং তমোতে আসে। এইসময় কলিযুগে সকলেই তমোপ্রধান, সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলো। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো। ২৫০০ বছর দেবতাদের রাজত্বকাল চলেছিলো। তাঁদের সন্তানরাও রাজত্ব করেছিলো। লক্ষ্মী - নারায়ণ দি ফার্স্ট, দি সেকেন্ড, এমনভাবে চলতে থাকে। মানুষ এইসব বিষয়ে কিছুই জানে না। এই সময় হলো সকলেই তমোপ্রধান এবং পতিত। এখানে একজন মানুষও পবিত্র থাকতে পারে না। সকলেই ডাকতে থাকে, হে পতিত পাবন, এসো। তাহলে এ তো পতিত দুনিয়াই হলো তাই না। একেই কলিযুগ বা নরক বলা হয়। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, পাবন দুনিয়া বলা হয়। এরপরে আবার কি করে পতিত হয়, এ কেউই জানে না। ভারতে এমন একজনও মানুষ নেই, যে নিজের ৮৪ জন্মকে জানে। মানুষ সবথেকে বেশী ৮৪ জন্ম নেয় আর সবথেকে কম এক জন্ম।

ভারতকে অবিনাশী খণ্ড মানা হয়, কেননা এখানেই শিববাবার অবতরণ হয় ভারত খণ্ডের কখনোই বিনাশ সম্ভব নয়। বাকি যা অনেক খণ্ড আছে, তার বিনাশ হয়ে যাবে। এই সময় আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। কেউই এখন নিজেদের দেবতা বলে না, কেননা দেবতারা ছিলেন সতোপ্রধান, পাবন। এখন তো সকলেই পতিত এবং পূজারী হয়ে গেছে। এও বাবাই বসে বোঝান। ভগবান উবাচঃ, তাই না! ভগবান হলেন সকলের বাবা, তিনি একই বার এই ভারতে আসেন। তিনি কবে আসেন? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। এই সঙ্গম যুগকেই পুরুষোত্তম বলা হয়। এই সঙ্গম যুগ হলো কলিযুগ থেকে সত্যযুগ আর পতিত থেকে পাবন হওয়ার যুগ। কলিযুগে থাকে পতিত মানুষ, সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতা, তাই এই যুগকে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে পতিত থেকে পাবন করেন। তোমরা এখানে এসেছো মানুষ থেকে পুরুষোত্তম দেবতা হতে। মানুষ তো একথাও জানে না যে, আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি। সেখান থেকেই অভিনয় করতে আসি। এই নাটকের আয়ু হলো পাঁচ হাজার বছর। আমরা এই অসীম জগতের নাটকে অভিনয় করি। এখানে সব মানুষই অভিনেতা। এই নাটকের চক্র ঘুরতেই থাকে। কখনোই তা বন্ধ হয় না। এই নাটকে প্রথমে দিকে সত্যযুগে অভিনয় করতে আসে দেবী - দেবতা। তারপর ত্রেতাতে আসে ক্ষত্রিয়। এই নাটকেও তো জানা চাই, তাই না। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। এখানে সব মানুষই দুঃখী। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে। কলিযুগে তো অনেক মানুষ, সত্যযুগে কতো মানুষ থাকবে? খুবই অল্প। আদি সনাতন সূর্যবংশী দেবী দেবতাই থাকবে। এই পুরানো দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হতে হবে। মানুষ সৃষ্টি থেকে আবার দেবতাদের সৃষ্টি হবে। ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতাদের ধর্ম ছিলো কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলো না। তোমরা নিজের ধর্মই ভুলে গেছো। এ কেবল ভারতবাসীই, যারা নিজের ধর্ম ভুলে গেছে, হিন্দুস্থানে থাকার কারণে নিজেদের হিন্দু বলে দেয়। দেবতারা পবিত্র ছিলো,

এরা হলো পতিত, তাই নিজেদের দেবতা বলতে পারে না । তারা দেবতাদের পূজা করতে থাকে । নিজেদের পাপী - নীচ বলে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার তোমরাই পূজারী পতিত হয়েছো । 'আমিই সেই' এই অর্থও তিনি বুঝিয়েছেন । ওরা তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা । এ হলো মিথ্যা মায়া --- সত্যযুগে এমন বলবে না । বাবা সত্যখণ্ডের স্থাপনা করেন, রাবণ করে মিথ্যা খণ্ডের স্থাপনা । আত্মা কি -- আর পরমাত্মা কি --এও বাবা এসেই বোঝান । এও কেউই জানে না । বাবা বলেন, তুমি আত্মা বিন্দু, তোমাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট লিপিবদ্ধ হয়ে আছে । আমি আত্মা কেমন -- এ কেউই জানে না । আমি ব্যরিস্টার, আমি অমুক -- এ কথা জানে, বাকি আত্মাকে একজনও মানে না । বাবা এসেই পরিচয় দেন । তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট অবিনাশী ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, যা কখনোই বিনাশ হতে পারে না । এই ভারত ছিলো ফুলের বাগিচা । সুখই সুখ ছিলো তখন, এখন দুঃখই দুঃখ । বাবা এই জ্ঞান দেন ।

বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে এখন নতুন নতুন কথা শোনো । সবথেকে নতুন কথা হলো -- তোমাদের এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । তোমরা জানো যে, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া কোনো মানুষ পড়ায় না, ভগবান পড়ান । সেই ভগবানকে সর্বব্যাপী বলা - এ তো গালি দেওয়া হয়ে গেলো । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এসে এই ভারতকে স্বর্গ বানাই । রাবণ বানায় নরক । এই কথা দুনিয়ার আর কেউই জানে না । বাবা এসেই তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানায় । এমন কথাও আছে যে -- "দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা কাপড় পরিস্কার করে....." (মৃত পলিথিন কাপড়ে ধোয়ে) । ওখানে বিকার থাকে না । সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । এখন হলো বিকারী দুনিয়া । মানুষ ডাকেও - হে পতিত পাবন, এসো । রাবণ আমাদের পতিত বানিয়েছে, কিন্তু জানেই না যে রাবণ কবে এসেছে, কি হয়েছিলো । রাবণ কতো কাঙ্গাল করে দিয়েছে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত কতো বিত্তবান ছিলো । সেখানে সোনা - হীরে - জহরতের মহল ছিলো । সেখানে কতো ধন - সম্পদ ছিলো । এখন এখানকার পরিস্থিতি কি ! তাই বাবা ব্যতীত আর কেউই মুকুটধারী বানাতে পারে না । তোমরা এখন বলো -- শিববাবা ভারতকে হেভেন বানায় । বাবা এখন বলছেন - মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমরা হলে বানপ্রস্থী । এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো, তাহলেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, স্বয়ং ভগবান আমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠ পড়াচ্ছেন, এই নেশা এবং খুশীতে থাকতে হবে । পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, মৃত্যু সামনে উপস্থিত, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে --- তাই বাবার স্মরণে সমস্ত পাপকে ভস্ম করতে হবে ।

বরদান:- আমি আত্মিক যাত্রী -- এই স্মৃতিতে সদা উর্ধ্ব, সব কিছু থেকে পৃথক এবং নির্মোহী ভব*
আত্মিক যাত্রী সদা স্মরণের যাত্রায় এগিয়ে যেতে থাকে, এই যাত্রা সর্বদাই হলো সুখদায়ী । যে এই আত্মিক যাত্রায় তৎপর থাকে, তার অন্য কোনো যাত্রা করার আবশ্যিকতা নেই । এই যাত্রাতেই সমস্ত যাত্রা অন্তর্লীন হয়ে আছে । এই যাত্রায় মন এবং শরীরের বিভ্রান্তি বা এদিক - ওদিক ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যায় । তাই সর্বদা যেন এই স্মৃতি থাকে যে, আমি আত্মিক যাত্রী, যাত্রীর কারোর প্রতিই কোনো মোহ থাকে না । সে সহজেই উর্ধ্ব, পৃথক বা নির্মোহী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করে ।

স্লোগান:- সদা বাঃ বাবা, বাঃ ভাগ্য, বাঃ মিষ্টি পরিবার --- এই গানই গাইতে থাকো ।*

"মৰমৰ সন্তানসকল – পেছাগত কাম-কাজ কৰিও সদায় নিজৰ গৰ্ভালী ষ্টুডেন্ট লাইফ (ঈশ্বৰীয় বিদ্যার্থী জীৱন) আৰু ষ্টাডী (পঢ়া) স্মৃতিত ৰাখিবা, স্বয়ং ভগৱানে আমাক পঢ়ায় এইটো নিচাত থাকিবা"

প্ৰশ্ন: যিসকল সন্তানে জ্ঞান অমৃত হজম কৰিব জানে, তেওঁলোকৰ লক্ষণ কি হ'ব?

উত্তৰ: তেওঁলোকৰ সদায় আত্মিক নিচা বাঢ়ি থাকিব আৰু সেই নিচাৰ আধাৰত সকলোৰে কল্যাণ কৰি থাকিব। কল্যাণ কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো কথা ক'বলৈও তেওঁলোকৰ ভাল নালাগিব। কাঁইটক ফুল কৰি তোলাৰ সেৱাতে বিজী (ব্যস্ত) হৈ থাকিব।

ওঁম শান্তি। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল ইয়াত বহি আছা আৰু এয়াও জানা যে এতিয়া আমি পাৰ্টধাৰী (ভূমিকা পালন কৰোঁতা) হওঁ। ৪৪ জন্মৰ চক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এয়া তোমালোক সন্তানসকলৰ স্মৃতিলৈ অহা উচিত। এইটো জানা যে বাবাৰ আগমন হৈছে, আমাক পুনৰ ৰাজ্য প্ৰাপ্ত কৰাবলৈ বা তমোপ্ৰধানৰ পৰা সতোপ্ৰধান কৰি তুলিবলৈ। এই কথাবোৰ পিতাৰ বাহিৰে আন কোনেও নুবুজায়। তোমালোক যেতিয়া ইয়াত বহা তেতিয়া তোমালোক যেন স্কুলত বহা। বাহিৰত থাকিলে স্কুলত নাথাকা। তোমালোকে জানা যে এয়া হৈছে উচ্চতকৈও উচ্চ আত্মিক স্কুল। আত্মিক পিতাই বহি পঢ়ায়। সন্তানসকলৰ পঢ়াতো স্মৃতিত অহা উচিত নহয় জানো। এৱোঁ (ব্ৰহ্মা) সন্তান হয়। এওঁক অথবা সকলোকে শিকাওঁতাজন হৈছে সেই পিতা। সকলো মনুষ্য মাত্ৰ আত্মাৰ পিতা তেওঁ হয়। তেওঁ আহি শৰীৰ লোণত লৈ তোমালোকক বুজাই আছে। নিতৌ বুজায়, ইয়াত যেতিয়া বহা তেতিয়া বুদ্ধিত স্মৃতি থকা উচিত যে আমি ৪৪ জন্ম ল'লোঁ। আমি বিশ্বৰ মালিক আছিলোঁ, দেৱী-দেৱতা আছিলোঁ আকৌ পুনৰ্জন্ম লৈ লৈ একেবাৰে তলত আহি পালোঁ। ভাৰত কিমান চালভেণ্ট (ধনৱান) আছিল। গোটেই স্মৃতি আহিছে। ভাৰতৰে কাহিনী, লগতে নিজৰো। নিজক আকৌ পাহৰি নাযাবা। আমি স্বৰ্গত ৰাজত্ব কৰিছিলোঁ আকৌ আমি ৪৪ জন্ম ল'বলগীয়া হয়। এয়া গোটেই দিন স্মৃতিত আনিব লাগে। ধান্দা (পেছাগত কাম-কাজ) আদি কৰিও ষ্টাডীতো স্মৃতিত অহা উচিত নহয় জানো। কেনেকৈ আমি বিশ্বৰ মালিক আছিলোঁ আকৌ আমি তললৈ অৱনমিত হৈ আহিলোঁ, বহুত সহজ কিন্তু এইটো স্মৃতিও কিছুমানৰ নাথাকে। আত্মা পবিত্ৰ নোহোৱা বাবে স্মৃতি পিচলি যায় (স্থায়ী হৈ নাথাকে)। আমাক ভগৱানে পঢ়ায় এইটো স্মৃতি পিচলি যায়। আমি বাবাৰ ষ্টুডেন্ট (বিদ্যার্থী)। বাবাই কৈ থাকে – স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থাকিবা। পিতাই আমাক পঢ়াই এয়া (লক্ষ্মী-নাৰায়ণ) কৰি গঢ়ি আছে। গোটেই দিন যাতে এইটো স্মৃতি আহি থাকে। পিতাইহে সোঁৱৰাই দিয়ে, এইখনেই ভাৰত আছিল নহয় জানো। আমিহেই দেৱী-দেৱতা আছিলোঁ, এতিয়া অসুৰ হৈছোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকৰো বুদ্ধি আসুৰিক আছিল। এতিয়া পিতাই ঈশ্বৰীয় বুদ্ধি দিছে। কিন্তু তথাপিও কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বুদ্ধিত ধাৰণ নহয়। পাহৰি যায়। পিতাই কিমান নিচা বঢ়ায়। তোমালোক পুনৰাই দেৱতা হোৱা গতিকে সেইটো নিচা থকা উচিত নহয় জানো। আমি নিজৰ ৰাজ্য লৈ আছোঁ। আমি নিজৰ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিম, কিছুমানৰতো একেবাৰে নিচা নাবাঢ়ে। জ্ঞান অমৃত হজমেই নহয়। যাৰ নিচা বাঢ়ি থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ কল্যাণ কৰাৰ বাহিৰে অন্য কোনো কথা ক'বলৈও ভাল নালাগিব। ফুল কৰি গঢ়ি তোলাৰ সেৱাতে লাগি থাকিব। আমি প্ৰথমতে ফুল আছিলোঁ আকৌ মায়াই কাঁইট কৰি দিলে। এতিয়া পুনৰ ফুল হওঁ। এনেকুৱা কথাবোৰ নিজৰ লগত পতা উচিত। এইটো নিচাত থাকি তোমালোকে কাৰোবাক বুজালে তৎক্ষণাত্ৰ তীব্ৰ (কাঁড়) লাগিব (জ্ঞান বুজি পাব)। ভাৰত গাৰ্ডেন অফ আল্লা (আল্লাৰ ফুলৰ বাগিচা) আছিল। এতিয়া পতিত হৈ গৈছে। আমিহেই গোটেই বিশ্বৰ মালিক আছিলোঁ, কিমান ডাঙৰ কথা! এতিয়া পুনৰ আমি কি হৈ গ'লোঁ! কিমান অৱনমিত হৈ গ'লোঁ! এয়া হৈছে আমাৰ অৱৰোধ আৰু আৰোধৰ নাটক। এই কাহিনী পিতাই বহি শুনায়। সেয়া হ'ল মিছা, এয়া সঁচা। তেওঁলোকে সত্য নাৰায়ণৰ কথা শুনায়, এইটো জানো বুজি পায় যে আমি কেনেকৈ উঠিলোঁ পুনৰ কেনেকৈ তললৈ নামিলোঁ। এয়া পিতাই সঁচা সত্য নাৰায়ণৰ কথা শুনাইছে। ৰাজ্য কেনেকৈ হেৰুৱালোঁ, এয়া সকলো নিজৰ ওপৰত। আত্মাই এতিয়া জানিছে যে আমি কেনেকৈ এতিয়া পিতাৰ পৰা ৰাজ্য-ভাগ্য লৈ আছোঁ। পিতাই ইয়াত সুধিলে তেতিয়া কয় – হয়, নিচা আছে আকৌ বাহিৰলৈ গ'লে অলপো নিচা নাথাকে। সন্তানসকলে নিজেই বুজি পায়, যদিও হাত উঠায় কিন্তু চলন এনেকুৱা যে নিচা থাকিব নোৱাৰে। ফিলিং (অনুভূতি)তো হয় নহয় জানো।

পিতাই সন্তানসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে – সন্তানসকল, তোমালোকক মই ৰাজ্য দিছিলোঁ আকৌ তোমালোকে হেৰুৱাই পেলালা। তোমালোক তললৈ অৱনমিত হৈ আহিছা কিয়নো এইখন হৈছে আৰোধ আৰু অৱৰোধৰ নাটক। আজি ৰজা, কাইলৈ

তেওঁক পদচ্যুত কৰি দিয়ে। বাতৰিকাকতত এনেকুৱা বহুত খবৰ ওলায়, যদি তোমালোকে তেওঁলোকক ৰেচপণ্ড কৰা (সঁহাৰি জনোৱা) তেতিয়া কিছু বুজিব। এয়া নাটক হয়, এইটো স্মৃতিত থাকিলে তেতিয়াও সদায় আনন্দিত হৈ থাকিব। বুদ্ধিত আছে নহয় – আজিৰ পৰা 5000 বছৰ আগতে শিৱবাবা আহিছিল, আহি ৰাজযোগ শিকাইছিল। যুদ্ধ লাগিছিল। পিতাই এতিয়া এই সকলোবোৰ ৰাইট (শুদ্ধ) কথা শুনায। এয়া হ'ল পুৰুষোত্তম যুগ। কলিযুগৰ পাচত এই পুৰুষোত্তম যুগ আহে। কলিযুগক পুৰুষোত্তম যুগ বুলি কোৱা নহয়। সত্যযুগকো কোৱা নহয়। আসুৰী সম্প্ৰদায় আৰু দৈৱী সম্প্ৰদায় বুলি কয়, তাৰ মাজৰ এয়া হৈছে সংগমযুগ, যেতিয়া পুৰণি সৃষ্টিৰ পৰা নতুন সৃষ্টি হয়। নতুনৰ পৰা পুৰণি হ'বলৈ গোটেই চক্ৰ লাগি যায়। এতিয়া হ'ল সংগমযুগ। সত্যযুগত দেৱী-দেৱতাৰ ৰাজ্য আছিল। এতিয়া সেয়া নাই। বাকী অনেক ধৰ্ম আহি গৈছে। এইটো তোমালোকৰ বুদ্ধিত থাকে। বহুত আছে যিয়ে 6-8 মাহ, 12 মাহ পঢ়ি পুনৰ বাগৰি পৰে। ফেইল (অকৃতকাৰ্য) হৈ যায়। যদিও পবিত্ৰ হয় কিন্তু নপঢ়ে সেইবাবে আৱদ্ধ হৈ যায়। কেৱল পবিত্ৰতাও কামত নাহে। এনেকুৱা বহুত সন্ন্যাসীও আছে, তেওঁলোকে সন্ন্যাস ধৰ্ম এৰি গৈ গৃহস্থী হৈ যায়, বিয়া আদি কৰাই লয়। গতিকে এতিয়া পিতাই সন্তানসকলক বুজায় – তোমালোক স্কুলত বহি আছা। এইটো স্মৃতিত আছে যে আমি নিজৰ ৰাজ্য কেনেকৈ হেৰুৱালোঁ, কিমান জন্ম ল'লোঁ। এতিয়া পুনৰ পিতাই কয় – বিশ্বৰ মালিক হোৱা। পবিত্ৰ নিশ্চয় হ'ব লাগে। যিমান বেছি স্মৰণ কৰিবা সিমানে পবিত্ৰ হৈ যাবা কিয়নো সোণত খাদ পৰে, সেয়া আঁতৰিব কেনেকৈ? তোমালোক সন্তানসকলৰ বুদ্ধিত আছে – আমি আত্মাসকল সত্যপ্ৰধান আছিলোঁ, 24 কেৰেট আছিলোঁ আকৌ অৱনতি হৈ হৈ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। আমি কি হৈ গ'লোঁ! পিতাইতো এনেকৈ নকয় যে মই কি আছিলোঁ। তোমালোক মনুষ্যইহে কোৱা – আমি দেৱতা আছিলোঁ। ভাৰতৰ মহিমাতো আছে নহয় জানো। ভাৰতত কোন আছে, কি জ্ঞান দিয়ে, এয়া কোনেও নাজানে। এয়াতো জনা উচিত নহয় জানো যে লিবাৰেটৰ (মুক্তিদাতা) কেতিয়া আহে। ভাৰতক প্ৰাচীন বুলি গায়ন কৰা হয় তেন্তে নিশ্চয় ভাৰততে ৰিইনকাৰনেচন (পুনৰ অৱতৰিত) হয় অথবা জয়ন্তীও ভাৰততে পালন কৰে। নিশ্চয় ফাদাৰ (পিতা) ইয়ালৈ আহে। ভাগীৰথ বুলিও কয়। তেন্তে মনুষ্যৰ শৰীৰত আহিছিল নহয় জানো। আকৌ ঘোঁৰা গাড়ীও দেখুৱাইছে। কিমান পাৰ্থক্য আছে। কৃষ্ণ আৰু ৰথ দেখুৱাইছে। মোৰ বিষয়ে কোনেও নাজানে। এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা – বাবা এই ৰথত আহে, এওঁকে ভাগ্যশালী ৰথ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰহ্মাই বিষ্ণু, চিত্ৰত কিমান ক্লীয়াৰ (স্পষ্ট)কৈ আছে। ত্ৰিমূৰ্তিৰ ওপৰত শিৱ, এই শিৱৰ পৰিচয় কোনে দিলে। বাবাকে এই চিত্ৰবোৰ তৈয়াৰ কৰাইছে নহয় জানো। এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা যে বাবা এই ৰথ ৰূপী ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত আহিছে। ব্ৰহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুয়ে ব্ৰহ্মা হয়। এয়াও সন্তানসকলক বুজাইছে, ক'ত 84 জন্মৰ পাচত বিষ্ণুয়ে ব্ৰহ্মা হয়, ক'ত ছেকেণ্ডত ব্ৰহ্মাই বিষ্ণু হয়। বুদ্ধিত ধাৰণ কৰিবলগীয়া ৰাণ্ডাৰফুল (আচৰিত) কথা নহয়নে। প্ৰথমতে পিতাৰ পৰিচয় বুজাবলগীয়া হয়। ভাৰত নিশ্চয় স্বৰ্গ আছিল। হেভেনলী গড ফাদাৰেই (স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰ পিতাই) স্বৰ্গ স্থাপন কৰিছিল। এই চিত্ৰতো বহুত ফাৰ্টক্লাছ (উত্তম), বুজাবলৈ চখ থাকে নহয় জানো। পিতাৰো চখ আছে। তোমালোকে চেন্টাৰতো এনেকৈ বুজাই থাকা। ইয়াততো ডাইৰেক্ট (প্ৰত্যক্ষভাৱে) পিতা আছে। পিতাই বহি আত্মাসকলক বুজায়। আত্মাসকলে বুজোৱা আৰু পিতাই বুজোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্যতো নিশ্চয় থাকে সেইবাবে ইয়ালৈ সন্মুখত শুনিবলৈ আহে। পিতাইহে বাৰে বাৰে “সন্তানসকল সন্তানসকল” বুলি কয়। ভাই ভাইৰ ইমান প্ৰভাৱ নাথাকে যিমান পিতাৰ থাকে। ইয়াত তোমালোক পিতাৰ সন্মুখত বহি আছা। আত্মাসকল আৰু পৰমাত্মা মিলিত হয় সেয়েহে ইয়াক মেলা বুলি কোৱা হয়। পিতাই সন্মুখত বহি বুজায় তেতিয়া বহুত নিচা বাঢ়ে। বুজি পায় – বেহদৰ পিতাই কয় – আমি তেওঁৰ কথা নামানিমনে! পিতাই কয় – মই তোমালোকক স্বৰ্গলৈ পঠিয়াইছিলোঁ আকৌ তোমালোকে 84 জন্ম লৈ লৈ পতিত হৈ গ'লা। পুনৰ তোমালোক পাৱন নহ'বানে! আত্মাসকলক কয়। কোনোৱে ভাবে, বাবাই সঁচা কথা কয়, কোনোৱেতো তৎক্ষণাত কয় – বাবা আমি পবিত্ৰ কিয় নহ'ম!

পিতাই কয় – মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ পাপ খণ্ডন হ'ব। তোমালোক খাটি সোণ হৈ যাবা। মই সকলোৰে পতিত-পাৱন পিতা হওঁ তেন্তে পিতাৰ বুজনি আৰু আত্মাসকলৰ (সন্তানসকলৰ) বুজনিত কিমান পাৰ্থক্য আছে। ধৰি লোৱা – কোনোবা নতুন আহি যায়, তেওঁলোকৰ ভিতৰতো যিসকল ইয়াৰ ফুল হ'ব তেওঁলোকৰ টাচ হ'ব (অন্তৰত স্পৰ্শ কৰিব)। এওঁলোকে ঠিকে কয়। যদি ইয়াৰ নহয় তেন্তে নুবুজিব। গতিকে তোমালোকেও বুজোৱা আমাক আত্মাসকলক পিতাই কয় – তোমালোক পাৱন হোৱা। মনুষ্যই পাৱন হ'বলৈ গংগা স্নান কৰে, গুৰুৰ শৰণাগত হয়। কিন্তু পতিত-পাৱনতো পিতাহে হয়। পিতাই আত্মাসকলক কয় যে তোমালোক কিমান পতিত হৈ গৈছে সেইবাবে আত্মাই স্মৰণ কৰে যে আহি পাৱন কৰি তোলা। পিতাই কয় – মই কল্পই কল্পই আহোঁ, তোমালোক সন্তানসকলক কওঁ – এই অন্তিম জন্ম পবিত্ৰ হোৱা। এই ৰাৱণ ৰাজ্য এতিয়া সমাপ্ত হ'ব। মুখ্য কথা হ'লেই পাৱন হোৱাৰ। স্বৰ্গত বিহ (বিকাৰ) নাথাকে। যেতিয়া কোনোবা আহে তেতিয়া তেওঁলোকক এয়া বুজোৱা যে পিতাই কয় – নিজকে আত্মা বুলি বুজি মোক পিতাক স্মৰণ কৰা তেতিয়া পাৱন হৈ যাবা, খাদ (বিকাৰৰ লেপ) আঁতৰি যাব। ‘মনমনাভৱ’ শব্দটি স্মৃতিত আছে নহয় জানো। পিতা নিৰাকাৰ, আমি

আত্মাসকলো নিৰাকাৰ। যেনেকৈ আমি শৰীৰৰ দ্বাৰা শুনো, পিতায়ে এই শৰীৰত আহি বুজায়। নহ'লে কেনেকৈ ক'ব যে মামেকম (কেৱল মোক) স্মৰণ কৰা। দেহৰ সকলো সম্বন্ধ ত্যাগ কৰা। পিতা নিশ্চয় ইয়ালৈ আহে, ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰজাপিতা এতিয়া প্ৰেক্ষিকেলত (বাস্তৱত) আছে, এওঁৰ দ্বাৰা আমাক পিতাই এনেকৈ কয়, আমি বেহদৰ পিতাৰ কথাই মানো। তেওঁ কয় – পাৱন হোৱা। পতিত স্বভাৱ ত্যাগ কৰা। পুৰণি দেহৰ অভিমান ত্যাগ কৰা। মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া অন্তিমৰ স্থিতি অনুসৰিয়ে গতি হৈ যাব, তোমালোক লক্ষ্মী-নাৰায়ণ হৈ যাবাগৈ।

পিতাৰ পৰা বিমুখ কৰোৱা মুখ্য অৱগুণ হ'ল – এজনে আনজনৰ পৰিচিন্তন কৰা। ইভিল (বেয়া) কথা শুনা আৰু শুনোৱা। পিতাৰ ডাইৰেক্‌চন (নিৰ্দেশনা) হৈছে তোমালোকে ইভিল কথা শুনিব নালাগে। এওঁৰ কথা তেওঁক, তেওঁৰ কথা এওঁক শুনোৱা এই পৰচৰ্চা কৰা স্বভাৱ তোমালোক সন্তানসকলৰ থকা উচিত নহয়। এই সময়ত জগতত সকলোৱে বিপৰীত বুদ্ধিৰ নহয় জানো। ৰামৰ বাহিৰে আন কিবা কথা শুনোৱা তাক পৰচৰ্চা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পিতাই কয় – এই পৰচৰ্চা ত্যাগ কৰা। তোমালোকে সকলো আত্মাক কোৱা যে হে সীতাসকল, তোমালোকে এজন ৰামৰ সৈতে যোগযুক্ত হোৱা। তোমালোক হৈছা মেছেঞ্জাৰ (বাৰ্তাবাহক), এইটো মেছেজ দিয়া যে পিতাই কৈছে – মোক স্মৰণ কৰা, বচ। এইটো কথাৰ বাহিৰে বাকী সকলো হৈছে পৰচৰ্চা। পিতাই সকলো সন্তানকে কয় – পৰচৰ্চা ত্যাগ কৰা। সকলো সীতাৰে এজন ৰামৰ সৈতে যোগসূত্ৰ গঢ়ি তোলা। তোমালোকৰ ধান্দাই হৈছে এয়া। বচ, এইটো বাৰ্তা দি থাকা। পিতাৰ আগমন হৈছে, তেওঁ কয় – তোমালোক গ'ল্ডেন এজ (স্বৰ্ণীম যুগ)লৈ যাব লাগে। এতিয়া এই আইৰণ এজ (লৌহ যুগ)ক এৰিব লাগে। তোমালোকে বনবাস পাইছা, জংঘলত বহি আছা নহয় জানো। বন জংঘলক কোৱা হয়। কন্যাৰ যেতিয়া বিয়া হয় তেতিয়া বনত বহে তাৰ পাচত মহললৈ যায়। তোমালোকো জংঘলত বহি আছা। এতিয়া শত্ৰুৰ ঘৰলৈ যাব লাগে, এই পুৰণি দেহক ত্যাগ কৰিব লাগে। এজন পিতাক স্মৰণ কৰা। যাৰ বিনাশৰ সময়ত প্ৰীত বুদ্ধি থাকে তেওঁলোকতো মহললৈ যাব, বাকী বিপৰীত বুদ্ধিৰসকলৰ হ'ল বনবাস। জংঘলত বাস। পিতাই তোমালোক সন্তানসকলক ভিন্ন ভিন্ন ৰীতিৰে বুজায়। যিজন পিতাৰ পৰা ইমান বেহদৰ বাদশ্বাহী লৈছা, তেওঁক পাহৰি গৈছা সেয়েহে বনবাসত গুচি গৈছা। বনবাস আৰু গাৰ্ডেন (ফুলনি)ত বাস। পিতাৰ নামেই হৈছে মালী। কিন্তু কাৰোবাৰ বুদ্ধিত সেয়া উদয় হ'লেহে। ভাৰততে আমাৰ ৰাজ্য আছিল। এতিয়া নাই। এতিয়াতো বনবাস। তাৰ পাচ গাৰ্ডেনলৈ যাম। তোমালোক ইয়াত বহি আছা তেতিয়াও বুদ্ধিত আছে – আমি বেহদৰ পিতাৰ পৰা নিজৰ ৰাজ্য লৈ আছোঁ। পিতাই কয় – মোৰ সৈতে প্ৰীতি ৰাখিবা, আকৌ পাহৰি যায়। পিতাই আপত্তি দৰ্শায় – তোমালোকে মোক পিতাক কেতিয়ালৈ পাহৰি থাকিবা। আকৌ গল্ডেন এজলৈ কেনেকৈ যাব। নিজকে সোধা – আমি কিমান সময় বাবাক স্মৰণ কৰোঁ। আমি যেনিবা যোগৰ (পিতাৰ স্মৃতিৰ) অগ্নিত পৰি আছোঁ, যাৰ দ্বাৰা বিকৰ্ম বিনাশ হয়। এজন পিতাৰ সৈতে প্ৰীত বুদ্ধিৰ হ'ব লাগে। তেওঁ সকলোতকৈ ফাষ্টক্লাছ প্ৰেমিক হয় যিয়ে তোমালোককো ফাষ্টক্লাছ কৰি গঢ়ি তোলে। ক'ত থাৰ্ড ক্লাছ (তৃতীয় শ্ৰেণী)ত ছাগলীবোৰৰ দৰে ট্ৰেভেল (ভ্ৰমণ) কৰা, ক'ত এয়াৰকণ্ডিচন (বাতানুকূল)ত ট্ৰেভেল কৰা। কিমান পাৰ্থক্য। এই সকলোবোৰ বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে তেতিয়া তোমালোকৰ মজা লাগিব। এই বাবায়ো (ব্ৰহ্মাবাবা) কয় – ময়ো বাবাক স্মৰণ কৰিবলৈ বহুত মগজ খটুৱাও। গোটেই দিন খেয়াল চলি থাকে। তোমালোক সন্তানসকলেও এয়াই পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। ভাল বাৰু!

অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু গুডমৰ্ণিং। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ:-*

(1) কাকো এজন ৰাম (পিতা)ৰ কথাৰ বাহিৰে অন্য কোনো কথা শুনাৰ নালাগে। এজনৰ কথা আনজনক শুনোৱা, পৰিচিন্তন কৰা এয়া পৰচৰ্চা হয়, এয়া এৰি দিব লাগে।

(2) এজন পিতাৰ লগত প্ৰীতি ৰাখিব লাগে। পুৰণি দেহৰ অভিমান এৰি এজন পিতাৰ স্মৃতিৰে নিজকে পাৱন কৰি তুলিব লাগে।

বৰদান:

অলৌকিক নিচাৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা নিশ্চয়ৰ প্ৰমাণ দিওঁতা সদায় বিজয়ী হোৱা

অলৌকিক আত্মিক নিচা নিশ্চয়ৰ দৰ্পণ হয়। নিশ্চয়ৰ প্ৰমাণ হ'ল নিচা আৰু নিচাৰ প্ৰমাণ হ'ল আনন্দ। যিসকল সদায় আনন্দ আৰু নিচাত থাকে তেওঁলোকৰ সন্মুখত মায়াৰ কোনো ধূতালি চলিব নোৱাৰে। নিচিন্ত বাদশ্বাহৰ বাদশ্বাহীৰ ভিতৰলৈ মায়া আহিব নোৱাৰে। অলৌকিক নিচাই সহজে পুৰণা সংসাৰ আৰু পুৰণি সংস্কাৰ পাহৰাই দিয়ে সেইবাবে সদায় আত্মিক স্বৰূপৰ নিচাত, অলৌকিক জীৱনৰ নিচাত, ফৰিস্তা

ভাৰৰ নিচাত আৰু ভৱিষ্যতৰ নিচাত থাকিবা তেতিয়া বিজয়ী হৈ যাবা।

স্লোগান:

মধুৰতাৰ গুণেই হৈছে ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ মহানতা, সেইবাবে মধুৰ হোৱা আৰু মধুৰ কৰি তোলা।

!! ওঁম্ শান্তি !!

ওঁম্ শান্তি!!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছো, এখানে দেহের সীমিত দুনিয়ার কোনও কথা নেই, তোমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাবে"

প্রশ্ন:- কোন একটি কথা তোমাদের বার বার নিজের মনে স্মরণ করে দূঢ় করে নিতে হবে?

উত্তর:- আমরা হলাম আত্মা, আমরা পরমাত্মা পিতার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। আত্মারা হল সন্তান, পরমাত্মা হলেন পিতা। এখন সন্তান ও পিতার মিলন হয়েছে। এই কথাটি বার বার চিন্তন করে করে মনের মধ্যে পাকা করো। যত আত্ম অভিমানী হবে, দেহ-অভিমান শেষ হয়ে যাবে।

*গীত:- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে.....

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী বাচ্চারা জানে, আমরা আত্মারা বাবার সঙ্গে বসে আছি - ইনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ পিতা, সকলের পিতা। বাবা এসেছেন। বাবার কাছে কি প্রাপ্ত হয়, এই প্রশ্নই তো ওঠে না। বাবার কাছে প্রাপ্ত হয় অবিনাশী উত্তরাধিকার। ইনি হলেন সকল আত্মাদের অসীমের পিতা, যাঁর কাছে অসীমের সুখ, অসীমের সম্পদ প্রাপ্ত হয়। ওইসব হল দেহের দুনিয়ার সম্পত্তি। কারো কাছে হাজার, কারো কাছে ৫ হাজার হবে। কারো কাছে ১০-২০-৫০ কোটি হবে, আরব হবে। সে সব হল লৌকিক পিতা আর দৈহিক সন্তান। এখানে তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছি অসীমের সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য। মনে আশা তো থাকে, তাইনা। এই স্কুল ছাড়া অন্য কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদিতে কোনও রুচি থাকে না। বলবে শান্তি চাই, তা তো পাওয়া যায় না। এখানে তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা এসেছি বিশ্ব নতুন দুনিয়ার মালিক হতে। তা নাহলে এখানে আসা কেন। বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়! তারা বলে বাবা আমরা তো বিশ্বের মালিক হতে এসেছি, সীমিত দেহের জগতের কোনও কথা নেই। বাবা তোমার কাছে আমরা অসীম জগতের স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। কল্প-কল্প আমরা বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়েছি আর মায়া বেড়াল কেড়ে নিয়েছে তাই একেই হার-জিতের খেলা বলা হয়। বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারাও নম্বর অনুযায়ী বোঝে, ইনি কোনও সাধু-সন্ন্যাসী নন। যেমন তোমাদের পোশাক, তেমনই এনারও পোশাক। ইনি তো বাবা, তাইনা। কেউ প্রশ্ন করবে তোমরা কার কাছে যাও ? তখন বলবে আমরা বাপদাদার কাছে যাই। এটা তো পরিবার, তাইনা। কেন যাও, কি নিতে যাও ? সে কথা তো কেউ বুঝবে না। বলতে পারবে না আমরা বাপদাদার কাছে যাই, উত্তরাধিকার তার কাছেই প্রাপ্ত হয়। দাদুর সম্পত্তিতে সবার অধিকার থাকে। তোমরা হলে শিববাবার অবিনাশী সন্তান (আত্মা) তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হলে তাঁর নাতি নাতনী হয়ে যাও। এখন তোমরা জানো আমরা আত্মা। এই কথাটি পাকা ভাবে মনে রাখা উচিত। আমরা আত্মারা পরমাত্মা পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা আত্মারা বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হই। এর আগে দেহের অনুভূতি ছিল। অমুক নামের লোকই সম্পত্তি পাবে। এখন তো হল আত্মারা, পরমাত্মার কাছে উত্তরাধিকার নেয়। আত্মারা হল সন্তান, পরমাত্মা হলেন পিতা। সন্তান ও পিতার বহু কাল পরে মিলন মেলা লেগেছে। মাত্র একবার। ভক্তি মার্গে যদিও অনেক আর্টিফিশিয়াল মেলা আয়োজিত হয়। এই হল সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল মেলা। আত্মা, পরমাত্মা দূরে থেকেছে বহুকাল কারা ? তোমরা আত্মারা। এই কথাও তোমরা বুঝেছো আমরা আত্মারা নিজের সুইট সাইলেন্স হোমে অর্থাৎ পরমধামে বাস করি। এখন এখানে মনুষ্য আত্মারা পার্ট প্লে করে ক্লান্ত হয়েছে। তাই সন্ন্যাসী গুরুদের কাছে গিয়ে শান্তির প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করে। ভাবে যে তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করে, তাদের কাছে শান্তি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এমন তো নয়। এখন তো সবাই শহরে এসে গেছে। জঙ্গলের গুহা গুলি খালি পড়ে আছে। এখানে গুরু হয়ে বসে গেছে। যদিও তাদের সন্ন্যাস মার্গের জ্ঞান প্রদান করে পবিত্রতার শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল তারা বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করায়।

তোমরা বাচ্চারা নিজের যোগবলের দ্বারা নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করো। কর্মেন্দ্রিয় গুলি যোগবলের দ্বারা শীতল হয়ে যাবে। কর্মেন্দ্রিয় গুলি চঞ্চল হয়, তাইনা। এখন কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে জয় করতে হবে যাতে কোনো রকম চাঞ্চল্য না থাকে। যোগবল ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বাবা বলেন কর্মেন্দ্রিয় গুলির চঞ্চলতা যোগবলের দ্বারাই শেষ হবে। যোগবলের শক্তি আছে, তাইনা। এতে খুব পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে কর্মেন্দ্রিয় গুলির চঞ্চলতা থাকবে না। সত্যযুগে কোনো অসুখ থাকে না। এখানে তোমরা কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা বশীভূত করে যাও তাই কোনও

অশুদ্ধ কথা সেখানে থাকে না। নাম-ই হল স্বর্গ। সে কথা ভুলে যাওয়ার দরুন লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এখনও মন্দির নির্মাণ করেই চলেছে। যদি লক্ষ বছরের ব্যাপার হবে, তাহলে তো এসব কথা কথা স্মরণেই থাকবে না। এই মন্দির ইত্যাদি কেন বানিয়েছিল ? সুতরাং সেখানে কর্মেন্দ্রিয় শীতল থাকে। কোনও চাঞ্চল্য থাকে না। শিববাবার তো কর্মেন্দ্রিয় নেই। যদিও আত্মায় সম্পূর্ণ জ্ঞান তো থাকে, তাই না। তিনিই হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর। তারা বলে কর্মেন্দ্রিয় বশীভূত হতে পারে না। বাবা বলেন যোগবলের দ্বারা তোমরা কর্মেন্দ্রিয়কে বশীভূত করো। বাবার স্মরণে থাকো। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোরকম অনিয়মের কাজ করবে না। এমন প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে করতে চোখে প্রেম সিক্ত হয়ে আসা উচিত। আত্মা, পরমাত্মায় বিলীন তো হয় না। বাবার সঙ্গে কেবলমাত্র একবারই মিলন হয়, যখন তিনি দেহের আধার নেন তাহলে এমন বাবার সঙ্গে কতখানি ভালোবাসা সহ চলা উচিত। বাবা স্বয়ং এসেছেন তাইনা। ওহো! বাবা বিশ্বের মালিক করছেন তাহলে এই ধন সম্পদ নিয়ে কি করবে, সব ত্যাগ করো। যেমন পাগলরা হয়ে থাকে না ! সবাই বলবে বসে থাকতে থাকতে কি হল । ব্যবসা ইত্যাদি সব ত্যাগ করে চলে এসেছে। খুশীর পারদ উর্ধ্বে উঠেছে। সাক্ষাৎকার হল। রাজত্ব প্রাপ্তি হবে কিন্তু কীভাবে, কি হবে? সেসব কিছু জানা নেই। শুধুমাত্র প্রাপ্তি হবে, সেই খুশীতে সব ত্যাগ করেছে। তারপরে ধীরে ধীরে নলেজ প্রাপ্ত হল। তোমরা বাচ্চারা এখানে স্কুলে পড়তে এসেছো, মুখ্য উদ্দেশ্য তো আছে তাইনা। এই হল রাজযোগ। অসীম জগতের পিতার কাছে রাজত্ব নিতে এসেছো। বাচ্চারা জানে আমরা তাঁর কাছে পড়ি, যাঁকে স্মরণ করা হয়েছে যে বাবা এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করুন। কন্যা সন্তানরা বলে আমাদের যেন কৃষ্ণের মতন পুত্র হয়। কৃষ্ণ তো বৈকুণ্ঠে থাকবে, তাইনা। কৃষ্ণ হলেন বৈকুণ্ঠের, তোমরা কৃষ্ণকে দোলনায় বসিয়ে দোল দাও তো তাঁর মতন সন্তান তো বৈকুণ্ঠে প্রাপ্ত হবে, তাইনা। এখন তোমরা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী নিতে এসেছো। সেখানে নিশ্চয়ই প্রিন্স-প্রিন্সেস থাকবে। পবিত্র সন্তান প্রাপ্ত হোক, এই আশাও পূর্ণ হয়। যদিও এখানেও অনেক প্রিন্স-প্রিন্সেস আছে, কিন্তু তারা হল নরকবাসী। তোমরা চাও স্বর্গবাসীকে। পড়াশোনা তো খুব সহজ। বাবা বলেন তোমরা অনেক ভক্তি করেছে, ধাক্কা খেয়েছো। তোমরা কতখানি খুশীর সাথে তীর্থ ইত্যাদি করতে যাও। অমর নাথে যাও, তোমরা ভাবো পার্বতীকে শঙ্কর অমর কথা শুনিয়েছেন। অমর নাথের প্রকৃত সত্য কাহিনী তোমরা এখনই শোনো। সেই কাহিনী এখন বাবা বসে তোমাদের শোনান। তোমরা এসেছো - বাবার কাছে। জানো এই হল ভাগ্যশালী রথ, শিববাবা এই রথটি লোনে নিয়েছেন। আমরা শিববাবার কাছে যাই, তাঁর শ্রীমং অনুসারে চলবো। যা কিছু প্রশ্ন করার আছে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। কেউ বলে - বাবা আমরা বলতে পারি না। তার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো, এতে বাবা কি করবেন।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার সহজ পথ বলে দিচ্ছেন - এক কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে বশীভূত করো, দ্বিতীয় দিব্য গুণ ধারণ করো। কেউ রাগারাগি করলে শুনবে না। এক কান দিয়ে শুনে অন্যটি দিয়ে বের করে দেবে। যে খারাপ কথা ভালো লাগে না, সেসব শুনবে না। যদি দেখো স্বামী রাগারাগি করে, মারধর করে তখন কি করা উচিত ? যখন দেখবে স্বামী রাগারাগি করছে তখন তার উপরে ফুলের বর্ষা করবে। হাসি মুখে থাকো। যুক্তি তো অনেক আছে। কামেশু, ক্রোধেশু হয়, তাইনা। অবলা নারী প্রার্থনা করে। দ্রৌপদী কেউ একজন নয়, সবাই। এখন বাবা এসেছেন বস্ত্রহীন অবস্থা থেকে রক্ষা করতে। বাবা বলেন এই মৃত্যুলোকে এই হল তোমাদের শেষ জন্ম। বাচ্চারা, আমি তোমাদের শান্তিদাম নিয়ে যেতে এসেছি। সেখানে পতিত আত্মারা যেতে পারে না, তাই আমি এসে সবাইকে পবিত্র করি। যে যেরকম পার্ট পেয়েছে সেসব সম্পূর্ণ করে এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সম্পূর্ণ বৃষ্ণের রহস্য বুদ্ধিতে আছে। যদিও বৃষ্ণের পাতাগুলি গোণা সম্ভব নয়। অতএব বাবাও মুখ্য কথা বোঝান - বীজ এবং বৃষ্ণ। বাকি মানুষের সংখ্যা তো অনেক। এক একজনের মনের স্থিতি বসে জানবেন না। মানুষ ভাবে ভগবান হলেন অন্তর্মামী, প্রত্যেকের মনের কথা জানেন। এইসবই হল অন্ধ শ্রদ্ধা।

বাবা বলেন তোমরা আমাকে আহবান করো যে এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করো। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। বাবা এই মতামত দেন তাইনা। বাবার শ্রীমং এবং সং গতি হল সবচেয়ে পৃথক। মতামত অর্থাৎ পরামর্শ, যার দ্বারা আমাদের সদগতি হয়। একমাত্র পিতা আমাদের সদগতি করবেন, অন্য কেউ নয়। এসময়েই তাঁকে আহ্বান করা হয়। সত্যযুগে তো তাঁকে ডাকা হয় না। এখন ই বলা হয় সর্বজনের সদগতি দাতা একমাত্র রাম। যখন মালা হাতে জপ করা হয় তখন মালার ফুল হাতে এলে রাম নাম করে চোখে ঠেকানো হয়। জপতে হয় একমাত্র ফুল-কে। বাকি গুলো সব তাঁরই রচনা। মালার কথা তোমরা ভালোভাবে জেনেছো। যারা বাবার সঙ্গে সার্ভিস করে তাদেরই হল এই মালা। শিববাবাকে রচয়িতা বলা হবে না। রচয়িতা বললে প্রশ্ন উঠবে রচনা কবে করেছেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন সঙ্গমে ব্রাহ্মণদের রচনা করেন তাইনা। শিববাবার রচনা তো অনাদি আছেই। শুধুমাত্র পতিত থেকে পবিত্র করতে বাবা আসেন। এখন হল পুরানো সৃষ্টি। নতুন সৃষ্টিতে থাকেন দেবতারা। এখন শূদ্রকে দেবতায় পরিণত কে করবে। এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় পরিণত হও। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদের

শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, দেবতা হওয়ার জন্য। মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন ব্রহ্মা, তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির হেড। যদিও সকল আত্মাদের অবিনাশী পিতা সর্বদা-ই হলেন শিব। এইসব নতুন কথা তোমরা শুনছো। যে বুদ্ধিমান হয় সে ভালোবাসা ধারণ করে। ধীরে ধীরে তোমাদেরও বুদ্ধি হতে থাকবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে, আমরা আসলে দেবতা ছিলাম তারপরে কীভাবে ৮৪টি জন্ম নিয়েছি। সব রহস্য তোমরা জানো। বেশী কথায় যাওয়ার দরকার নেই।

বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য মুখ্য কথা বাবা বলেন - এক তো আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় পবিত্র হও। স্বর্গ দর্শন চক্রধারী হও এবং নিজ সম বানাও। কতখানি সহজ। শুধুমাত্র স্মরণে স্থির থাকা যায় না। নলেজ তো খুবই সহজ। এখন পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। তারপর সত্যযুগে নতুন দুনিয়ায় দেবী-দেবতারা রাজত্ব করবেন। এই দুনিয়ায় পুরানো থেকে পুরানো এই দেবতাদের চিত্র আছে বা তাদের মহল ইত্যাদি আছে। তোমরা বলবে অতি পুরানো আমরা বিশ্বের মহারাজা-মহারানী ছিলাম। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। যদিও চিত্র ইত্যাদি বানাতে থাকে। এখন এই কথা কি কেউ জানে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা রাজত্ব করতেন তাঁরা কোথায় গেছেন? রাজত্ব কীভাবে নিলেন? বিড়লা এত মন্দির বানায় কিন্তু জানে না। টাকা অর্জন করে আর মন্দির বানাতে থাকে। ভাবে দেবতাদের কৃপা। একমাত্র শিবের পূজো হল অব্যভিচারী ভক্তি। জ্ঞান দাতা তো হলেন একমাত্র জ্ঞানের সাগর, বাকি সব হল ভক্তি মার্গ। জ্ঞানের দ্বারা অর্ধকল্প সদগতি হয় তখন ভক্তির দরকার থাকে না। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। এখন ভক্তির প্রতি, পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য থাকা উচিত। পুরানো দুনিয়া এখন সব শেষ হবে, এতে আসক্তি রেখো না। এখন তো নাটক পূর্ণ হয়েছে, আমরা ফিরে যাই পরমধাম। সেই খুশীর অনুভূতি থাকে। অনেকে ভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত করা ভালো পুনরায় আর আসতে হবে না। আত্মা জল বিন্দু যা সাগরে মিশে যায়। এইসব হল গল্প। অভিনেতা তো অভিনয় করবে নিশ্চয়ই। যে ঘরে অর্থাৎ পরমধামে থেকে যাবে সে অভিনেতা নয়। মোক্ষ কিছুই নয়। এই ড্রামা হল অনাদি। এখানে তোমরা নলেজ প্রাপ্ত করো। মানুষের বুদ্ধিতে তো কিছু নেই। তোমাদের পার্ট হল - বাবার কাছে জ্ঞান নেওয়ার, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার। তোমরা ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। পুরুষার্থ অবশ্যই করবে। এমন নয় ড্রামাতে থাকলে হবে। তাহলে তো বসে থাকো। কিন্তু কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। কর্ম সন্তোষ তো হতেই পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যোগবলের শক্তি দ্বারা নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলি শীতল করতে হবে। নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। খারাপ কথা না শুনবে, না শোনাবে। যে কথা পছন্দ নয়, এক কানে শুনে অন্যটি দিয়ে বের করে দেবে।

২) বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য স্বর্গদর্শন চক্রধারী হতে হবে, পবিত্র হয়ে নিজ সম পরিণত করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- শক্তিশালী সেবা দ্বারা দুর্বলকে সবল করী প্রকৃত সত্য সেবাধারী ভব*

ব্যাখা: প্রকৃত সত্য সেবাধারীর বাস্তবিক বিশেষত্ব হল - দুর্বলকে সবল করার নিমিত্ত হওয়া। সেবা তো সবাই করে কিন্তু সফলতায় যা পার্থক্য দেখা যায় তার কারণ হল সেবার সাধনে শক্তি কম হওয়া। যেমন তলোয়ারে ধার কম থাকলে সেই তলোয়ার কাজ করে না, তেমনি সেবার সাধনে যদি স্মরণের শক্তি না থাকে তাহলে সাফল্য হয় না তাই শক্তিশালী সেবাধারী হও, দুর্বলকে সবল করে কোয়ালিটি অর্থাৎ গুণ যুক্ত আত্মায় পরিণত করো তখন বলা হবে প্রকৃত সত্য সেবাধারী।

স্লোগানঃ- প্রতিটি পরিস্থিতিতে উড়তি কলার সাধন মনে করে সর্বদা উড়তে থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — একান্তে বসে নিজের সাথে কথা বলো, আমি অবিনাশী আত্মা, বাবার কাছ থেকে শুনছি, এটাই অভ্যাস করো"

প্রশ্নঃ - — যে বাচ্চারা স্মরণে অলস, তাদের মুখ থেকে কোন্ শব্দ বেরিয়ে আসে ?

উত্তরঃ - — ওরা বলে আমরা তো শিববাবারই সন্তান, স্মরণেই থাকি। কিন্তু বাবা বলেন - এই সব হলো গল্প, আলসেমি। এর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, ভোরবেলা উঠে নিজেকে আত্মা মনে করে বসতে হবে। বার্তালাপ করতে হবে। আত্মাই কথা বলে, এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছ। দেহী-অভিমানী বাচ্চারা স্মরণের চার্ট রাখবে। তারা শুধুমাত্র জ্ঞানের কথা বলবে না।

গীতঃ- — হৃদয়ের আয়নায় নিজের চেহারা দেখো

ওম্ শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, প্রাণ আত্মাকে বলা হয়। এখন বাবা আত্মাদের বোঝাচ্ছেন, এই গান ভক্তি মার্গের জন্য। এর মধ্যে শুধুমাত্র সারটুকু বোঝানো আছে। তোমরা যখন এখানে এসে বসো তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। দেহ - ভাব ত্যাগ করতে হবে। আমি আত্মা অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। এই শরীর দ্বারা ভূমিকা পালন করে থাকি। এই আত্মার জ্ঞান কারো মধ্যে নেই। বাবাই এসে বোঝান। তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো — আমি ছোট আত্মা। আত্মাই এই শরীর দ্বারা সম্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সুতরাং এর দ্বারা দেহ-ভাব সমাপ্ত হয়। এতেই পরিশ্রম। আমি আত্মা এই সম্পূর্ণ নাটকের অ্যাকট্রেস। উচ্চ থেকে উচ্চতর অ্যাকটর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। বুদ্ধিতে থাকে যে ইনিও ছোট বিন্দু, কিন্তু ওঁনার মহিমা প্রসিদ্ধ। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। কিন্তু ছোট বিন্দু। আমরা আত্মারাও ছোট বিন্দু। দিব্য দৃষ্টি ছাড়া আত্মাকে দেখা যায় না। এইসব নতুন-নতুন বিষয় তোমরা এখন শুনছ। দুনিয়া কিছুই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও মাত্র কিছু সংখ্যকই আছে যারা যথার্থ রীতিতে বুঝেছ আর বুদ্ধিতেও থাকে যে আমরা আত্মারা ছোট বিন্দু। আমাদের পিতা এই ড্রামার প্রধান অ্যাকটর। উচ্চ থেকে উচ্চতর অ্যাকটর হলেন বাবা, তারপর অমুক - অমুক আসে। তোমরা জান বাবা জ্ঞানের সাগর কিন্তু শরীর ছাড়া জ্ঞান প্রদান তো করতে পারবেন না। শরীর দ্বারাই কথা বলা যায়। যখন আত্মা অশরীরী হয়ে যায় তখন অরগ্যান্স থেকে আলাদা হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে তো দেহধারীদের স্মরণ করে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কালকে জানেই না। শুধু বলে থাকে পরমাত্মা নাম-রূপ থেকে ভিন্ন। বাবা বোঝান — ড্রামানুসারে তোমরা যারা নম্বর ওয়ান সতোপ্রধান ছিলে, তোমাদেরই আবার সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য এই স্থিতিকে শক্তিশালী করতে হবে যে আমি আত্মা, এই শরীর দ্বারাই আত্মা কথা বলে, তার মধ্যেই জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান আর কারো বুদ্ধিতে নেই যে আমার আত্মাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত। এমন অনেক নতুন-নতুন পয়েন্ট তোমরা শুনছ। একান্তে বসে নিজের সাথে এমনই সব বার্তালাপ করতে হবে — আমি আত্মা, বাবার কাছ থেকে শুনছি। আমি আত্মার মধ্যেই জ্ঞান নিহিত রয়েছে, আমি আত্মার মধ্যেই পাট ভরা আছে, আমি আত্মা অবিনাশী, এটাই অন্তরে মন্ত্রন করতে হবে। আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। দেহ-অভিমানী মানুষের আত্মার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই, কত বড় বড় বই নিজেদের কাছে রাখে। কত অহঙ্কার তাদের মধ্যে। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। উচ্চ থেকে উচ্চ আত্মা কেউ নেই, তোমরা জান এখন আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের সাথে এই বিষয়ে মন্ত্রন করতে হবে। জ্ঞান শোনার জন্য তো অনেকেই আছে কিন্তু তাদের স্মরণ নেই। অন্তরে সেই তিতিক্ষা থাকা উচিত। আমাকে বাবার স্মরণ দ্বারাই পতিত থেকে পাবন হতে হবে, শুধুমাত্র পন্ডিত হলে হবে না। সেই পন্ডিতির উদাহরণ আছে যিনি কিছু মায়েদের বলেছিলেন রাম-রাম করতে তবেই তারা নদী পার করতে সক্ষম হবে.....। সুতরাং এমন মিথ্যে বলা না।

এরকম অনেকে আছে, বোঝায় খুব ভালো, কিন্তু যোগ নেই। সারাদিন দেহ-অভিমাণে থাকে। বাবাকে চার্ট পাঠানো উচিত — আমি এই সময় উঠি, এত সময় স্মরণ করি। কিন্তু কোনে খবর দেয় না। জ্ঞানের অনেক কথা বলে কিন্তু যোগ নেই। যদিও বড়দেরও জ্ঞান শোনায়, কিন্তু যোগে কাঁচা। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বলতে হবে বাবা তুমি কত প্রিয়। কি বিচিত্র এই ড্রামা তৈরি হয়েছে। কেউ এর রহস্য জানে না। না আত্মা, না পরমাত্মাকে জানে। এই সময় মানুষ জানোয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট। আমরাও এমন ছিলাম। মায়ার রাজ্যে কত দূরবস্থা হয়। এই জ্ঞান তোমরা যে কোনো কাউকেই দিতে পারো। তাদের বলা, তুমি একজন আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো, তোমাকে সতোপ্রধান হতে হবে।

প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো । গরীবদের জন্য তো সহজ। বিত্তবানদেরই অনেক জটিলতা।

বাবা বলেন — আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। না খুব গরীব, না বিশাল বিত্তবান। এখন তোমরা জান কল্পে - কল্পে বাবা এসে এটাই শিক্ষা দেন যে, কিভাবে পবিত্র হব, বাদবাকি কাজকর্ম ইত্যাদিতে যে ঝঞ্জাট আছে, তারজন্য বাবা কিন্তু আসেন না। তোমরা তো আহ্বান করে বলে থাকো - হে পতিত-পাবন এসো, সুতরাং বাবা এসে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং-ও কিছু জানতেন না। অ্যাক্টর হয়ে যদি ডামার আদি-মধ্য-অন্তকে না জানে তবে তাকে কি বলবে । আমরা আত্মারা এই সৃষ্টি চক্রে অ্যাক্টর, সে'কথা কেউ জানেনা। যদিও বলে থাকে আত্মা মূলবতন নিবাসী কিন্তু অনুভব দ্বারা বলেনা। তোমরা তো এখন প্র্যাকটিক্যালি জান — আমরা আত্মারা মূলবতন নিবাসী। আমরা আত্মারা অবিনাশী এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। অনেকেরই একদম যোগ নেই। দেহ-অভিমানের জন্য অধিক পরিমাণে ভুল হয়ে থাকে। প্রধান বিষয়ই হলো দেহী-অভিমানী হওয়া। এই উৎসাহ থাকা উচিত যে, আমাদের সতোগ্রহণ হতে হবে। যে বাচ্চারা সতোগ্রহণ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের মুখ থেকে কখনো পাথর (কুবাক্য বা শব্দ) বেরোবে না। কোনো ভুল হলে সঙ্গে-সঙ্গেই বাবাকে রিপোর্ট করবে, বলবে বাবা আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে। ক্ষমা করো । গোপন করবে না। গোপন করলে আরও বৃদ্ধি পাবে। বাবাকে খবর দিতে থাক। বাবা লিখে দেবেন তোমাদের যোগ ঠিক নয়। পবিত্র হওয়াই প্রধান বিষয়। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। যতটা সম্ভব এই ভাবনাই যেন থাকে যে সতোগ্রহণ হতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। তোমরা হলে রাজমুণি । হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবাই এসে রাজযোগ শেখান । জ্ঞানও বাবাই এসে প্রদান করেন । এই সময় হলো তমোগ্রহণ ভক্তি। জ্ঞান শুধুমাত্র বাবা সঙ্গমে এসেই দিয়ে থাকেন। *বাবা এসেছেন অর্থাৎ ভক্তি শেষ হবে, এই দুনিয়াও শেষ হয়ে যাবে*। জ্ঞান আর যোগ দ্বারাই সত্যযুগের স্থাপনা হয় । ভক্তি বিষয়টি হল ভিন্ন । মানুষ বলে দুঃখ-সুখ সব এখানেই। বাচ্চারা এখন তোমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব, নিজের কল্যাণ করার জন্য যুক্তি তৈরি কর । তোমাদের এটাও বুঝিয়েছি পবিত্র দুনিয়া হলো শান্তিধাম আর সুখধাম । এখানে অশান্তি ধাম, দুঃখ ধাম । প্রধান বিষয়ই হলো যোগ। যোগ নেই তো জ্ঞানের মিথ্যে গল্প শুধু পন্ডিতদের মতো । আজকাল তো রিদ্ধি সিদ্ধিও অনেক, এর মধ্যে জ্ঞানের কোনও যোগ নেই। মানুষ কত মিথ্যে জালে ফেলে আছে । পতিত ওরা। বাবা স্বয়ং বলেন আমি পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে প্রবেশ করি। এখানে পবিত্র কেউ নেই। এখানে নিজেকে কেউ ভগবান বলে না। এখানে বলে থাকে আমরা পতিত, পবিত্র হলে ফরিস্তা হয়ে যাব । তোমরাও পবিত্র ফরিস্তা হয়ে যাবে। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো এটাই যে আমরা পবিত্র হব কিভাবে। স্মরণ অবশ্যই প্রয়োজন। যে বাচ্চারা স্মরণে অলস ওরা বলে থাকে — আমরা তো শিববাবারই সন্তান, স্মরণেই থাকি। কিন্তু বাবা বলেন - ওসব গল্প, অলসতা । পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে নিজেকে আত্মা মনে করে বসতে হবে। পরম আত্মার সাথে আত্মা রূপে কথা বলতে হবে (রুহরিহান) করতে হবে। আত্মাই কথা বলে, তাইনা। এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছে। যে অন্যের কল্যাণ করে তার মহিমাও করা হয়। ওটা হচ্ছে দেহের মহিমা, আর এ হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। এটাও তোমরা বুঝেছ । এই সিঁড়ি কারো বুদ্ধিতে ধারণ হবে না। আমরা ৮৪জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকি, নিচেই বা কিভাবে নেমে আসি । এখন পাপের ঘড়া পরিপূর্ণ, পরিষ্কার হবে কিভাবে ? সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করে। তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়, তোমরা ধর্মীয় রাজনীতিক ।

বাবা সব ধর্মের কথা বুঝিয়ে বলেন। দ্বিতীয় কেউ বোঝাতে সক্ষম নয়। ঐ ধর্ম স্থাপনকারীরা কি করে ? তাদের অনুসরণকারীদের আরও নিচে নেমে আসতে হয়। ওরা কখনোই মোক্ষ (আর জন্মতে হবে না) দিতে পারে না। বাবাই একদম শেষে এসে সবাইকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সেইজন্যই এক তিনি ছাড়া আর কারও মহিমা নেই। ব্রহ্মা বা তোমাদেরও কোনও মহিমা নেই। বাবা না আসলে তোমরা কি করতে । বাবা এখন তোমাদের উত্তোরণের কলাতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাওয়াও হয় তোমার ভালো হলে সবার ভালো কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। মহিমা তো অনেক করে থাকে।

এখন বাবা বুঝিয়েছেন - আত্মা হলো অকাল (কাল যাকে গ্রাস করতে পারে না), তার আসন এটা। *আত্মা অবিনাশী, কাল কখনও তাকে গ্রাস করে না। আত্মাকে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করতে হয় । আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও কাল আসে না।* তোমাদের অন্য কারো শরীর ত্যাগের জন্য দুঃখ হয়না । শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ভূমিকা পালন করতে গেছে, এতে কান্নাকাটি করার কি আছে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এটাও তোমরা জান । গাওয়াও হয়ে থাকে আত্মা এবং পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল বাবা কোথায় এসে মিলিত হন এটাও কেউ জানেনা। তোমরা এখন প্রতিটি বিষয় বুঝতে পেরেছ । কবে থেকে শুনে আসছ, কোনও বই ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করার জন্য উল্লেখ করা হয়। *বাবা সত্য সুতরাং সত্যই রচনা করেন। সত্য বলেন । সত্য জয়ী করে,

মিথ্যা পরাজিত করে। সত্য পিতা সত্য খন্ডের স্থাপনা করেন*। রাবণের কাছে তোমরা অনেক পরাজয় স্বীকার করেছ। এসবই খেলা যা পূর্বেই তৈরি হয়ে আছে। এখন তোমরা জান আমাদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে তারপর এরা কেউ থাকবে না (অন্যান্য ধর্ম)। সবাই পরে আসবে। এই সৃষ্টি চক্র বুদ্ধিতে রাখা কত সহজ। যারা পুরুষার্থী বাচ্চা তারা এতে খুশি হবে না যে আমরা জ্ঞানে তো পারদর্শী শোনাতে পারি। সাথে যোগ আর ম্যানার্স ও ধারণ করতে হবে। তোমাদের অনেক মিষ্টি (আচার - ব্যবহারে) হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। ভালোবাসার সাথে বোঝাতে হবে। পবিত্রতার জন্যও কত হাস্যামা হয়। সেটাও ড্রামানুসারে হয়ে থাকে। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত না! এমনটা কিন্তু নয় যে ড্রামায় থাকলে তা প্রাপ্ত হবে। তা নয়, পরিশ্রম করতে হবে। দেবতাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। লবণ মিশ্রিত জল হওয়া উচিত নয়। দেখা উচিত আমি উল্টো-চালচলন দ্বারা বাবার সম্মান নষ্ট করছি না তো? সন্ধুর নিন্দুকের কোথাও ঠাই হয় না। ইনি তো সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক। আত্মায় এখন স্মরণ থাকে বাবা জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। নিশ্চয়ই জ্ঞান প্রদান করে গেছেন তবেই তো গাওয়া হয়। এনার আত্মার মধ্যেও (ব্রহ্মা বাবা) কোনো জ্ঞান ছিল কি? আত্মা কি, ড্রামা কি — কেউ জানেনা। জানা তো মানুষেরই উচিত না! রুদ্র যজ্ঞ রচনা হলে আত্মাদের পূজা করে, ওঁনার পূজা ভালো না কি দৈবী শরীরের পূজা ভালো? এই শরীর তো ৫ তন্ত্রের সেইজন্য এক শিববাবার পূজাই অব্যভিচারী পূজা। ঐ একজনের কাছ থেকেই শুনতে হবে। সেইজন্যই বলা হয় হিয়ার নো ইভিল....গ্লানি হয় এমন কোনো কথা শুনবে না। আমার কাছ থেকেই শোন। এ হলো অব্যভিচারী জ্ঞান। প্রধান বিষয় হলো যখন তোমাদের দেহ-ভাব ছিল হবে, তখনই তোমরা শীতল হবে। বাবার স্মরণে থাকলে মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা বলবে না, কু-দৃষ্টি যাবে না। দেখেও না দেখা করতে হবে। আমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলেছে। বাবা এসে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন। এখন তোমাদের তিন কাল, তিন লোকের জ্ঞান আছে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান শোনানোর সাথে সাথে যোগেও থাকতে হবে। সুন্দর ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। অতীব মিষ্টি হতে হবে। মুখ দিয়ে কখনও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

২) অন্তর্মুখী হয়ে একান্তে বসে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। পবিত্র হওয়ার যুক্তি বের করতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- - সকলের ভালোবাসা প্রাপ্তকারী অনাসক্ত, বাবার প্রিয়, নিঃসঙ্কল্প ভব*

যে বাচ্চাদের ডিট্যাচ আর প্রিয় হয়ে ওঠার গুণ বা নিঃসঙ্কল্প থাকার বিশেষত্ব আছে, অর্থাৎ যার এই বরদান প্রাপ্ত হয়েছে, সে সবার প্রিয় হয়ে ওঠে। কেননা ডিট্যাচ থাকার কারণে সকলের ভালোবাসা সব সময়ই প্রাপ্ত হয়। সে নিজের শক্তিশালী নিঃসঙ্কল্প স্থিতি বা শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা অনেকের সেবার নিমিত্ত হয়, সেইজন্য নিজেও সন্তুষ্ট থাকে আর অন্যদেরও কল্যাণ করে। প্রতিটি কাজে সফলতা তার স্বতঃতই প্রাপ্ত হতে থাকে।

স্লোগান:- এক "বাবা" শব্দই সর্ব খাজানার চাবি — এই চাবিকে সবসময় সামলে রেখো*

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার যোগ্য করে তোলা, যত অধ্যয়ন করবে, শ্রীমতে চলবে, ততই রাজতিলক প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্ন:- কোন স্মৃতিতে থাকলে, রাবণপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাবে?

উত্তর:- সর্বদা যেন স্মৃতি থাকে যে, আমরা স্ত্রী-পুরুষ নই, আমরা হলাম আত্মা, আমরা বড়ো বাবার(শিববাবা) থেকে ছোটো বাবা(ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই স্মৃতি রাবণপনার স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেবে। যখন আমাদের এই স্মৃতি আসে যে, আমরা হলাম এক ঈশ্বর পিতার সন্তান, তখন রাবণপনার স্মৃতি সমাপ্ত হয়ে যায়। এটাও হলো পবিত্র থাকার খুবই ভালো যুক্তি। কিন্তু এর জন্য পরিশ্রম দরকার।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র দুনিয়াকে পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান। দেখো, সকলে তিলক এখানে, মানে ভ্রুকুটিতে দেয়। এক তো এই জায়গায় হলো আত্মার নিবাস, দ্বিতীয়তঃ আবার রাজ তিলকও এখানে দেওয়া হয়। এটা হল আত্মার চিহ্ন। এখন আত্মার চাই বাবার স্বর্গীয় উত্তরাধিকার। সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী মহারাজা মহারানী হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করা হয়। এই অধ্যয়ন করা মানেই হলো নিজেকে নিজে রাজতিলক দেওয়া। তোমরা এখানে এসেছোই অধ্যয়ন করতে। যে আত্মারা এখানে নিবাস করে তারা বলে- বাবা, আমরা আপনার থেকে অবশ্যই বিশ্বের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করবো। নিজের জন্য প্রত্যেককে নিজের নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। বলে- বাবা, আমরা এরকম সুযোগ্য হয়ে দেখাবো। আপনি আমাদের চলনকে দেখতে থাকুন যে কীভাবে চলি। আপনিও জানতে পারবেন আমরা নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার যোগ্য হয়েছি কি না। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার সুযোগ্য হয়ে দেখাতে হবে। বাবা আমরা অবশ্যই আপনার নাম উচ্ছল করবো। আমরা আপনার সাহায্যকারী, তাই নিজেরা সাহায্যকারী হয়ে ভারতে নিজের রাজত্ব করবো। ভারতবাসী বলে, এ হল আমার রাজ্য। কিন্তু সেই বেচারাদের জানা নেই যে এখন আমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছি। আমি এই আত্মার তো রাজ্য নেই। এখন তো আত্মা উল্টো ভাবে ঝুলে পড়ে আছে। খাওয়ারও পায় না। যখন এরকম অবস্থা হয় তখন বাবা বলেন এখন তো আমার বাচ্চাদের খাওয়ার জন্যও পাওয়া যায় না, এখন আমি গিয়ে এদেরকে রাজযোগ শেখাবো। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। তিনি হলেনই নূতন দুনিয়ার রচনাকার। বাবা পতিত পাবনও, আবার জ্ঞানের সাগরও। এটা তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। এটা শুধুমাত্র তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো- বরাবরই আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এই মহিমা দূত ভাবে স্মরণ করে নাও, ভুলো না। বাবার মহিমা যে। এই বাবা হলেন পুনর্জন্ম রহিত। কৃষ্ণের মহিমা একদম আলাদা। প্রাইম মিনিষ্টার আর প্রেসিডেন্টের মহিমা তো আলাদা আলাদা হয়, তাই না। বাবা বলেন, আমারও এই ড্রামাতে উচ্চতমের চেয়ে ও উচ্চ পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামাতে অভিনেতাদের জানা আবশ্যিক তো যে, এটা হলো অসীম জগতের ড্রামা, এর আয়ু কত। যদি না জেনে থাকে, তো তাকে অবুঝ বলা হবে। কিন্তু এটা কি আর কেউ বোঝে ! বাবা এসে কন্ট্রাস্ট বলে দেন যে, মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পারো, মানুষের একদম জানা নেই যে, ৮৪ জন্ম কি ভাবে নেওয়া হয়। ভারত কতো উচ্চ মানের ছিলো, চিত্র আছে না ! সোমনাথ মন্দির থেকে কতো ধন লুণ্ঠন করে গেছে। কতো ধন ছিলো। বাচ্চারা, এখন তোমরা এখানে অসীম জগতের পিতার সাথে মিলিত হতে এসেছো। বাচ্চারা জানে যে, বাবার থেকে রাজতিলক শ্রীমত অনুযায়ী নিতে এসেছি। বাবা বলেন, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর বিষয় বৈতরণী নদীতে গুঁতো খেয়েও ক্লান্ত হওনি ! মানুষ বলেও থাকে, আমি হলাম পাপী, আমার এই নিগুণ জীবনে কোনো গুণ নেই। তবে তো অবশ্যই কোনো গুণ ছিলো, যা আজ নেই।

এখন তোমরা বুঝে গেছো - আমরা বিশ্বের মালিক, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলাম। এখন কোনো গুণ আর নেই। এটাও বাবা বুঝিয়ে দেন। বাচ্চাদের রচয়িতা হলেনই বাবা। তাই একমাত্র বাবারই চিন্তা হয় বাচ্চাদের জন্য। বাবা বলেন আমারও ড্রামাতে হলো এই পার্ট। কতো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। মিথ্যা পাপ, ঝগড়া কি কি সব লেগেই আছে। সমস্ত ভারতবাসী বাচ্চারা ভুলে গেছে যে আমরা কোনো সময় বিশ্বের মালিক, মস্তকে ডবল মুকুটধারী ছিলাম। বাবা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে আবার তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে এসেছো। তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্ম ভুলে গেছো। আশ্চর্যের, তাই না ! ৮৪ এর পরিবর্তে ৮৪ লাখ জন্ম লাগিয়ে দিয়েছে, তারপর কল্পের আয়ুও লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ঘোর অন্ধকারে আছে যে। কি মিথ্যা। ভারতই সত্যভূমি ছিলো, ভারতই হলো মিথ্যা ভূমি। মিথ্যা ভূমি কে করলো, সত্য

ভূমি কে করলো- এটা কারোর জানা নেই। রাবণকে একেবারেই জানে না। ভক্তরা রাবণকে জ্বালায়। কোনো রিলিজিয়াস (ধর্মীয়) মানুষ হলে, তাকে তোমরা বলো যে মানুষ এখানে কি কি করে। সত্যযুগ যাকে হেভেন, প্যারাডাইস(স্বর্গ)। বলো সেখানে শয়তান রাবণ আসবে কোথা থেকে। হেলের (নরকের) মানুষ সেখানে কীভাবে থাকতে পারে। তাই বুঝতে পারবে এটা তো হলো বরাবরই ভুল। তোমরা রামরাজ্যের চিত্রের উপর বোঝাতে পারো, এর মধ্যে রাবণ কোথা থেকে এলো ? তোমরা এটা বুঝেও বোঝো না। বিরলই কেউ বের হয়। তোমরা কতো কম সংখ্যক, তবুও সময় এগোলে দেখবে, কতো জন রইলো। তাই বাবা বুঝিয়েছেন- আত্মার ছোটো চিহ্নও এখানেই দেখানো হয়। বড় চিহ্ন হলো রাজতিলক। এখন বাবা এসেছেন। নিজেকে বড় তিলক কীভাবে দিতে হবে, তোমরা স্বরাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত করতে পারো? সেই রাস্তা বলে দেওয়া হয়। তার নাম রেখে দিয়েছে রাজযোগ। শেখানোর জন্য হলেন বাবা। কৃষ্ণ কি আর বাবা হতে পারে ! সে তো হলো বাচ্চা, আবার রাধার সাথে স্বয়ংবর হয় তখন একটি বাচ্চা হবে। তাছাড়া কৃষ্ণের এতো রাণী ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে, এটা তো মিথ্যা, তাই না! কিন্তু এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে, এরকম কথা আবারও শুনবে। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে- কীভাবে আমরা অর্থাৎ আত্মারা উপর থেকে আসি ভূমিকা পালন করতে। এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি। এটা তো খুবই সহজ যে না! বাচ্চা জন্মালো, তাকে শেখানো হয়- এটা বলো। তাই শেখালে শিখে যায়। তোমাদের বাবা কি শেখান ? শুধু বলেন- বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তোমরা গেয়েও থাকো তুমি মাতা-পিতা... আত্মা গান করে - বরাবর অপার সুখ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে- শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এখানে তোমরা শিববাবার কাছে এসেছো। ভগীরথ তো হলো মানুষের রথ যে না ? ঐনার মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা বিরাজমান হন, কিন্তু রথের নাম কি? এখন তোমরা জানো যে, নাম হলো ব্রহ্মা, কারণ ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয় যে ! প্রথমে হয়ই ব্রাহ্মণ টিকিধারী, তারপর দেবতা। প্রথমে তো ব্রাহ্মণ দরকার, সেইজন্য বিরাট রূপও দেখানো হয়েছে। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হও। বাবা খুব ভালো করে বোঝান, তবুও ভুলে যাও। বাবা বলেন- বাচ্চারা, সর্বদা মনে রাখো যে, আমি স্ত্রী- পুরুষ নই, আমি হলাম আত্মা। আমি বড় বাবার (শিববাবা) থেকে ছোটো বাবা (ব্রহ্মা) দ্বারা উত্তরাধিকার নিষি, তাই রাবণপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাবে। এটা পবিত্র থাকার খুবই ভালো যুক্তি। বাবার কাছে অনেকে জোড়ে আসে, দুজনেই বলে বাবা। যখন কি না মনে পড়ে আমরা এক বাবার বাচ্চা হই তো আবার রাবণপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাওয়া উচিত, এতে পরিশ্রমের দরকার। পরিশ্রম ব্যতীত কিছু চলতে পারে না। আমরা বাবার হয়েছি, ওঁনাকেই স্মরণ করি। বাবাও বলেন আমাদের স্মরণ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। ৮৪ জন্মের কাহিনী হলো একদম সহজ। এছাড়া পরিশ্রম হলো বাবাকে স্মরণ করতে। বাবা বলেন পুরুষার্থ করে কম করে ৪ঘন্টা তো স্মরণ করো। এক ঘন্টা---আধা ঘন্টা। ক্লাসে এলে তবে মনে পড়বে - বাবা আমাদের এটা পড়ান। এখন তো তোমরা বাবার সন্মুখে যে না! বাবা বাচ্চা বাচ্চা বলে বোঝান। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা শোনো। বাবা বলেন হিয়ার নো ইভিল...এটাও এখনকারই কথা।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে আমরা জ্ঞান সাগর বাবার কাছে, বাবার সন্মুখে এসেছি। জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদের সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান শোনাচ্ছেন। আবার কেউ এই জ্ঞান গ্রহণ করবে কি করবে না সেটা তার উপর নির্ভর করে। বাবা এসে এখন আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। আমরা এখন রাজযোগ শিখছি। আবার কোনো শাস্ত্রেরও অংশ থাকবে না। ভক্তি মার্গে কিষ্কিৎ মাত্রও জ্ঞান নেই। জ্ঞান সাগর যখন আসেন, তখন তিনি জ্ঞান শোনান। ওঁনার জ্ঞান হলই সঙ্গতির জন্য। সঙ্গতি দাতা হলেনই একজন, যাঁকে ভগবান বলা হয়। সকলেই এক পতিত-পাবনকেই ডাকে আবার দ্বিতীয় কেউ কি হতে পারে! এখন বাবার দ্বারা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সত্যিকারের কথা শুনছো। বাবা শুনিয়েছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের কতো বিত্তশালী করে গিয়েছিলাম। ৫ হাজার বছরের কথা। তোমরা ডবল মুকুটধারী ছিলে, পবিত্রতারও মুকুট ছিলো, আবার যখন রাবণ রাজত্ব শুরু হয় তখন তোমরা পূজারী হয়ে যাও। এখন বাবা পড়াতে এসেছেন তো তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে, আরো সকলকে বোঝাতে হবে। বাবা বলেন আমাদের এই শরীর লোন নিতে হয়। সমস্ত মহিমা সেই একেরই, আমি তো হলাম তাঁর রথ, যাঁড় নই। সমস্ত বলিহারি তোমাদের, বাবা তোমাদের শোনান, আমি মধ্যবর্তী হয়ে শুনে নিই। আমাকে একা কীভাবে শোনাবেন! তোমাদের শোনান, আমিও শুনে নিই। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) হলেন পুরুষার্থী স্টুডেন্ট। তোমরাও হলে স্টুডেন্ট। ইনিও পড়াশুনা করেন। বাবার স্মরণে থাকেন। কতো খুশীতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখে খুশী হন- আমি এই রকম হতে চলেছি। তোমরা এখানে এসেছোই স্বর্গের প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে। রাজযোগ যে। এইম অবজেক্টও আছে। যিনি পড়ান তিনিও বসে আছেন, তবে এতো খুশী হবে নাই বা কেনো! ভিতরে-ভিতরে খুবই খুশী হওয়া উচিত। বাবার থেকে আমরা প্রতি কল্পে উত্তরাধিকার নিষি। এখানে জ্ঞান সাগরের কাছে আসে, জলের তো কোনো ব্যাপারই নেই। এটা তো বাবা সন্মুখে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও এই দেবতা হওয়ার জন্যই পড়াশুনা করছো। বাচ্চাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত- যে এখন আমরা নিজেদের গৃহে যেতে চলেছি। এখন, যে যতো পড়াশুনা করবে সেরকমই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। প্রত্যেককে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। আশাহত হয়ো না। খুবই বড় লটারি এটা। বুঝতে পেরেও আশ্চর্য ভাবে পালিয়ে গিয়ে

পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মায়া কতো প্রবল।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার যোগ্য করে তুলতে হবে। সুযোগ্য বাচ্চা হয়ে প্রমাণ দিতে হবে। আচার-আচরণ খুবই রয়্যাল হতে হবে। সম্পূর্ণ ভাবে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে।

২) আমরা হলাম স্টুডেন্ট, ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, এই খুশীতে পড়া পড়তে হবে। পুরুষার্থে কখনো হতাশ হতে নেই।

বরদান:- কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা এক সেকেন্ডে, পেপারে পাশ করতে সক্ষম পাশ উইথ অনার ভব*
এখনই-এখনই শরীরে আসা আর এখনই-এখনই শরীর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। পরিস্থিতি যতই অস্থিরতার হোক না কেন, নিজের স্থিতিও ততই অতি শান্ত যেন থাকে। এর জন্য গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি থাকা চাই। এক সেকেন্ডে বিস্তার থেকে সার-এ চলে যাও আর এক সেকেন্ডে সার থেকে বিস্তারে এসো। এরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার সম্পন্নই বিশ্বকে কন্ট্রোল করতে পারবে। আর এই অভ্যাস শেষের এক সেকেন্ডের পেপারে পাশ উইথ অনার করে তুলবে।

স্লোগান:- বাণপ্রস্থ স্থিতির অনুভব করো আর করাও তো বাল্যকালের খেলা সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

সুলভ সওদা এবং সঞ্চয়ের বাজেট

রত্নাকর বাবা তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় সওদা করে এমন সওদাগর বাচ্চাদের দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন। সওদা কতো বড়, আর কৃতসঙ্কল্প সওদাগর দুনিয়ার তুলনায় কতো সাধারণ, আলাভোলা। ভগবানের সাথে সওদা ক'রে কোন আত্মারা ভাগ্যবান হয়েছে, সেটা দেখেই বাবা মৃদু মৃদু হাসছেন। এক জন্মে তোমরা এত বড় সওদা কর, যা ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী হয়ে যাও। কি তোমরা দাও আর কি তোমরা নাও! অসংখ্য কোটির উপার্জন এবং কোটি কোটির সওদা তোমরা কতো সহজে কর। বাস্তবে, চুক্তিবদ্ধ হতে এক সেকেন্ড লাগে। আর তোমরা কতো সস্তা সওদা করেছ! এক সেকেন্ডে আর এক কথায় স্বীকার করে নিয়েছ - *হৃদয় থেকে স্বীকার করেছ 'আমার বাবা'।* এই একটা কথায় এত বড় আর অগণিত ভাণ্ডারের সওদা করে নাও তোমরা। সওদা সস্তা, নয় কি! না পরিশ্রম, না উচ্চমূল্য! না সময় দিতে হয়। আর যখন তোমরা সীমিত পরিসরের যে কোনও সওদা কর তো কতো সময় ব্যয় করতে হয়! পরিশ্রমও করতে হয় আর দিন-দিন মূল্য আরও বৃদ্ধি হয়েই যায়। আর তা' চলবেই বা কত পর্যন্ত! এক জন্মেরও গ্যারান্টি নেই। তাহলে কি তোমরা শ্রেষ্ঠ সওদা করে নিয়েছ, নাকি এখনও করতে হবে ভাবছ? পাকাপোক্ত সওদা করে নিয়েছ তো? বাপদাদা নিজের সওদাগর বাচ্চাদের দিকে দেখছিলেন আর দেখছিলেন সওদাগরের লিস্টে নামী কে কে আছে। দুনিয়ায় তারাও নামী লোকের লিস্ট বানায়, তাই না! বিশেষ ডিরেক্টরিও বানায়। বাবার ডিরেক্টরিতে কাদের নাম আছে? যাদের উপরে দুনিয়ার লোকের নজর যায় না, তারাই বাবার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে আর পরমাত্ম-নয়নের নয়নতারা হয়ে গেছে, পরমাত্ম-নয়নের আলোক রতন হয়ে গেছে। নিরাশ আত্মাদের তিনি বিশেষ আত্মায় পরিণত করেছেন। এইরকম নেশা সদা থাকে? *পরমাত্ম-ডিরেক্টরির বিশেষ ভি. আই. পি. আমরা, সেইজন্যই গায়ন আছে ভোলাদের ভগবান।* তিনি সু-চতুর, কিন্তু ভোলাদেরই তাঁর পছন্দ হয়। দুনিয়ার বহিমুখী চাতুর্য বাবার পছন্দ নয়। কলিযুগে তাদের রাজ্য। এই মুহূর্তে তারা লাখপতি, পরমুহূর্তে কাণ্ডালপতি। কিন্তু তোমরা সবাই সদাকালের জন্য পদমাপদমপতি হয়ে যাও। ভয়ের রাজ্য নয়, ভয়শূন্য।

আজকের দুনিয়ায় ধনও আছে আর ভয়ও আছে। তাদের যত বেশি ধন ততই তারা ভয়ে খায়, ভয়ে ঘুমায়। আর তোমরা নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যাও। ভীতিশূন্য হয়ে যাও। বলা হয় ভয়ের ভূত। তোমরা সেই ভূতের থেকে নিস্তার পাও। রেহাই পেয়ে গেছ, তাই না? কোনরকম ভয় আছে? যেখানে আমিত্বের ভাব থাকবে সেখানে ভয় অবশ্যই হবে।

"আমার বাবা।" শুধু এক শিববাবাই আছেন, যিনি নির্ভীক বানান। উঁনি ব্যতীত কোনও সোনার হরিণও যদি 'আমার' হয়, তখনই ভয় হবে। সুতরাং চেক কর, 'আমার আমার' সংস্কার ব্রাহ্মণ জীবনেও কোনও সূক্ষ্মরূপে থেকে যায়নি তো! সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলি পালন করছ, তাই না! রূপা বা সোনা, রিয়্যাল তখনই হয়, যখন অগ্নিতে গলিয়ে যা কিছু মিশ্র থাকে সেগুলো সরিয়ে দেয়। সেটাই রিয়্যাল সিলভার জুবিলিও, রিয়্যাল গোল্ডেন জুবিলিও, তাই না! সুতরাং জুবিলি উদযাপন করতে রিয়্যাল সিলভার, রিয়্যাল গোল্ড হতেই হবে। এমন নয়, যারা সিলভার জুবিলি উদযাপন করছে তারা সিলভারই। এতো বছরের হিসেবে সিলভার জুবিলি বলে। তোমরা কিন্তু সবাই গোল্ডেন এজের অধিকারী গোল্ডেন এজের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চেক কর কতটা রিয়্যাল গোল্ড হয়েছে? সওদা তো করেছ, কিন্তু এসেছ আর খেয়েছ। এইরকম নয় তো! এতটা সঞ্চয় তোমরা করেছ, যাতে ২১ জন্মের জন্য সদা সম্পন্ন থাকতে পারো, তোমাদের রাজবংশও সমৃদ্ধশালী থাকবে? না শুধু ২১ জন্ম, বরং দ্বাপরেও ভক্ত আত্মা হওয়ার কারণে কোনোরকম অভাব হবে না। দ্বাপরেও এত ধন থাকে যে দান-পুণ্য ভালোভাবে করতে পারো। কলিযুগের অন্তেও দেখ, অস্তিম জন্মেও ভিখারী তো হওনি, তাই না! ডাল-রুটি খেতে পারো এমন তো হয়েছে, না? তোমাদের কালোধন (অবৈধ ধন) নেই, কিন্তু ডাল-রুটি তো আছে, না? এই সময়ের উপার্জন বা সওদা তোমাদের নিশ্চিন্ত করে যে সারা কল্প তোমরা ভিখারী হবে না, এতটা পুঁজি বানিয়েছ যাতে অস্তিম জন্মেও ডাল-রুটি খেতে পারো! এতটা জমা-পুঁজির হিসেব রাখ তোমরা? কীভাবে বাজেট বানাতে হয় তা' জানো? সঞ্চয় করতে তোমরা দক্ষ, তাই না! নয়তো ২১ জন্ম কি করবে? উপার্জনশীল হবে, নাকি রাজ্য অধিকারী হয়ে রাজত্ব করবে? রয়্যাল ফ্যামিলির উপার্জনের প্রয়োজন হয় না। প্রজাদের উপার্জন করতে হবে। তা'তেও নম্বর আছে। সাহকার প্রজা, আর সাধারণ প্রজা। গরীব তো কেউ হয়ই না। কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলি পুরুষার্থের প্রারব্ধ হিসেবে রাজত্ব প্রাপ্ত করে। জন্মের পর জন্ম রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হয়। প্রত্যেক জন্মে তাদের রাজ-সিংহাসনের অধিকার থাকে না। কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকার জন্ম-জন্ম ধরে প্রাপ্ত করে! সুতরাং কি হবে তোমরা? এখন বাজেট বানাও। জমা পুঁজির স্কীম বানাও

আজকালকার দুনিয়ায় তারা ওয়েস্ট থেকে বেস্ট বানায়। তারা ওয়েস্টকে সঞ্চয় করে। সুতরাং তোমরাও সবাই সঞ্চয়ের খাতা সদা স্মৃতিতে রাখ। বাজেট বানাও। সঞ্চয় শক্তি, বাণীর শক্তি, কর্মের শক্তি, সময়ের শক্তি কীভাবে আর কোথায় তোমরা প্রয়োগ করবে। এই সব শক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে, এমন হতে দিও না। সঞ্চয়ও যদি সাধারণ হয়, ব্যর্থ হয়, তবে ব্যর্থ আর সাধারণ দুইই কিছু সঞ্চয় করল না। বরং নষ্ট করে ফেলল। সারাদিনে নিজের চাট বানাও। এই সব শক্তি কার্যে প্রয়োগ করে কতটা বাড়িয়েছ! কারণ যত কার্যে প্রয়োগ করবে, ততই শক্তি বাড়বে। জানো তো সবাই যে সঞ্চয় একটা শক্তি, কিন্তু কার্যত: ব্যবহারের অভ্যাসে নষ্টবানুক্রম আছে। কেউ কেউ আবার না তো কার্যে লাগায়, না পাপ কর্মে নষ্ট করে। সাধারণ দিনচর্যায় না তোমরা আয় করেছ, না ক্ষয় হয়েছে। সঞ্চয় তো হয়নি, তাই না! সাধারণ সেবার দিনচর্যা এবং সাধারণ প্রবৃত্তির দিনচর্যা, বাজেটের খাতায় জমা হচ্ছে বলা যাবে না। শুধু এটাই চেক করনা যে তোমরা যথাশক্তি অনুযায়ী সেবাও করেছ, পড়াও করেছ, কাউকে দুঃখ দাওনি, কোনও ভুল কর্ম করনি। কাউকে দুঃখ তো দাওনি, কিন্তু সুখ কি দিয়েছ? যেভাবে যতটা শক্তিশালী সেবা করার প্রয়োজন ছিল, ততটা করেছ? যেমন, বাপদাদা সদা ডিরেকশন দেন যে আমি এবং আমিহুভাবের ত্যাগই প্রকৃত সেবা, এইরকম সেবা করেছ? অনৈতিক বোল বলনি, কিন্তু এমন বোল কি বলেছ যা কোনও নিরাশ আত্মাকে আশাবাদী বানিয়েছে? সাহসহীনকে সাহসী বানিয়েছে? কারও মধ্যে খুশির উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করেছ? এটাই সঞ্চয়, পুঁজি। দু'চার ঘণ্টা শুধুই চলে গেছে, সঞ্চয় কিছুই হয়নি। সব শক্তি সঞ্চয় করে পুঁজি তৈরি হবে, এমন বাজেট বানাও। এই বছর বাজেট বানিয়ে কার্য কর। সব শক্তি কার্যে কীভাবে প্রয়োগ করবে, সেই প্ল্যান বানাও। ঈশ্বরীয় বাজেট এমন বানাও যাতে বিশ্বের প্রত্যেক আত্মা কিছু না কিছু প্রাপ্ত করবে, তোমাদের গুণগান করবে। সবাইকেই কিছু না কিছু দিতেই হবে। হয় মুক্তি দাও, নয়তো জীবনমুক্তি দাও। তোমরা যে শুধু মানব আত্মাকে পবিত্র বানানোর সেবা করছ তা'তো নয়, প্রকৃতিকেও পবিত্র বানানোর সেবা করছ। ঈশ্বরীয় বাজেট অর্থাৎ সকল আত্মা প্রকৃতি সহ সুখী ও শান্ত হয়ে যাবে। ওই গভর্নমেন্ট বাজেট বানায় যে তারা এত জল দেবে, এত ঘর-বাড়ী দেবে, এত বিদ্যুৎ দেবে ... তোমরা কি বাজেট বানিয়েছ?

যা তোমরা সবাইকে দেবে, অনেক জন্মের জন্য মুক্তি এবং জীবনমুক্তি! ভিখারীপনা থেকে, দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্ত করবে। অর্ধ-কল্প তো তারা আরামে থাকবে, তাদের আশা তো পূরণ হয়েই যাবে। তারা তো সবাই মুক্তিই চায়, তাই না! জানে না, অথচ চায়, নয় কি? সুতরাং নিজের জন্য এবং বিশ্বের জন্য বাজেট বানাও। বুঝেছ তোমরা, কি করতে হবে! সিলভার আর গোল্ডেন জুবিলি দুইই এই বছরে উদযাপন করছ, তাই না? সুতরাং, এই বছর গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা।

যারা সদা শ্রেষ্ঠ সওদা স্মৃতিতে বজায় রাখে, সদা সঞ্চয়ের খাতা বৃদ্ধি করে, সদা সব শক্তি কার্যে লাগিয়ে বিস্তার ঘটায়, সদা সময়ের মাহাত্ম্যে জেনে মহান হয় এবং অন্যদেরও মহান বানায়, এইরকম শ্রেষ্ঠ ধনবান, শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ বাম্বাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারদের সাথে :- কুমার জীবনও লাকি জীবন। কারণ ভুল সিঁড়ি চড়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। কখনো ভুল সিঁড়ি চড়ার সঞ্চয় আসে না তো! এমনকি, যারা চড়েছে, তারাও নিচে নামছে। যারা প্রবৃত্তিতে আছে তারাও তো নিজেদের কুমার কুমারী বলে, তাই না! তাহলে তারা তো সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে, নেমেছে না? সুতরাং, নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সদা স্মৃতিতে রাখ। কুমার জীবন অর্থাৎ বন্ধন থেকে রক্ষা পাওয়ার জীবন। নয়তো দেখ কতো বন্ধনে বেঁধে যাবে তোমরা! সুতরাং বন্ধনের টানা-পোড়েন থেকে তোমরা বেঁচে গেছ। মন থেকেও স্বতন্ত্র, সম্বন্ধ থেকেও তোমরা স্বতন্ত্র। কুমার জীবনই তো স্বতন্ত্র। কখনো স্বপ্নেও এই খেয়াল আসে না তো - একটু যদি সহযোগী পাওয়া যেত! কোনও সাথী পাওয়া যেত! অসুস্থতায় সাহায্য হয়ে যেত ... এইরকম কখনো ভাবো! একেবারেই খেয়াল আসে না? কুমার জীবন অর্থাৎ সদা উদন্ত বিহঙ্গ, বন্ধনে আটকা পড়ে নেই। কখনো কোনও সঞ্চয় আসতে দিও না। সদা নির্বন্ধন হয়ে তীব্রগতিতে সামনে এগিয়ে চলো।

কুমারীদের সাথে :- সেবায় এগিয়ে যাওয়ার লিঙ্ক কুমারীদের প্রাপ্ত হয়েছে। এই লিঙ্কই শ্রেষ্ঠ গিঙ্ক। এই গিঙ্ক কীভাবে ইউজ করতে হয় জানো তোমরা! নিজেদের যত শক্তিশালী বানাবে, তোমরা সেবাও ততই শক্তিশালী করবে। যদি নিজেরাই দুর্বল হও তবে তো সেবাও দুর্বল হবে, সেইজন্য শক্তিশালী হয়ে শক্তিশালী সেবাধারী তৈরি হও। এইরকম প্রস্তুতি নিয়ে চলো, যাতে সময়ে সফলতা-পূর্বক সেবায় নিয়োজিত হতে পার আর সামনের দিকে নম্র নিয়ে নাও। এখন তো তোমাদের পড়াশোনায় সময় দিতে হয়, তাহলে তো শুধু একটা কাজই করতে হবে, সেইজন্য যেখানেই থাক ট্রেনিং নিতে

থাক। নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের সাহচর্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে থাক। তাহলে যোগ্য সেবাধারী হয়ে যাবে। তোমরা যত এগিয়ে যাবে ততই নিজেদেরই লাভ হবে।

সেবাধারী - টিচার্স বোনেদের সাথে:-

১) সেবাধারী অর্থাৎ সদা নিমিত্ত। নিমিত্ত ভাব - সেবাতে স্বতঃই সফলতা লাভ করায়। নিমিত্ত ভাব নেই তো সফলতা নেই। সদা বাবার ছিলে, বাবার আছ আর বাবারই থাকবে - এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছে, না? সেবাধারী অর্থাৎ যে তার প্রতি কদম বাবার কদমে রাখে। একেই বলে, ফলো ফাদার হওয়া। তোমাদের প্রতি কদম শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণে শ্রেষ্ঠ বানাও, এমনই সেবাধারী তোমরা, তাই না! সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করা সেবাধারীদের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। তাহলে সবাই তোমরা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বজায় রাখ, তাই না! সেবাতে এবং নিজের মধ্যে ব্যর্থ যত সমাপ্ত হয়ে যায়, ততই সেবা ও আত্মা (স্ব) শক্তিশালী হয়। সুতরাং ব্যর্থকে সমাপ্ত করা এবং সদা শক্তিশালী থাকাই সেবাধারীদের বিশেষত্ব। তোমরা নিমিত্ত হওয়া আত্মারা যত শক্তিশালী হবে, সেবাও ততই শক্তিশালী হবে। সেবাধারীর অর্থই হলো, সেবাতে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা। যারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, তারা অন্যদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে পারে। সুতরাং, সদা প্রত্যক্ষরূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতীয়মান হতে দাও। এইরকম নয় যে, আমি ভিতরে তো সেইরকমই থাকি, কিন্তু বাইরে দেখা যায় না। গুপ্ত পুরুষার্থ আলাদা ব্যাপার কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা লুকিয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের মুখে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার ঝলক নিজে থেকেই দেখা দেবে। তোমরা কিছু বলো বা নাই বলো, কিন্তু চেহারা বলবেই, ঝলক বলবে। এমনই সেবাধারী তোমরা?

সেবায় গোল্ডেন চান্স পাওয়া - এটাও শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের লক্ষণ। সেবাধারী হওয়ার ভাগ্য তো প্রাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাদের ভাগ্য বানাতে হবে এবং দেখ সেবাধারী নম্বর ওয়ান নাকি টু! শুধু একরকম ভাগ্য নয়, বরং ভাগ্যের উপরে ভাগ্যের প্রাপ্তি। ভাগ্য যত প্রাপ্ত করতে থাকবে, সামনের দিকে নম্বরও নিজে থেকেই বেড়ে চলবে। একেই বলে, পদমাপদম ভাগ্যবান। এক সাবজেক্টে নয়, সব সাবজেক্টে সফলতা স্বরূপ। আচ্ছা!

২) সবচেয়ে বেশি খুশি কার বাবার নাকি তোমাদের? কেন বলছ না যে সবচেয়ে বেশি খুশি তোমাদের! দ্বাপর থেকে ভক্তিতে ডেকেছ আর এখন প্রাপ্ত করেছে তো কতো খুশি হবে! ৬৩ জন্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা রেখেছ আর ৬৩ জন্মের ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেছে তাহলে কতো খুশি হবে! কোনও কিছুর ইচ্ছা পূর্ণ হলে তো খুশি হয়ই, তাই না! এই খুশিই বিশ্বকে খুশি দেবে। তোমরা যখন খুশি হও তো সারা বিশ্ব খুশি হয়। এইরকম খুশি তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, তাই না! যখন তোমরা বদলে যাও তো দুনিয়াও বদলে যায়। আর এমন বদল হয় যার মধ্যে দুঃখ আর অশান্তির লেশমাত্র থাকে না। সুতরাং, সদা খুশিতে নাচতে থাক। সদা নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা সঞ্চয় করে চলো। সবার মধ্যে খুশির খাজানা ভাগ করে দাও। আজকের সংসারে খুশি নেই। সবাই খুশির জন্য ভিখারী, তাদের খুশিতে ভরপুর বানাও। সদা এই সেবাতে এগিয়ে যেতে থাক। যে আত্মারা নিরুৎসাহ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে থাক। কিছু করতে পারি না, কিছুই সম্ভবপর নয় - তারা এমনই হতাশার ভাবনা ভাবছে। সুতরাং তোমরা বিজয়ী হয়ে তাদের বিজয়ী বানাও আর তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াও। সদা বিজয়-স্মৃতির তিলক লেগে থাকতে দাও। তোমরা তিলকধারীও এবং স্বরাজ্য অধিকারীও - সদা এই স্মৃতিতে থাক।

***প্রশ্ন:-** যারা কাছের নক্ষত্র তাদের লক্ষণ কি হবে?*

উত্তর:- তারা সমান প্রতীয়মান হবে। কাছের নক্ষত্রদের মধ্যে বাপদাদার গুণ আর কর্তব্য দৃশ্যমান হবে। যত নৈকট্য ততই সমতা থাকবে। তাদের মুখমন্ডল বাপদাদার সাক্ষাৎকার করানোর দর্পণ হবে। তাদের দেখে লোকের বাপদাদার পরিচয় প্রাপ্ত হবে। যদিও তারা দেখবে তোমাদের, কিন্তু আকৃষ্ট হবে বাপদাদার প্রতি। একেই বলে, 'সন শোজ দ্য ফাদার।' স্নেহীর প্রতি কদমে, যার প্রতি স্নেহ-প্রেম থাকে তার ছাপ প্রতীয়মান হয়। যত হর্ষিতমূর্ত ততই আকর্ষণ-মূর্ত হয়ে যায়। আচ্ছা!

বরদান:- সেবা দ্বারা অনেক আত্মার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে সদা অগ্রসর হয়ে মহাদানী ভব*
মহাদানী হওয়া অর্থাৎ অন্যদের সেবা করা, অন্যদের সেবা করলে নিজের সেবা স্বতঃই হয়ে যায়। মহাদানী হওয়া অর্থাৎ নিজেকে সৌভাগ্যশালী করা, যত আত্মাকে তোমরা সুখ, শক্তি ও জ্ঞানের দান দেবে, সেই

আল্লাদের প্রাপ্তির আওয়াজ বা কৃতজ্ঞতা যা কিছু বের হয়, তা' তোমাদের জন্য আশীর্বাদের রূপ হয়ে যাবে । এই আশীর্বাদই এগিয়ে যাওয়ার সাধন । যার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় সে সदा খুশি থাকে । সুতরাং রোজ অমৃতবেলায় মহাদানী হওয়ার প্রোগ্রাম বানাও । কোনও সময়, বা একটা দিনও যেন এমন না হয়, যখন দান দাওনি ।

স্লোগান:- এখনের প্রত্যক্ষ ফল আল্লাকে উড়তি কলার বল দেয় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের যাত্রায় থাকার জন্য পরিশ্রম করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে, এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন, পুনরায় তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন"

প্রশ্ন:- তোমাদের কোন্ সমাচার সকলকে দিতে হবে?

উত্তর:- এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই পবিত্র হও। পতিত-পাবন পিতা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে, এই সমাচার সকলকে দিতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তাঁর নিজের পরিচয় তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো বাবাকে প্রত্যক্ষ(শো) করানো। বলাও হয় যে, 'সন শো'জ ফাদার' অর্থাৎ পুত্রের মাধ্যমে পিতার প্রত্যক্ষতা।

গীত:- া:- মরণ তোমার পথে(গলি), বাঁচাও তোমার পথে.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের অর্থ শুনেছে যে, বাবা আমরা তোমার রুদ্রমালায় গ্রথিত(গাঁথা) হয়েই যাবো। এই গানও ভক্তিমাগেই রচিত হয়েছে। এখনও দুনিয়ায় যত সামগ্রী রয়েছে, জপ-তপ, পূজা-পাঠ -- এসবই হলো ভক্তিমাগের। ভক্তি হলো রাবণ-রাজ্য, জ্ঞান রাম-রাজ্য। জ্ঞানকে বলা হয় নলেজ, পড়াশোনা। ভক্তিকে পড়াশোনা বলা যায় না। এতে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না যে, আমরা কী হতে চলেছি, ভক্তি কোনো পড়া নয়। রাজযোগ শেখাও হলো একধরনের পড়া, পড়াশোনা এক (বিশেষ) স্থানে, স্কুলেই পড়ানো হয়। ভক্তিতে দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খেতে হয়। পড়া মানে পড়া। তাই পড়াশোনা সম্পূর্ণরূপে করা উচিত। বাচ্চারা জানে যে, আমরা স্টুডেন্ট। অনেকেই রয়েছেন যারা নিজেদের স্টুডেন্ট মনে করে না, কারণ তারা পড়েই না। না পিতাকে পিতা মনে করে, না শিববাবাকে সঙ্গতিদাতা মনে করে। এমনও আছে, যাদের বুদ্ধিতে কিছু বসেই না, এখন তো রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে, তাই না! তাতে সব ধরনেরই মানুষ থাকে। বাবা এসেছেনই পতিতকে পবিত্র করতে। বাবাকে আহ্বানও করে -- হে পতিত-পাবন এসো। বাবা এখন বলেন, পবিত্র হও। বাবাকে স্মরণ করো। প্রত্যেককে বাবার সমাচার দাও। এইসময় ভারতই বেশ্যালয়। পূর্বে ভারতই শিবালয় ছিল। এখন দ্বি-মুকুট নেই। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো যে এখন পতিত-পাবন পিতা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। স্মরণেই পরিশ্রম। অতি অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা (বাবার) স্মরণে থাকে। ভক্তমালাও অল্পসংখ্যকেরই হয়, তাই না! ধনা ভগৎ, নারদ, মীরা ইত্যাদি নামের উল্লেখ রয়েছে। এরমধ্যেও সকলেই তো এসে পড়বে না। কল্প-পূর্বে যারা এসে পড়েছিল তারাই আসে। তারা বলে, বাবা কল্প-পূর্বেও আমরা পড়া অথবা স্মরণের যাত্রা শেখার জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। বাচ্চারা, এখন বাবা এসেছেনই তোমাদের নিয়ে যেতে। তিনি বোঝান যে, তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে তাই আহ্বান করো যে, এসে আমাদের পবিত্র করো। এখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও। বাবা পড়ানও, আবার সঙ্গে করেও নিয়ে যান। বাচ্চাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। বাবা পড়াচ্ছেন, কৃষ্ণকে বাবা বলবে না। কৃষ্ণকে পতিত-পাবনও বলবে না। এ কেউ জানে না যে, বাবা কাকে বলা হয় আর তিনি কিভাবে জ্ঞান প্রদান করেন। এ শুধু তোমরাই জানো। বাবা নিজের পরিচয় তাঁর সন্তানদেরই দেন। নতুন কারোর সঙ্গে বাবা মিলতে পারেন না। বাবা বলেন, সন শো'জ ফাদার। বাচ্চাই বাবার শো(প্রত্যক্ষতা) করবে। কারোর সঙ্গে বাবার মিলিত হওয়ার বা কথা বলার প্রয়োজন নেই। যদিও বাবা এতটা সময় পর্যন্ত নতুন-নতুনদের সঙ্গে মেলেন, ড্রামায় ছিল, অনেকেই আসতো। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বাবা বুলিয়েছেন যে, ওদেরকেও উদ্ধার করতে হবে, ওদেরও তো কাজ-কর্ম করতেই হবে। তা নাহলে শত্রু আক্রমণ করবে। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। গীতায় রয়েছে, যারা যুদ্ধের ময়দানে শরীর পরিত্যাগ করবে তারা স্বর্গে যাবে। কিন্তু এমন হতে পারে না। যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন তিনি যখন আসবেন, তখনই যাবে। স্বর্গ কি বস্তু, তাও কেউ জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা ৫ বিকার-রূপী রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করো, বাবা বলেন -- অশরীরী ভব। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। এভাবে আর কেউ বলতে পারে না।

একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কাউকেই সর্বশক্তিমান বলতে পারবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও বলতে পারবে না। অলমাইটি হলেন একমাত্র বাবা-ই। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বময়কর্তা), জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। এই যে সাধু-সন্তাদিরা রয়েছেন তারা হলো শাস্ত্রজ্ঞ (শাস্ত্রের অথরিটি)। ভক্তির অথরিটিও বলা যাবে না। তাদের হলো শাস্ত্রের অথরিটি, তাদের সবকিছুই শাস্ত্র-নির্ভর। তারা মনে করে, ভক্তির ফলও ভগবানকে দিতে হবে। ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, কবে সমাপ্ত হবে, সেও জানে না। ভক্তরা মনে করে, ভক্তিতেই ভগবান রাজী(সন্তুষ্ট) হবেন। ভগবানের

সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে ভক্তি করলে রাজী হবেন কী ? ওঁনাকে ভক্তি করলে তবে তো সন্তুষ্ট হবেন, তাই না! তোমরা শঙ্করকে ভক্তি করলে বাবা কিভাবে সন্তুষ্ট হবেন ? তোমরা হনুমানের পূজা করলে কি বাবা সন্তুষ্ট হবেন ? সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে, কিন্তু (ফল) প্রাপ্তি কিছুই নেই। বাবা বলেন, অবশ্যই আমি সাক্ষাৎকার করাই, কিন্তু এমন নয় যে তারা আমার সঙ্গে এসে মিলিত হতে পারবে। না, তোমরাই কেবল আমার সঙ্গে মিলিত হও। ভক্ত ভক্তি করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। তারা বলে, জানি না ভগবান কিরূপে এসে মিলিত হবেন, তাই একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা (ব্লাইন্ড-ফেথ)। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তোমরা জানো যে, তিনি হলেন নিরাকার পিতা, যখন তিনি শরীর ধারণ করেন তখনই নিজের পরিচয় দেন যে, 'আমি তোমাদের পিতা'। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম পুনরায় তোমাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়েছে। এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতেই থাকে। দ্বাপরের পরেই অন্যান্য ধর্ম আসে, এসে নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করে। এ কোনো মহিমা(বড়াই) করার মতন কথা নয়। মহিমা কারোর-ই নয়। ব্রহ্মার মহিমাও তখনই হয় যখন বাবা এসে প্রবেশ করেন। তা নাহলে ইনিও তো ব্যবসা করতেন, ইনি কি জানতেন যে, 'আমার মধ্যে ভগবান আসবেন', না জানতেন না। বাবা প্রবেশ করে বুঝিয়েছেন যে, 'কিভাবে আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছি'। কিভাবে এঁকে দেখিয়েছি যে -- আমার যা তা তোমার, তোমার যা তা আমার, দেখে নাও। নিজ তন-মন-ধন দ্বারা তুমি আমার সাহায্যকারী হও, তার ফলস্বরূপ তুমি এইসব প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন -- আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি, যে তার নিজের জন্মকেও জানে না। কিন্তু আমি কবে আসি, কিভাবে আসি তা কেউ জানে না। তোমরা এখন দেখো যে, বাবা সাধারণ শরীরে এসেছেন। এঁনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখাচ্ছেন। জ্ঞান অনেক সহজ। নরকের ফটক(গেট) বন্ধ হয়ে স্বর্গের ফটক কিভাবে খোলে --- সেও তোমরাই জানো। দ্বাপরে রাবণ-রাজ্য শুরু হয় অর্থাৎ নরকের দ্বার খোলে। নতুন আর পুরানো দুনিয়াকে আধাআধি ভাবে রাখা হয়। বাবা এখন বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলি। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-নাশ হয়ে যাবে। এই জন্মের পাপের কথাও বলতে হবে। স্মরণে তো থাকে, তাই না! যে, কি পাপ করেছি? কি-কি দান-পুণ্য করেছি ? এঁনার নিজের বাল্যকালকে জানা আছে, তাই না! কৃষ্ণেরই নাম হলো শ্যাম আর সুন্দর(গৌরবর্ণ), শ্যাম-সুন্দর। এর অর্থ কখনো কারোর বুদ্ধিতে আসবে না। নাম শ্যাম-সুন্দর, আর চিত্রে কালো করে দিয়েছে। রঘুনাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখবে -- সেখানেও কালো, হনুমানের মন্দিরে দেখো -- সেখানেও সকলকে কালো করে তৈরী করে। এ হলোই পতিত দুনিয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদের চিন্তা রয়েছে যে, আমাদের শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে। এরজন্যই তোমরা বাবার স্মরণে থাকো। বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। আমাকে স্মরণ করো তবেই পাপ ভস্মীভূত হবে। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন তোমাদের নিয়ে যেতে। তাহলে শরীর অবশ্যই এখানে পরিত্যাগ করবে। শরীর-সহ কি নিয়ে যাবেন, না তা যাবেন না। অপবিত্র আত্মারা যেতে পারবে না। অবশ্যই বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলবেন। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ভক্তিমার্গে থাকে অন্ধশ্রদ্ধা। শিব-কাশী বলে, আবার বলে -- শিব গঙ্গা এনেছেন, ভগীরথের (ভাগ্যশালীরথ) মাধ্যমে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। মাথার থেকে জল কিভাবে নির্গত হবে। ভগীরথ কি কোনো পাহাড়ের উপর গিয়ে বসে রয়েছেন, যার জটা থেকে গঙ্গা নির্গত হবে। জল যা বর্ষিত হয়, তা সমুদ্র থেকে (বাষ্পাকারে) টেনে নেওয়া হয়, যা থেকে সমগ্র দুনিয়ায় জলবর্ষন হয়। নদী তো সর্বত্রই রয়েছে। পর্বতের উপর বরফ জমে যায় তার থেকেও (বরফ গলে) জল আসতে থাকে। পাহাড়ের গুহার অভ্যন্তরেও জলস্রোত থাকে, সেখান থেকেও কুয়াতে জল আসতে থাকে। সেও আবার বর্ষার উপর ভিত্তি করে। বৃষ্টি না পড়লে কুয়াও শুকিয়ে যায়।

তারা বলেও যে, বাবা আমাদের পবিত্র করে স্বর্গে নিয়ে চলো। আশাই থাকে স্বর্গের, কৃষ্ণপূরীর। বিষ্ণুপূরীর কথা কারোর জানা নেই। কৃষ্ণের ভক্তরা বলবে যে --- যেকোনো চাই শুধু কৃষ্ণই-কৃষ্ণ দেখি। আরে, যখন পরমাত্মা সর্বব্যাপী তখন কেন বলো না যে, যেখানেই দেখো শুধু পরমাত্মাই-পরমাত্মা। পরমাত্মার ভক্তরা আবার বলে যে, এসব ওঁনারই রূপ। তিনিই এইসব লীলাখেলা করছেন। ভগবান রূপ ধরেন, লীলা করার জন্য। তাহলে এখন অবশ্যই লীলা করবেন, তাই না! পরমাত্মার দুনিয়া স্বর্গে দেখো, ওখানে অপবিত্রতার কোনো কথাই নেই। এখানে তো শুধু নোংরাই-নোংরা(শুধুই অপবিত্রতা) আবার এখানেই বলা হয় যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী। পরমাত্মাই সুখ দেন। বাচ্চার জন্ম হলে সুখী হয়, মৃত্যু হলে দুঃখী হবে। আরে, ভগবান তোমাদের কোনো জিনিস দিয়ে যদি নিয়ে নেয় তবে তাতে তোমাদের কান্নাকাটি করার কি দরকার ! সত্যযুগে এমন কান্নাকাটি করার মতন দুঃখ থাকেই না। মোহজীত রাজার দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। এইসব হলো মিথ্যা উদাহরণ। এতে কোনো সার(সত্যতা) নেই। সত্যযুগে ঋষি-মুনি থাকে না। আর এখানেও এমন কথা হতে পারে না। এমন কোনো মোহজীত রাজা হতে পারে না। ভগবানুবাচ --- যাদব, কৌরব, পান্ডব এখন কি করছে ? তোমাদের বাবার সঙ্গে যোগ রয়েছে। বাবা বলেন --- বাচ্চারা, আমি তোমাদের দ্বারাই ভারতকে স্বর্গে পরিনত করি। এখন যারা পবিত্র হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। যাকেই পাবে তাকেই বলো যে, ভগবান বলেন -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ

করো। আমার সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হও আর কাউকে স্মরণ কোরো না। এ হলো অব্যভিচারী স্মরণ। এখানে কোনো জল ইত্যাদি চড়াতে হবে না। ভক্তিমার্গে ইনি ব্যবসাদি করেও স্মরণ করতেন, তাই না! গুরুরাও বলেন -আমাকে স্মরণ করো, নিজের পতিকে স্মরণ কোরো না। বাচ্চারা, তোমাদের কত কথা বোঝান। মুখ্যকথা হলো এই যে, সকলকে সমাচার দাও -- বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। বাবা মানেই ভগবান। ঈশ্বর নিরাকার। কৃষ্ণকে সকলে ভগবান বলে না। কৃষ্ণ তো বাচ্চা। শিববাবা যদি এঁনার মধ্যে না থাকতো তাহলে তোমরাও থাকতে কি ? শিববাবা এঁনার মাধ্যমে তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, নিজের করে নিয়েছেন। তিনি মাতাও হন, আবাবার পিতাও হন। মাতা তো সাকারী-রূপে চাই, তাই না! তিনি হলেন পিতা। এমন-এমন কথা ভালভাবে ধারণ করো।

বাচ্চারা, তোমাদের কখনো কোনো কথায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। পড়াও কখনও ছাড়া উচিত নয়। অনেক বাচ্চারা সঙ্গদোষে এসে অভিমানবশতঃ নিজে পাঠশালা খুলে ফেলে। যদি পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করে চলে গিয়ে নিজে পাঠশালা খোলে তবে তা মূর্থতা, অভিমানী হলে তো তার পাঠশালা খোলার যোগ্যতাই নেই। এই দেহ-অভিমান তোমার চলবেই না কারণ বুদ্ধিতে তো শত্রুতা রয়েছে তা স্মরণে আসবে। কাউকে কিছুই বোঝাতে পারবে না। এমনও হয় যে, যাকে জ্ঞান দেয় সে দ্রুত এগিয়ে যায়, আর স্বয়ং অধঃপতনে যায়। নিজেও বুঝতে পারে যে, আমার থেকে এর অবস্থা ভাল। যে পড়ে সে রাজা হয়ে যায় আর যে পড়ায় সে দাস-দাসী হয়ে যায়, এমনও হয়। পুরুষার্থ করে বাবার গলার হার হতে হবে। বাবা জীবিত অবস্থায় আমি তোমার হয়ে গেছি। বাবার স্মরণের দ্বারাই তরী পার হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কখনো কোনো কথায় বিভ্রান্ত হওয়া না। পরস্পরে অভিমান করে পড়া ছাড়া উচিত নয়। শত্রুতাও দেহ-অভিমান। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে অনেক-অনেকভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে। পবিত্র হতে হবে, নিজের আচরণ দ্বারা বাবার শো করতে হবে।

২) প্রীতি-বুদ্ধি হয়ে অদ্বিতীয় পিতার অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। তন-মন-ধন দ্বারা বাবার কার্যে সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ- নিজেকে নিজেই পরিবর্তিত করে বিশ্বের আধার-মূর্তি হওয়া শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী ভব*

ব্যাখ্যা :- শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাপদাদার শিক্ষা হলো এই যে -- বাচ্চা! নিজেকে পরিবর্তন করো। নিজেকে পরিবর্তনের পরিবর্তে পরিস্থিতিকে অথবা অন্য আত্মাদের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করো বা এই সঙ্কল্প আসে যে, এর থেকে মুক্তি পেলে, সহযোগ বা ভরসা পেলে তবে পরিবর্তিত হবো -- এমন কোনো আধারের উপর ভিত্তি করে যারা পরিবর্তিত হয় তাদের প্রালঙ্কও(ফল) অন্য কারোর উপরেই নির্ভর করবে । কারণ যতজনের উপর নির্ভর করবে ততই জমার খাতা শেয়ারের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে, তাই সর্বদা এই লক্ষ্য রাখো যে, নিজেকে পরিবর্তিত হতে হবে। আমি, স্বয়ং বিশ্বের আধার-মূর্তি (আত্মা)।

স্লোগানঃ- সংগঠনে উৎসাহ-উদ্দীপনায় এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পে, সফলতা নিশ্চিত।*

"মৰমৰ সন্তানসকল – সদায় এইটো নিচাত থাকিব। যে আমি সংগমযুগী ব্ৰাহ্মণ, আমি জানো যে যিজন বাবাক সকলোৱে আহ্বান কৰি আছে তেওঁ আমাৰ সন্মুখত আছে"

প্ৰশ্ন: যিসকল সন্তানৰ বুদ্ধিযোগ ঠিক হ'ব, তেওঁলোকৰ কি সাক্ষাৎকাৰ হৈ থাকিব?

উত্তৰ: সত্যযুগী নতুন ৰাজধানীত কি কি হ'ব, কেনেকৈ আমি স্কুলত পঢ়িম আকৌ ৰাজ্য চলাম। সমীপত আহি থকাৰ লগে লগে এই সকলোবোৰৰ সাক্ষাৎকাৰ হৈ থাকিব। কিন্তু যিসকলৰ বুদ্ধিযোগ ঠিক, যিসকলে নিজৰ শান্তিধাম আৰু সুখধামক স্মৰণ কৰে, ধান্দা (পেছাগত কাম-কাজ) আদি কৰিও এজন পিতাৰ স্মৃতিত থাকে, তেওঁলোকৰহে এই সকলোবোৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব।

গীত: ওঁম নমো শিৱায়.....

ওঁম শান্তি। ভক্তি মার্গত আৰু যিবোৰ সংসংগ থাকে, তালৈতো চাগৈ সকলোৱে গৈছা। তাত হয়তো ক'ব যে সকলোৱে কোৱা "ব্ৰাহ গুৰু" বা "ৰাম"ৰ নাম ক'ব। ইয়াত সন্তানসকলে একো কোৱাৰো প্ৰয়োজন নাথাকে। এবাৰেই কৈ দিলা, বাৰে বাৰে কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। পিতাও এজন, তেওঁ এটা কথাই কয়। কি কয়? সন্তানসকল, মামেকম (মনেৰে কেৱল মোক) স্মৰণ কৰা। প্ৰথমে শিকি লৈ পাচত আহি ইয়াত বহে। আমি যিজন পিতাৰ সন্তান হওঁ তেওঁক স্মৰণ কৰিব লাগে। এইটোও তোমালোকে এতিয়া ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা জানিছা যে আমাৰ; সকলো আত্মাৰ পিতা সেই এজনেই। জগতে এইটো নাজানে। তোমালোকে জানা আমি সকলো সেইজন পিতাৰ সন্তান, তেওঁক সকলোৱে "গ'ড ফাদাৰ" বুলি কয়। এতিয়া ফাদাৰে কয় - মই এই সাধাৰণ শৰীৰত তোমালোকক পঢ়াবলৈ আহোঁ। তোমালোকে জানা যে বাবা এওঁৰ শৰীৰত আহিছে, আমি তেওঁৰ হৈছোঁ। বাবাহে আহি পতিতৰ পৰা পৱন হোৱাৰ মার্গ দেখুৱাই দিয়ে। এয়া গোটেই দিন বুদ্ধিত থাকে। শিৱবাবাৰ সন্তানতো সকলোৱে হয় কিন্তু তোমালোকে জানা অন্য কোনেও নাজানে। তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা যে আমি আত্মা, আমাক পিতাই আদেশ দিছে যে মোক স্মৰণ কৰা। মই তোমালোকৰ বেহদৰ পিতা। সকলোৱে চিঞৰি থাকে যে পতিত-পৱন আহক, আমি পতিত হৈ গৈছোঁ। এয়া শৰীৰে নকয়। আত্মাই এই শৰীৰৰ দ্বাৰা কয়। ৪৪ জন্মও আত্মাই লয় নহয় জানো। এইটো বুদ্ধিত থাকিব লাগে যে আমি এক্টৰ (ভাৱৰীয়া)। বাবাই আমাক এতিয়া ত্ৰিকালদৰ্শী কৰি তুলিছে। আদি-মধ্য-অন্তৰ জ্ঞান দিছে। পিতাকেই সকলোৱে মাতে নহয় জানো। এতিয়াও তেওঁলোকে ক'ব, কৈ থাকে যে আহক আৰু তোমালোক সংগমযুগী ব্ৰাহ্মণসকলে কোৱা যে বাবাৰ আগমন হৈছে। এই সংগমযুগকো তোমালোকে জানা, ইয়াক পুৰুষোত্তম যুগ হিচাপে গায়ন কৰা হয়। পুৰুষোত্তম যুগ হয়েই কলিযুগৰ অন্ত আৰু সত্যযুগৰ আদিৰ মাজৰ সময়খিনি। সত্যযুগত সত্য পুৰুষ, কলিযুগত মিথ্যা পুৰুষ থাকে। সত্যযুগত যিসকল আহি গৈছে, তেওঁলোকৰ চিত্ৰ আছে। সকলোতকৈ পুৰণি এই চিত্ৰবোৰ, ইয়াতকৈ পুৰণি কোনো চিত্ৰ নাথাকে। এনেয়েতো মনুষ্যই বহুত অপ্ৰয়োজনীয় চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। এইটো তোমালোকে জানা কোন কোন হৈ গ'ল। যেনেকৈ তলত অশ্বাৰ চিত্ৰ আছে অথবা কালীৰ চিত্ৰ আছে, কিন্তু এনেকুৱা ভূজাধাৰী থাকিব পাৰে জানো। অশ্বাৰো দুখন ভূজাই থাকিব নহয় জানো। মনুষ্যইতো গৈ হাত যোৰ কৰি পূজা কৰে। ভক্তিমাৰ্গত অনেক প্ৰকাৰৰ চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে। মনুষ্যকেই বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে সজায় তেতিয়া ৰূপ সলনি হৈ যায়। এনেকুৱা কোনো চিত্ৰ আদি বাস্তৱত নাই। এয়া সকলো হৈছে ভক্তি মার্গ। ইয়াততো মনুষ্য পংগু (হাত নথকা) বা থোৰাও হৈ যায়। সত্যযুগত এনেকুৱা নহয়। সত্যযুগকো তোমালোকে জানা, আদি সনাতন দেৱী-দেৱতা ধৰ্ম আছিল। ইয়াততো ড্ৰেচ (সাজ-পাৰ) চোৱা প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ কিমান ভেৰাইটি (বৈচিত্ৰ্য) আছে। তাততো যেনেকুৱা ৰজা-ৰাণী, তেনেকুৱা প্ৰজা হয়। যিমানে সমীপত আহি থাকিব। তোমালোকৰ নিজৰ ৰাজধানীৰ ড্ৰেচ আদিৰো সাক্ষাৎকাৰ হৈ থাকিব। দেখি থাকিব। আমি এনেকৈ স্কুলত পঢ়োঁ, এয়া কৰোঁ। দেখিবও সেইসকলে যাৰ বুদ্ধিযোগ ভাল (স্বচ্ছ)। নিজৰ শান্তিধাম-সুখধামক স্মৰণ কৰে। ধান্দা (পেছাগত কাম-কাজ) আদিতো কৰিবই লাগিব। ভক্তিমাৰ্গতো ধান্দা আদিতো কৰে নহয় জানো। জ্ঞান একোৱে নাছিল। এই সকলোবোৰ হৈছে ভক্তি। তাক কোৱা হ'ব ভক্তিৰ জ্ঞান। তেওঁলোকে এইটো জ্ঞান দিব নোৱাৰে যে তোমালোক বিশ্বৰ মালিক কেনেকৈ হ'ব। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত পঢ়ি ভৱিষ্যত বিশ্বৰ মালিক হোৱাগৈ। তোমালোকে জানা এই পঢ়া হৈছেই নতুন সৃষ্টি, অমৰলোকৰ বাবে। বাকী অমৰনাথত শঙ্কৰে পাৰ্ৱতীক কোনো অমৰকথা শুনোৱা নাই। তেওঁলোকেতো শিৱ-শঙ্কৰক একাকাৰ কৰি দিয়ে।

এতিয়া পিতাই তোমালোক সন্তানসকলক বুজাই আছে, এৱোঁ (ব্ৰহ্মাৰো) শুনো। পিতাৰ বাহিৰে সৃষ্টিৰ আদি-মধ্য-অন্তৰ

ৰহস্য কোনে বুজাব পাৰিব। এওঁ (ব্ৰহ্মা) কোনো সাধু-সন্ত আদি নহয়। যেনেকৈ তোমালোক গৃহস্থ ব্যৱহাৰত আছিল, তেনেকৈ এৱোঁ আছিল। ড্ৰেচ আদি সকলো সেয়াই। যেনেকৈ ঘৰত মা-পিতা, সন্তানসকল থাকে, একো পাৰ্থক্য নাই। পিতাই এই ৰথত আৰোহন কৰি সন্তানসকলৰ ওচৰলৈ আহে। এইখনক (ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰক) ভাগ্যশালী ৰথ বুলি গায়ন কৰা হয়। কেতিয়াবা ষাণ্ডৰ ওপৰত আৰোহন কৰাও দেখুৱায়। মনুষ্যই ওলোটাকৈ বুজি লৈছে। মন্দিৰত জানো কেতিয়াবা ষাণ্ড থাকিব পাৰে? কৃষ্ণতো হৈছে প্ৰিন্স (ৰাজকুমাৰ), তেওঁ জানো ষাণ্ডৰ ওপৰত বহিব। ভক্তি মার্গত মনুষ্য বহুত বিবুদ্ধিত পৰি আছে। মনুষ্যৰ হৈছে ভক্তি মার্গৰ নিচা। তোমালোকৰ হৈছে জ্ঞান মার্গৰ নিচা। তোমালোকে কোৱা - এই সংগমত বাবাই আমাক পঢ়াই আছে। তোমালোক আছা এইখন সৃষ্টিত কিন্তু বুদ্ধিৰে জানা যে আমি ব্ৰাহ্মণ সংগমযুগত আছোঁ। বাকী সকলো মনুষ্য কলিযুগত আছে। এইবোৰ অনুভৱৰ কথা। বুদ্ধিয়ে কয় যে আমি কলিযুগৰ পৰা এতিয়া আঁতৰি আহিলোঁ। বাবাৰ আগমন হৈছে। এই পুৰণি সৃষ্টিখনেই পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। এয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে, অন্য কোনেও নাজানে। যদিও একেখন ঘৰতে থাকে, একেটা পৰিয়ালৰে হয়, তেওঁলোকৰ ভিতৰতো পিতাকে ক'ব মই সংগমযুগী, সন্তানে ক'ব নহয়, মই কলিযুগত আছোঁ। ৰণ্ডাৰ (আচৰিত) নহয়নে। সন্তানসকলে জানে - আমাৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ হ'লে তেতিয়া বিনাশ হ'ব। বিনাশ হোৱাতো জৰুৰী। তোমালোকৰ মাজতো কোনোবাই জানে, যদি এইটো বুজি পায় যে সৃষ্টি বিনাশ হৈ যাব তেন্তে নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱাত লাগি যাব। বেগ-বেগেজ (টালি-টোপোলা) সাজু কৰি ল'ব। বাকী অলপ সময় আছে, বাবাৰতো হৈ যাওঁ। ভোকত মৰিলেও প্ৰথমে বাবা তাৰ পিছত সন্তান। এয়াতো বাবাৰ ভঁৰাল। তোমালোকে শিৱবাবাৰ ভঁৰালৰ পৰা খোৱা। ব্ৰাহ্মণে ভোজন ৰান্ধে সেই কাৰণে 'ব্ৰহ্মা ভোজন' বুলি কোৱা হয়। যিসকল পবিত্ৰ ব্ৰাহ্মণ হয়, স্মৃতিত থাকি ৰান্ধে, ব্ৰাহ্মণৰ বাহিৰে অন্য কোনেও শিৱবাবাৰ স্মৃতিত থাকিব নোৱাৰে। সেই (লৌকিকৰ) ব্ৰাহ্মণসকল শিৱবাবাৰ স্মৃতিত থাকে জানো। শিৱবাবাৰ ভঁৰাল হৈছে এয়া, য'ত ব্ৰাহ্মণে ভোজন ৰান্ধে। ব্ৰাহ্মণ যোগত (পিতাৰ স্মৃতিত) থাকে। পবিত্ৰতো হয়ই। বাকী হৈছে যোগৰ কথা। ইয়াতেই পৰিশ্ৰম হয়। মিছা কথা চলিব নোৱাৰে। এনেকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই সম্পূৰ্ণ যোগত আছোঁ বা ৪০ পাৰচেণ্ট (শতাংশ) যোগত আছোঁ। কোনেও ক'ব নোৱাৰে। জ্ঞানো লাগে। তোমালোক সন্তানসকলৰ মাজত যোগী সেইসকল যিয়ে নিজৰ দৃষ্টিৰ দ্বাৰাই কাৰোবাক শান্ত কৰি দিব পাৰে। এয়াও শক্তি হয়। একেবাৰে নিস্তক হৈ যাব, যেতিয়া তোমালোক অশৰীৰী হৈ যোৱা আৰু পিতাৰ স্মৃতিত থাকা এয়াই হৈছে প্ৰকৃত্যৰ স্মৰণ কৰা। পুনৰ এইটো প্ৰেক্টিচ (অভ্যাস) কৰিব লাগে। যেনেকৈ তোমালোক ইয়াত স্মৃতিত বহা, এইটো প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হয়। তথাপিও সকলোৱে স্মৃতিত নাথাকে। বুদ্ধি ক'লে ক'লে গৈ থাকে। তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰে লোকচান কৰি দিয়ে। ইয়াত সগুণীত (গাদীত) সেইসকলক বহুৱাব লাগে যিসকলে বুজে যে আমি ড্ৰিল টিচাৰ (ব্যামৰ শিক্ষক) হওঁ। পিতাৰ স্মৃতিত সন্মুখত বহি আছোঁ। বুদ্ধিযোগ অন্য কোনো ফালে যাতে নাযায়। নিস্তক হৈ যাব। তোমালোক অশৰীৰী হৈ যোৱা আৰু পিতাৰ স্মৃতিত থাকা। এয়া হৈছে প্ৰকৃত্যৰ স্মৰণ কৰা। সন্ন্যাসীসকলো শান্তিত বহে, তেওঁলোক কাৰ স্মৃতিত থাকে? সেয়া কোনো ৰিয়েল (প্ৰকৃত) স্মৃতি নহয়। কাকো লাভবান কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে সৃষ্টিক শান্ত কৰিব নোৱাৰে। পিতাক নাজানেই। ব্ৰহ্মকেই ভগৱান বুলি ভাবি থাকে। সেয়াতো নহয়। এতিয়া তোমালোকে শ্ৰীমত পোৱা - মামেকম স্মৰণ কৰা। তোমালোকে জানা যে আমি ৪৪ জন্ম লওঁ। প্ৰতিটো জন্মতে অলপ অলপকৈ কলা কম হৈ গৈ থাকে। যেনেকৈ চন্দ্ৰমাৰ কলা কম হৈ যায়। দেখিলে জানো ইমান গম পোৱা যায়। এতিয়া কোনেও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আগলৈ গৈ তোমালোকৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব। আত্মা কিমান সূক্ষ্ম। তাৰো সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। নহ'লে নো কন্যাসকলে কেনেকৈ ক'য় যে এওঁৰ লাইট (প্ৰকাশ) কম, এওঁৰ বেছি। দিব্যদৃষ্টিৰেহে আত্মাক দেখা পায়। এয়াও সকলো ড্ৰামাত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। মোৰ হাতত একোৱেই নাই। ড্ৰামাই মোৰ দ্বাৰা কৰায়, এই সকলোবোৰ ড্ৰামা অনুসৰি চলি থাকে। ভোগ আদি এই সকলোবোৰ ড্ৰামাত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। ছেকেণ্ডৰ পাচত ছেকেণ্ড একট (কৰ্মকাণ্ড) হৈ থাকে।

এতিয়া পিতাই শিক্ষা দিয়ে যে পাৱন কেনেকৈ হ'ব লাগে। পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে। কিমান সূক্ষ্ম আত্মা যি পতিত হৈ গৈছে আকৌ পাৱন হ'ব লাগে। ৰণ্ডাৰফুল (আচৰিত) কথা নহয় জানো। প্ৰকৃতি (ঐশ্বৰীয়) বুলি কোৱা হয় নহয়। পিতাৰ পৰা তোমালোকে সকলো প্ৰাকৃতিক (ঐশ্বৰিক) কথা শুনা। সকলোতকৈ প্ৰাকৃতিক (ঐশ্বৰিক) কথা হ'ল আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ, যিটো কোনেও নাজানে। ঋষি মুনি আদি কোনেও নাজানে। ইমান সূক্ষ্ম আত্মাই পাথৰ (অপৱিত্ৰ) বুদ্ধিৰ আকৌ পাৰস (পবিত্ৰ) বুদ্ধিৰ হয়। বুদ্ধিত এইটোৱে খেয়াল চলি থাকিব লাগে যে মই আত্মা পাথৰবুদ্ধিৰ হৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া পুনৰ পিতাক স্মৰণ কৰি পাৰসবুদ্ধিৰ হৈ আছোঁ। লৌকিক ৰীতিৰেতো পিতাও জেষ্ঠ হয় আকৌ শিক্ষক গুৰুও জেষ্ঠ পোৱা যায়। এয়াতো এজনেই বিন্দু স্বৰূপ পিতাও হয়, শিক্ষকো, গুৰুও হয়। গোটেই কল্প দেহধাৰীক স্মৰণ কৰিলা। এতিয়া পিতাই কয় - মামেকম স্মৰণ কৰা। তোমালোকৰ বুদ্ধিক কিমান সূক্ষ্ম কৰি তোলে। বিশ্বৰ মালিক হোৱা - এইটো জানো কম কথা! কোনোৱে এইটোও খেয়াল নকৰে যে এই লক্ষ্মী-নাৰায়ণ সত্যযুগৰ মালিক কেনেকৈ হ'ল। তোমালোকেও পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি জানা। নতুন কোনোবাই এই কথাবোৰ বুজিব নোৱাৰে। প্ৰথমে খুলমূল ভাৱে বুজিলা তাৰ পাচত সূক্ষ্মতাৰে

বুজোৱা হয়। পিতা হৈছে বিন্দু, তেওঁলোকে আকৌ ইমান ডাঙৰ-ডাঙৰ লিঙ্গ ৰূপ সাজি দিয়ে। মনুষ্যৰো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। কিন্তু এনেকুৱা নহয়। মনুষ্যৰ শৰীৰতো এয়াই হয়। ভক্তি মার্গত কি কি সাজি দিছে। মনুষ্য কিমান বিবুদ্ধিত পৰি আছে। পিতাই কয় - যি পাষ্ট (অতীত) হৈ গৈছে সেয়া পুনৰ হ'ব। এতিয়া তোমালোক পিতাৰ শ্রীমতত চলা। এওঁকো (ব্ৰহ্মাক) বাবাই শ্রীমত দিলে, সাক্ষাৎকাৰ কৰালে নহয় জানো। তোমালোকক মই বাদশ্বাহী (সাম্ৰাজ্য) দিওঁ, এতিয়া এইটো ছাৰ্ভিচত (সেৱাত) লাগি যোৱা। নিজৰ উত্তৰাধিকাৰ ল'বলৈ পুৰুষাৰ্থ কৰা। এই সকলোবোৰ এৰি দিয়া। সেয়েহে এৰোঁ (ব্ৰহ্মাও) নিমিত্ত হ'ল। সকলোৱেতো এনেদৰে নিমিত্ত নহয়, যিসকলৰ নিচা বাঢ়িল তেওঁলোক আহি বহি গ'ল। আমিহো ৰাজ্য পাম। তেন্তে এই পা-পইচা কি কৰিম। সেয়েহে এতিয়া পিতাই সন্তানসকলক পুৰুষাৰ্থ কৰায়, ৰাজধানী স্থাপন হৈ আছে, এনেকৈ কয়ো যে আমি লক্ষ্মী-নাৰায়ণতকৈ কম নহ'ম। গতিকে শ্রীমতত চলি দেখুওৱা। থেৰো-গেঁৰো নকৰিবা। বাবাই (ব্ৰহ্মা বাবাই) জানো এনেকৈ ক'লে যে ল'ৰা-ছোৱালীৰ কি হ'ব। এক্সিডেণ্টত (দুৰ্ঘটনাত) হঠাতে যেতিয়া কোনোবা মৰি যায় তেতিয়া কোনোবা ভোকত থাকে জানো। কোনোবা নহয় কোনোবা মিত্ৰ সম্বন্ধীয় আদিয়ে খাবলৈ দিয়ে। ইয়াত চোৱা বাবা পুৰণি জুপুৰীত থাকে। তোমালোক সন্তানসকল আহি মহলত থাকা। পিতাই ক'ব - সন্তানসকল ভালকৈ থাকক, খোৱা-বোৱা কৰক। যিয়ে লগত একো লৈ নাহে তেওঁলোকেও সকলো ভালদৰেই পায়। এই বাবাতকৈও (ব্ৰহ্মা বাবাতকৈও) ভালকৈ থাকে। শিৱবাবাই কয় মইতো হওঁৱেই ভ্ৰমি ফুৰোঁতা। যিকোনো লোকৰে কল্যাণ কৰিবলৈ যাব পাৰোঁ। যিসকল জ্ঞানী সন্তান আছে তেওঁলোক কেতিয়াও সাক্ষাৎকাৰ আদি কথাত উৎফুল্লিত নহ'ব। যোগৰ বাহিৰে অন্য একো নাই। এই সাক্ষাৎকাৰ আদি কথাত উৎফুল্লিত নহবা। ভাল বাবু!

অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু গুডমৰ্ণিং।
আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ:-*

(1) যোগৰ স্থিতি এনেকুৱা কৰি তুলিব লাগে যাতে দৃষ্টিৰ দ্বাৰাই কাৰোবাক শান্ত কৰি দিব পাৰা, একেবাৰে নিস্তব্ধ হৈ যায়। ইয়াৰ বাবে অশৰীৰী হোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে।

(2) জ্ঞানৰ প্ৰকৃত নিচাত থাকিবলৈ স্মৃতিত ৰাখিব লাগে যে আমি সংগমযুগী হওঁ, এতিয়া এই পুৰণি সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আমি নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। সদায় শ্রীমতত চলি থাকিব লাগে, থেৰো-গেঁৰো কৰিব নালাগে।

বৰদান: লক্ষ্য অনুসৰি লক্ষণৰ বেলেঞ্চ (সমতা)ৰ কলাৰ দ্বাৰা আৰোহণ (উৰ্দ্ধগামী) কলাৰ অনুভৱ কৰোঁতা পিতাৰ সমান সম্পন্ন হোৱা
সন্তানসকলৰ বিশ্ব কল্যাণৰ কামনাও আছে লগতে পিতাৰ সমান হোৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ ইচ্ছাও আছে, কিন্তু লক্ষ্য অনুসৰি যি লক্ষণ নিজৰ বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আছে সেইবাবে বেলেঞ্চ ৰখাৰ কলাক এতিয়া আৰোহণ কলালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি এই প্ৰভেদ দূৰ কৰা। সংকল্প আছে কিন্তু দৃঢ়তা সম্পন্ন সংকল্প হ'লে তেতিয়া পিতাৰ সমান সম্পন্ন হোৱাৰ বৰদান প্ৰাপ্ত হৈ যাব। এতিয়া যি স্বদৰ্শন আৰু পৰদৰ্শন দুয়োটা চক্ৰ ঘূৰে, ব্যৰ্থ কথাত যি ত্ৰিকালদৰ্শী হৈ যোৱা - ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰি স্বচিন্তক স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী হোৱা।

স্লোগান: সেৱাৰ ভাগ্য প্ৰাপ্ত হোৱাটোৱেই সকলোতকৈ ডাঙৰ ভাগ্য।

!! ওঁম্ শান্তি !!

ওঁম্ শান্তি!!

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান এবং যোগের দ্বারাই নিশ্চয় আসে, সাক্ষাৎকারের দ্বারা নয়। সাক্ষাৎকার হওয়া ড্রামার মধ্যে দৈব নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু তার থেকে কারো কল্যাণ হয় না”

প্রশ্ন:- বাবার কাছে জাদুগরী শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাবা কোন শক্তিটির প্রদর্শন করেন না?

উত্তর:- মানুষ মনে করে যে ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করে তুলতে পারেন, কিন্তু বাবা বলেন, এই শক্তি আমি প্রদর্শন করিনা। যদি কেউ যদি ভক্তির পরাকারী (নবধা ভক্তি, নয়-ধরনের ভক্তি) হয়, তাহলে তাকে আমি সাক্ষাৎকার করাই। এটাও ড্রামার মধ্যে দৈবনির্দিষ্ট আছে। সাক্ষাৎকার করানোর জাদুগরী বাবার কাছেই আছে, এইজন্য কোনো কোনো বাচ্চার ঘরে বসেই ব্রহ্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়।

গীত:- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে ...

ওম্ শান্তি । এটা হল বাচ্চাদের অনুভবের গান। সৎসঙ্গ তো অনেক আছে, মুখ্যতঃ ভারতেই অনেক সৎসঙ্গ আছে, অনেক মত-মতান্তরও আছে, বাস্তবে সেগুলি কোনো সৎসঙ্গ নয়। সৎসঙ্গ হলো একটাই। তোমরা সেখানে কোনো বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিতের মুখ দেখতে পাও, তখন তোমাদের বুদ্ধি তাদের প্রতি চলে যায়। কিন্তু এখানে তো হলো অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি-র কথা। এই সৎসঙ্গ একইবার এই সঙ্গম যুগেই হয়। এটা তো একদম নতুন কথা। সেই অসীম জগতের বাবার তো কোনো শরীর নেই। তিনি বলেন যে, আমি হলাম তোমাদের নিরাকার শিববাবা। তোমরা অন্যান্য অনেক সৎসঙ্গে যাও, তো সেখানে শরীরকেই দেখতে পাও। তারা তো শাস্ত্রকে স্মরণ করে তারপর তোমাদের শোনায়, অনেক প্রকারের শাস্ত্র আছে, সেসব তো তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুনে এসেছো। এখানে হলো নতুন বিষয়। বুদ্ধির দ্বারা আত্মা জানতে পারে, বাবা বলছেন যে - হে আমার হারানিধি বাচ্চারা, হে আমার শালিগ্রাম বাচ্চারা! তোমরা জানো যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই (ব্রহ্মাবাবার) শরীর দ্বারা বাবা তোমাদের পড়িয়েছিলেন। তোমাদের বুদ্ধি একদম দূরে চলে যায়। তাইতো বাবা এসেছেন। ‘বাবা’ এই শব্দটি কত মিষ্টি। তিনি হলেন মাতা-পিতা। কেউ যদি শোনে তো বলবে জানিনা এনাদের মাতা-পিতা কে ? বরাবর তিনিই সাক্ষাৎকার করিয়ে এসেছেন তাইতো তাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ হয়েছে। কখনো ব্রহ্মাকে দেখেছেন, তো কখনো কৃষ্ণকে দেখেছেন। তখন তাদের মনে এই চিন্তাই চলে যে এসব কি হচ্ছে? অনেকের তো ঘরে বসে-বসেই ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাৎকার হত। এখন ব্রহ্মাকে তো কেউ পূজা করেনা। কৃষ্ণ আদিকে সবাই পূজো করে। ব্রহ্মাকে তো কেউ জানেই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখন এসেছেন, ইনি হলেন প্রজাপিতা। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে সমগ্র দুনিয়া এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই অবশ্যই ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে পতিত হয়েছেন। এখানে কেউই পবিত্র নেই, এইজন্যই কৃষ্ণের মেলা, হরিদ্বারে গঙ্গা সাগরের মেলাতে যায়, তারা মনে করে যে সেই গঙ্গা নদীতে স্নান করলে তারা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এই নদীগুলি তো কোনো পতিত-পাবনী হতে পারে না। নদীগুলি তো নির্গত হয় সাগর থেকে। বাস্তবে তোমরাই হলে জ্ঞান গঙ্গা, তোমাদেরই তো মহিমা করা হয়। তোমরা জ্ঞান-গঙ্গারা যেখান- সেখান থেকে বেরিয়ে আসো, তারাতো শাস্ত্রতে দেখিয়েছে যে অর্জুন তীর মেরে ভূ-গর্ভ থেকে গঙ্গা আনয়ন করেছেন, কিন্তু এখানে তীর মারার তো কোনো কথা নেই। এই জ্ঞান-গঙ্গারা দেশ-দেশান্তরে যায়।

শিব বাবা বলেন যে - আমিও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। প্রত্যেকেরই পার্ট নিশ্চিত করা আছে। আমারও পার্টও হলো পূর্বনির্দিষ্ট। কেউ কেউ মনে করে যে ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করতে পারেন। এইসব হল লম্বা-লম্বা গল্পকথা। আমি তো আসিই পড়ানোর জন্য। তাহলে এসব শক্তির প্রদর্শন কেন করতে যাব! সাক্ষাৎকার করানো হলো জাদুগরী। যে অত্যন্ত ভক্তি (নবধা-ভক্তি) করে, আমি তাকে সাক্ষাৎকার করাই। যেরকম কালীর রূপ দেখানো হয়, তার সামনে তেল অর্পণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এরকম কালী তো হয় না। কিন্তু কালীর নবধা-ভক্তি অনেকে করে। বাস্তবে কালী তো হল জগদম্বা। কালীর এইরকম উগ্র রূপ হয় না। কিন্তু নবধা-ভক্তি করার জন্য বাবা তাদের ভাবনার ফল প্রদান করেন। কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছে। এখন জ্ঞান চিতাতে বসে পুনরায় গোরা হচ্ছে। যে কালী এখন জগদম্বা হয়েছেন, তিনি সাক্ষাৎকার কিভাবে করাবেন! তিনি তো এখন অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে শরীর ধারণ করে এখানে উপস্থিত আছেন। দেবতারা তো এখন আর নেই। তাই তারা কিভাবে সাক্ষাৎকার করাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের চাবি তো আমার হাতে আছে। অল্পকালের জন্য তাদের ভাবনাকে সম্পূর্ণ করতে আমি সাক্ষাৎকার

করাই। কিন্তু তারা তো কেউ আমার সাথে মিলন করে না। উদাহরণ তো এক কালীর দেওয়া হলো। এইরকম অনেক আছে হনুমান, গণেশ আদি। যদিও শিখ-ধর্মাবলম্বীরা গুরুনানককে অনেক ভক্তি করে, তখন তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কিন্তু তারাও তো নিচেই (অধঃপতনে) চলে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, দেখো এরা গুরুনানকের ভক্তি করছে। সাক্ষাৎকার কিন্তু আমিই করাই। সে কিভাবে সাক্ষাৎকার করাবে! গুরু নানকের কাছে তো সাক্ষাৎকার করানোর চাবি নেই। এই (ব্রহ্মা) বাবা বলছেন যে, আমাকেও বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকারও এই শিববাবাই করিয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারের দ্বারা কারো কল্যাণ হয়না। এইরকম তো অনেকেরই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আজ তারা এখানে নেই। অনেক বাচ্চারাই বলে যে, আমাকে যখন সাক্ষাৎকার করাবেন, তখন আমি নিশ্চিত হব। কিন্তু সাক্ষাৎকারের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় না। জ্ঞান আর যোগের দ্বারা নিশ্চয় হয়। পাঁচহাজার বছর পূর্বেও আমি বলেছিলাম যে, এই সাক্ষাৎকার আমিই করাই। মীরাকেও আমিই সাক্ষাৎকার করিয়েছিলাম। এইরকম নয় যে, আত্মা সেখানে চলে যায়। না, বসে-বসেই সাক্ষাৎকার করে কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত করতে পারেনা।

বাবা বলছেন যে - কোনো কথাতে সংশয় জন্মালে, যিনি ব্রাহ্মণী বা টিচার, তাকে জিজ্ঞাসা করো। এটা তো জানো যে, বাচ্চারও নশ্বরের ক্রমানুসারে জ্ঞান ধারণ করেছে। নদীও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়ে থাকে। কেউ-কেউ তো আবার পুকুরের ন্যায়। একদম নোংরা পচা দুর্গন্ধ জলের পুকুর। সেখানেও শ্রদ্ধাভাবের দ্বারা মানুষ যায়। সেটা হল ভক্তির অন্ধ-শ্রদ্ধা। কখনো কারোর থেকে ভক্তি কেড়ে নিও না। যখন জ্ঞানে এসে যাবে, তখন ভক্তি করা নিজে থেকেই বন্ধ করে দেবে। এই ব্রহ্মা বাবাও নারায়ণের ভক্ত ছিলেন, চিত্রতে দেখলেন যে, লক্ষ্মী, নারায়ণের পদসেবা করছেন। এই চিত্র তার একদম ভালো লাগলো না। সত্য যুগে এই রকম তো হবে না। তখন আমি এক চিত্রকারকে ডেকে বললাম যে লক্ষ্মীকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করো। বাবা ভক্ত ছিলেন কিন্তু জ্ঞানও কিছু ছিল। ভক্ত সবাই। আমরা তো হলাম বাবার বাচ্চা, মালিক। বাবা বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মান্ডের মালিক বানাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, আমি তোমাদেরকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করছি। এই রকম বাবা কখনো দেখেছো? এই বাবাকে সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করতে হবে। তাকে তো তোমরা এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পাবে না। তার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে। স্মরণ আর জ্ঞানও হলো একদম সহজ। বীজ আর বৃক্ষকে জানতে হবে। তোমরা সেই নিরাকারী বৃক্ষ থেকে সাকারী বৃক্ষে এসেছো। বাবা সাক্ষাৎকারের রহস্যও বুঝিয়েছেন। বৃক্ষের রহস্যও বুঝিয়েছেন। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা, টিচার এবং গুরু এই তিনজনের থেকেই তোমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত করছো। এখন বাবা বলছেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন শিক্ষা দিই, এমন কর্ম শেখাই যে, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে যাও। টিচার শিক্ষা প্রদান করেন তাই না। গুরুরাও পবিত্রতার শিক্ষা প্রদান করেন অথবা শাস্ত্র কথা শোনান। কিন্তু ধারণা কিছুই হয় না। এখানে তো বাবা বলছেন যে, অন্তিম সময়ে যেরকম মতি হবে, সেই রকমই তোমাদের গতি হবে। মানুষ যখন মারা যায় তখনও বলে যে রাম-রাম বলো, তাহলে বুদ্ধি তার প্রতি চলে যাবে। এখন বাবা বলছেন যে, তোমাদের এখন সাকারের (দেহধারীর) থেকে বুদ্ধির যোগ কেটে গেছে। এখন আমি তোমাদেরকে খুব ভালো কর্ম করতে শেখাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখো, পুরানো দুনিয়ার দিকে পা রেখেছে আর হাতে করে নতুন দুনিয়া নিয়ে আসছে। তোমরাও পুরানো দুনিয়ার দিকে পা রেখে নতুন দুনিয়ার দিকে যাচ্ছো। তাই তোমাদের এখন নরকের দিকে হল পা আর স্বর্গের দিকে হল মুখ। স্মশানের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন মৃত মানুষের মুখ থাকে ঐদিকে আর পা থাকে এইদিকে। তাই এইচিত্রও (কৃষ্ণের) এই রকম বানানো হয়েছে।

মাম্মা, বাবা আর বাচ্চারা তোমরা, তোমাদেরকে তো মাম্মা বাবাকে ফলো করতে হবে। যারা তাঁদের কোলেতে বসে আছো। রাজার সন্তানদেরকে প্রিন্স প্রিন্সেস বলা হয়, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরাই ভবিষ্যতে প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। এরকম কি কোনো বাবা, টিচার বা গুরু হবেন, যিনি তোমাদেরকে এইরকম কর্ম শেখাবেন! তোমরা সদাকালের জন্য সুখী হয়ে যাবে। এটাই হলো শিববাবার বরদান, তিনি আশীর্বাদ করছেন। এটা নয় যে, আমাদের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি আছে। কেবলমাত্র বললে কিছুই হবে না। তোমাদেরকে শিখতে হবে। কেবলমাত্র আশীর্বাদের দ্বারা তোমরা সেইরকম হতে পারবেনা। তার শ্রীমতে চলতে হবে। জ্ঞান আর যোগের ধারণা করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে মুখ দিয়ে রাম-রাম বলাও আওয়াজ হয়ে যায়। তোমাদেরকে তো এখন বাণী থেকে দূরে যেতে হবে। চুপ থাকতে হবে। খেলাও খুব সুন্দর সুন্দর বের হয়। যারা অজ্ঞানী তাদেরকে বুদ্ধি বলা হয়। বাবা বলেন যে, এখন সবাইকে ভুলে গিয়ে তোমরা একদম বুদ্ধি হয়ে যাও। আমি যে তোমাদেরকে শ্রীমত দিচ্ছি, সেই অনুসারে চলো। পরমধামে তোমরা, সকল আত্মারা শরীর ছাড়াই থাকো। পুনরায় এখানে এসে তোমরা শরীর ধারণ করো, তখন তোমাদের জীবাত্মা বলা হয়ে থাকে। আত্মা বলে যে, আমি একটা শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করি। তাই বাবা বলছেন যে, আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট ক্লাস কর্ম শেখাই। টিচার পড়াচ্ছেন, এখানে শক্তির তো কোন কথা নেই। সাক্ষাৎকার করাচ্ছেন, এটাকে জাদুগরী বলা হয়ে থাকে। মানুষ থেকে

দেবতা বানানো, এইরকম জাদুগরী কেউ করতে পারে না। বাবা হলেন ব্যবসাদার। পুরানো নিয়ে নতুন প্রদান করেন। এই শরীরকে পুরানো লোহার বাসন বলা হয়। এর কোন মূল্য নেই। আজকাল তো দেখো তামার জিনিসেরও কোনো মূল্য হয় না। সেখানে তো সোনার মোহর থাকবে। কতই-না আশ্চর্যের বিষয়। কি থেকে কি হয়ে গেছে!

বাবা বলছেন যে, আমি তোমাদেরকে প্রথম নম্বরের কর্ম শেখাই। "মন্মনাভব" হয়ে যাও। তারপর তো হল পড়া, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের প্রিন্স হবে। এখন দেবতা ধর্ম যেটা প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে, সেটা পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তোমাদের নতুন কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। তারা বলে যে - স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই একসাথে থেকে পবিত্র থাকবে - এটা কিভাবে সম্ভব! বাবা তো বলেন যে, যদিও একসাথে থাকো, না হলে সবাই বুঝবে কি করে কিন্তু মাঝখানে জ্ঞানের তলোয়ার রেখে দাও, এতটাই বাহাদুরী দেখাতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে। তাই সাধারণ মানুষ এই কথাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় কেননা শাস্ত্রতে তো এইরকম কথা নেই। এটার জন্য প্র্যাকটিক্যালের পরিশ্রম করতে হয়। গন্ধর্ব্ব বিবাহের কথাও এখানেই প্রচলন আছে। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। তাই বাবা বলছেন, বাহাদুরী দেখাও। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে (গৃহস্থ থেকেও পবিত্র থাকা যায়)। সমর্থ্য বাবা-ই সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাচ্ছেন। বাবা বলেন যে - যদিও একসাথে থাকো, শুধু নগ্ন হযো না। এই সবকিছুই হল যুক্তি। বড় শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কেবলমাত্র একজন্ম বাবার শ্রীমতে চলে পবিত্র থাকতে হবে। যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য চির সুস্থ হয়ে যাও, এতে তো পরিশ্রম আছে তাই না। তোমরা হলে শক্তিসেনা। মায়াকে জয় করে জগৎজীত হচ্ছে। সবাই কি হতে পারবে? যে বাচ্চারা পুরুষার্থ করবে, তারাই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা ভারতকে পবিত্র বানিয়ে পুনরায় ভারতেই রাজ্য করবে। লড়াইয়ের দ্বারা কখনো সৃষ্টির রাজপদ প্রাপ্ত করা যায় না। এটাই হল আশ্চর্যের বিষয় তাই না। এই সময় সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। ভারত-ই মাখন প্রাপ্ত করবে। প্রদাতা হলেন - বন্দেমাতরম। এখানে সিংহভাগ হল মাতাদের। এখন বাবা বলছেন যে, জন্ম-জন্মান্তর তোমরা গুরু করে এসেছো, শাস্ত্র পড়ে এসেছো, এখন আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে, নিজেদেরকে প্রশ্ন করো, সঠিক কোনটা? সত্যযুগ হলো ধার্মিক রাজ্য। মায়া অধার্মিক করে দেয়। এখন ভারতবাসীরা নাস্তিক হয়ে গেছে। এক ধর্ম না থাকার কারণে শক্তিও হারিয়েছে। নাস্তিক, অধার্মিক, নীতিবিরুদ্ধ, গরীব-কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। অসীম জগতের বাবা এসে অসীম জগতের কথা বোঝাচ্ছেন, তিনি বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে পুনরায় ধার্মিক, অত্যাধিক শক্তি সম্পন্ন বানাচ্ছি। স্বর্গ বানানো তো সর্বশক্তিমানের কাজ। কিন্তু গুপ্তভাবে। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। বাবা বাচ্চাদেরকে খুব স্নেহ করেন। তাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন। বাবার শ্রীমত, টিচারের মত, গুরুর মত, স্বর্গকারের মত, ধোপার মত - এরমধ্যে সকলেরই মত এসে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই এক অন্তিম জন্মে, বাবার নির্দেশ অনুসারে চলে, গৃহস্থ থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। এর মধ্যে বাহাদুরী দেখাতে হবে।

২) শ্রীমতে চলে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। বানী থেকে উপরে যেতে হবে, যা কিছু পড়েছ বা শুনেছো, সে সবকিছু ভুলে গিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ- শুভ চিন্তন দ্বারা জ্ঞান সাগরে সমাহিত হয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভাবী ভব*

ব্যাখ্যা :- যেরকম সাগরের অন্তরে থাকা জীবজন্তু সাগরের মধ্যেই সমাহিত হয়ে থাকে, বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়না। মৎস্যও জলের মধ্যেই থাকে, সাগর বা জল হল তার সংসার। এই রকম বাচ্চারা, তোমরাও শুভ চিন্তন দ্বারা জ্ঞান সাগর বাবার মধ্যে সর্বদা সমাহিত হয়ে থাকো, যতক্ষণ না পর্যন্ত সাগরের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকার অনুভাব না করছো, ততক্ষণ অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় দোলার, সর্বদা হাসি-খুশিতে থাকার অনুভাব করতে পারবে না। এর জন্য নিজেকে একান্তবাসী করো অর্থাৎ সর্ব আকর্ষণের ভাইব্রেশন থেকে অন্তর্মুখী হও।

স্লোগানঃ- নিজের শরীরকে এমনই চলমান মিউজিয়াম বানাও, যেখানে বাবা বিন্দু রূপে প্রত্যক্ষ হবেন।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তো স্মরণের শক্তি জমা হবে, স্মরণের শক্তি দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজস্ব নিতে পারো "

প্রশ্নঃ - কোন্ একটি কথা বাচ্চারা তোমাদের চিন্তনে ছিল না, যা প্রাক্টিক্যাল হয়েছে ?

উত্তরঃ - তোমাদের স্বপ্নে ও চিন্তনেও ছিল না যে, আমরা ভগবানের কাছে রাজযোগ শিখে বিশ্বের মালিক হবো। রাজস্বের জন্য পড়াশোনা করবো। এখন তোমাদের অপার খুশী আছে যে, সর্বশক্তিমান পিতার কাছে শক্তি নিয়ে আমরা সত্য যুগী স্বরাজ্যের অধিকারী হই।

ওম্ শান্তি। এখানে কন্যারা বসে প্রাক্টিসের জন্য। বাস্তবে এখানে (সন্দলী, টিচারের আসন) তাদের বসা উচিত যারা দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে বসে। যদি স্মরণে বসবে না তবে টিচার বলা হবে না। স্মরণে শক্তি থাকে, জ্ঞানে শক্তি নেই। একেই বলা হয় - স্মরণের শক্তি। যোগবল হলো সন্ন্যাসীদের শব্দ। বাবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন না। বাবা বলেন বাচ্চারা এখন বাবাকে স্মরণ করো। যেমন ছোট বাচ্চারা মা-বাবাকে স্মরণ করে, তাইনা। তারা তো হলেন দেহধারী। তোমরা বাচ্চারা হলে বিচিত্র। এই চিত্র তোমরা এখানে প্রাপ্ত কর। তোমরা হলে বিচিত্র দেশের নিবাসী। সেখানে চিত্র থাকে না। সর্বপ্রথমে এই কথাটি পাকা করতে হবে - আমরা তো হলাম আত্মা, তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা নির্বাণ দেশ থেকে এসেছো। সেটা হল তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের ঘর। এখানে তোমরা পার্ট প্লে করতে আসো। প্রথমে কে আসে ? সে কথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। দুনিয়ায় কেউ নেই যাদের এই জ্ঞান আছে। এখন বাবা বলেন শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পড়েছো সেসব ভুলে যাও। কৃষ্ণের মহিমা, অমুকের মহিমা ইত্যাদি কত বর্ণনা করে। গান্ধীর অনেক মহিমা করে। এমন যেন উনি রামরাজ্য স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু শিব ভগবানুবাচ আদি সনাতন রাজা-রানীর রাজ্যের যা নিয়ম, বাবা রাজযোগ শিখিয়ে রাজা-রানী করেন, সেই ঐশ্বরীয় নিয়মও মানুষ ভঙ্গ করেছে। বলে রাজস্ব চাই না, আমাদের প্রজার উপরে প্রজার রাজস্ব চাই। এখন তার অবস্থা কি হয়েছে! দুঃখ চতুর্দিকে, লড়াই ঝগড়া লেগে আছে। অনেক মতামত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে রাজ্য প্রাপ্ত করো। তোমাদের এতখানি শক্তি থাকে যে সেখানে সৈন্য ইত্যাদি থাকে না। ভয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিল, অদ্বৈত রাজস্ব ছিল। দ্বিতীয় কিছুই ছিল না যে তালি বাজবে। তাকে বলা হতো - অদ্বৈত রাজ্য। বাচ্চারা বাবা তোমাদের দেবতায় পরিণত করেন। *তারপর দ্বৈত থেকে দৈত্য হয় রাবণ দ্বারা*। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা ভারতবাসী সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম। বিশ্বের রাজ্য তোমরা শুধুমাত্র স্মরণের শক্তি দ্বারা প্রাপ্ত করো। কল্প-কল্প প্রাপ্ত হয়, শুধু স্মরণের শক্তি দ্বারা। পড়াশোনায়ও শক্তি আছে। যেমন ব্যারিস্টার হলে শক্তি থাকে, তাইনা। সেসব হল পাই-পয়সার শক্তি। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বে রাজস্ব করো। সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা বলো - বাবা, আমরা কল্প-কল্প আপনার কাছে সত্যযুগের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করি তারপরে সেই রাজস্ব হারাই, আবার রাজ্য প্রাপ্ত করি। তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ বিশ্বের রাজ্য নিয়ে থাকি। বিশ্বও শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। রচয়িতা ও রচনার এই জ্ঞান তোমাদের এখন আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও জ্ঞান থাকে না যে রাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত হয়! এখানে তোমরা পড়ছো তারপরে গিয়ে রাজস্ব করো। কেউ ধনীদেব ঘরে জন্ম নেয় তো বলা হয় পূর্ব জন্মের সু কর্মের ফল, দান-পুণ্য করার ফল। যেমন কর্ম তেমন জন্ম প্রাপ্ত হয়। এখন এই হল রাবণ রাজ্য। এখানে যা করবে সবই বিকর্ম হয়। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদেরও সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। সত্যো, রজো, তমো-তে আসতে হয়। প্রত্যেকটি জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়। তো বাচ্চারা এখন তোমাদের অপার খুশী থাকা উচিত। তোমাদের সঙ্কল্প ও স্বপ্নেও ছিল না যে আমরা বিশ্বের মালিক হই।

ভারতবাসী জানে যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজস্ব ছিল। পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। গায়নও করা হয় যে নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব থাকা উচিত। এই নাটক তো খুব ওয়ান্ডারফুল। আমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি, সেসব কেউ জানে না। শাস্ত্রে ৮৪ লক্ষ জন্ম লেখা আছে। বাবা বলেন এইসব হল ভক্তিমার্গের গল্প। রাবণ রাজ্য তাইনা। রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য কীভাবে হয়, সে কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতে নেই। রাবণকে প্রতি বছর দহন করা হয়, অর্থাৎ শত্রু, তাইনা। ৫-টি বিকার হল মানুষের শত্রু। রাবণ কে, কেন দহন করা হয় - সে কথা কেউ জানে না। যারা নিজেদের সঙ্গমযুগী নিশ্চয় করে তাদের স্মৃতিতে থাকে যে এখন আমরা পুরুষোত্তম

হচ্ছি। ভগবান আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ, ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের উঁচু থেকে উঁচু নিরাকার ভগবান পড়ান। কতখানি খুশী অনুভব হওয়া উচিত। স্কুলে স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে থাকে তাইনা - আমরা হলাম স্টুডেন্ট। তারা হল সাধারণ টিচার, যারা পড়ান। এখানে তো তোমাদের ভগবান পড়ান। যখন এই পড়াশোনা দ্বারা এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হয় তো কত ভালোবাসা পড়া উচিত। খুব সহজ শুধু সকালে আধা - পৌনে ঘন্টা পড়তে হয়। সারা দিন ব্যবসা ইত্যাদির কাজে স্মরণ থাকে না তাই এখানে সকালে এসে স্মরণে বসে। বলা হয় বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো - বাবা, আপনি আমাদের পড়াতে এসেছেন, এখন আমরা জেনেছি আপনি ৫ হাজার বছর পরে এসে পড়ান। বাবার কাছে বাচ্চারা এলে বাবা জিজ্ঞাসা করেন এর আগে কখনও দেখা হয়েছিল? এমন প্রশ্ন কোনও সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কখনও জিজ্ঞাসা করবে না। সেখানে তো সংসঙ্গে যার ইচ্ছে গিয়ে বসতে পারে। অনেককে দেখে সবাই ঢুকে যায়। তোমরাও এখন বুঝেছো - আমরা গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি কত খুশীর সঙ্গে শুনতে যেতাম। যদিও কিছু বোধ ছিল না। সেসব হল ভক্তির খুশী। অনেকে খুশীতে নৃত্য করে। কিন্তু তারপরে নীচে নেমে আসে। বিভিন্ন রকমের হঠযোগ ইত্যাদি করে। সুস্থ থাকার জন্যই সব করে। তাই বাবা বোঝান এইসব হল ভক্তিমার্গের নিয়ম কানুন। রচয়িতা ও রচনাকে কেউ জানেনা। তাহলে কি বাকি রইল। রচয়িতা ও রচনাকে জানলে তোমরা কি রূপ হও এবং না জানলে কিরূপে পরিণত হও ? জানলে তোমরা সলভেন্ট হও, না জানার দরুন সেই ভারতবাসী ইনসলভেন্ট হয়ে পড়েছে। নানান গল্প গাঁথা বলতে থাকে। দুনিয়ায় কি কি হয়। কত ধন সম্পদ সোনা ইত্যাদি লুট করে! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - সেখানে তো আমরা সোনার মহল তৈরি করবো। ব্যারিস্টারি ইত্যাদি পড়লে তো এই বোধ থাকে - আমরা এই পরীক্ষা পাস করে ব্যারিস্টারি করবো, বাড়ি বানাবো। তোমাদের বুদ্ধিতে কেন আসে না যে আমরা স্বর্গের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্য পড়া করছি। কতখানি খুশীর অনুভব থাকা উচিত। কিন্তু বাইরে গেলে খুশী লুপ্ত হয়ে যায়। ছোট ছোট মেয়েরা এই জ্ঞানে নিযুক্ত হয়। আত্মীয়স্বজন না বুঝে বলে দেয় জাদু আছে। বলে আমরা পড়তে দেবো না। এই স্থিতিতে যতক্ষণ বয়স কম ততক্ষণ মা-বাবার আঙা পালন করতে হয়। আমরা নিতে পারি না। অনেক খিটখিট হয়। শুরুতে কত খিটখিট হয়েছে। কন্যারা বলতো আমার বয়স এখন ১৮, পিতা বলতো - না, ১৬ বছর, নাবালিকা, এইসব বলে ঝগড়া করে ধরে নিয়ে যেত। নাবালিকা বা ডিপেন্ডেন্ট মানে বাবার কথা মতন চলতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে যা মন চায় তাই করবে। নিয়মও তো আছে তাইনা। বাবা বলেন, তোমরা যখন বাবার কাছে আসো, তখন নিয়ম আছে নিজের লৌকিক পিতার সার্টিফিকেট বা চিঠি নিয়ে এসো। তারপর ম্যানার্সও দেখতে হয়। ম্যানার্স ঠিক না থাকলে ফিরে যেতে হবে। খেলায়ও এমনই হয়। ঠিক করে না খেললে বলা হবে বেরিয়ে যাও। সম্মান নষ্ট করছো। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা যুদ্ধের মাঠে আছি। কল্প-কল্প বাবা এসে আমাদের মায়া উপরে জয় প্রদান করেন। মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়ার। পতিত হয়েছি বিকার দ্বারা। বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু। এই বিকার হল আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ প্রদানকারী। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই দেবী-দেবতা ধর্মে আসবে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বর আছে। প্রদীপ শিখার চারপাশে বহি পতঙ্গ আসে। কেউ পুড়ে মরে, কেউ চক্র লাগিয়ে চলে যায়। এখানেও এসে কেউ একেবারে সমর্পিত হয়, কেউ শুনে চলে যায়। আগে রক্ত দিয়ে লিখে দিতো - বাবা, আমরা আপনার হয়েছি। তা সত্ত্বেও মায়া পরাজিত করতো। মায়া এত যুদ্ধ চলে, একেই যুদ্ধ স্থল বলা হয়। এই কথাও তোমরা বুঝেছো। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের অর্থ বোঝান। চিত্র তো অনেক বানিয়েছে তাইনা। নারদের দৃষ্টান্ত যা দেওয়া হয় তা এই সময়ের। সবাই বলে - আমরা লক্ষ্মী অথবা নারায়ণ হবো। বাবা বলেন নিজের মনে দেখো - আমরা উপযুক্ত হয়েছি? আমাদের কোনো বিকার তো নেই? নারদ ভক্ত তো সবাই তাইনা। এই হল একটি দৃষ্টান্ত।

ভক্তিমার্গের মানুষ বলে আমরা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ? বাবা বলেন - না, যখন জ্ঞান শুনবে তখন সদগতি প্রাপ্ত করবে। আমি পতিত-পাবন সকলকে সদগতি প্রদান করি। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট করেন। ওই হল দৈহিক যাত্রা। ভগবানুবাচ - "মন্মনাভব" । এতে ধাক্কা খেতে হয় না। ওই সব হল ভক্তিমার্গের ধাক্কাধাক্কি। অর্ধকল্প ব্রহ্মার দিন, অর্ধকল্প হল ব্রহ্মার রাত। তোমরা জানো আমাদের সব বি.কে.দের এখন অর্ধকল্পের দিন হবে। আমরা সুখ ধামে থাকবো। সেখানে ভক্তি থাকবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সবচেয়ে ধনী হই, তাই কতখানি খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা সবাই প্রথমে রুক্ষ পাথর ছিলে, এখন বাবা শান পাথরে দিয়ে ধার করছেন। বাবা হলেন জহরী তাইনা। ড্রামা অনুযায়ী বাবা অনুভবী রথ নিয়েছেন। গায়নও আছে গ্রামের ছোরা। কৃষ্ণ গ্রামের ছেলে কীভাবে হবে। কৃষ্ণ তো ছিলেন সত্যযুগে। কৃষ্ণকে দোলনায় ঝোলানো হয়। মুকুট পরানো হয়, তো গ্রামের ছেলে কেন বলা হয় ? গ্রামের ছেলে শ্যাম বর্ণের হয়। এখন সুন্দর হতে এসেছো। বাবা জ্ঞান রূপী শান পাথরে (ধার বা তীক্ষ্ণ করার জন্য) রেখেছেন, তাইনা। এই সত্যের সঙ্গ কল্প-কল্প, কল্পে একবারই প্রাপ্ত হয়। বাকি সব হল মিথ্যা সঙ্গ তাই বাবা বলেন হিয়ার নো ইভিল ... এমন কথা শুনোনা যে কথায় আমার ও তোমাদের অসম্মান করা হয়।

যে কুমারীরা জ্ঞানে আসে তারা বলতে পারে পিতার সম্পত্তিতে আমাদের ভাগ আছে। আমরা যদি সেসব দিয়ে ভারতের সেবার জন্য সেন্টার খুলে দিই। কন্যাদান তো করতেই হয়। সেই ভাগটি আমাদের দিলে আমরা সেন্টার খুলবো। অনেকের কল্যাণ হবে। এমন যুক্তি রচনা করা উচিত। এই হল তোমাদের ঐশ্বরীয় মিশন। তোমরা পাথর বুদ্ধিকে স্পর্শবুদ্ধিতে পরিণত কর। যারা আমাদের ধর্মের হবে তারা আসবে। একই ঘরে দেবী-দেবতা ধর্মের ফুল ফুটবে। বাকিরা আসবে না। পরিশ্রম তো হবে। বাবা সব আত্মাদের পবিত্র করে সবাইকে নিয়ে যান তাই বাবা বুঝিয়েছিলেন - সঙ্গমের চিত্রে নিয়ে এসো। একদিকে হল কলিযুগ, অন্য দিকে সত্যযুগ। সত্যযুগে দেবতা, কলিযুগে হয় অসুর। একে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা পুরুষোত্তম করেন। যারা পড়া করবে তারা সত্যযুগে আসবে, বাকি সব মুক্তিধামে চলে যাবে। তারপরে নিজের নিজের সময় অনুসারে আসবে। এই গোলকের চিত্রটি ভালো। বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। আমরা এইভাবে সার্ভিস করে, দীন-হীনের উদ্ধার করে তাদের স্বর্গের মালিক করবো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে দেখতে হবে আমরা শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ সম হতে পারি কী ? আমাদের মধ্যে কোনও বিকার নেই তো ? পরিক্রমণকারী বা বলিদানকারী বহিঃ-পতঙ্গ ? এমন ম্যানার্স নেই তো যাতে বাবার সম্মান কম হয়।

২) অপার খুশীতে থাকার জন্য - সকালে উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং পড়া করতে হবে। ভগবান আমাদের পড়িয়ে পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন, আমরা সঙ্গমযুগী, এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ- আত্মিক শক্তিকে প্রতিটি কর্মে ব্যবহার করে যুক্তিযুক্ত জীবনমুক্ত ভব*
ব্যাখ্যা: এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল আত্মিক ভাব। আত্মিকতার শক্তি দ্বারা নিজেকে এবং সর্বকে পরিবর্তন করতে পারো। এই শক্তি দ্বারা অনেক প্রকারের দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হয়ে প্রতিটি কর্মে দুর্বল না হয়ে, আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করো। মন,বচন এবং কর্ম তিনটিতেই যেন এক সাথে আত্মিক শক্তির অনুভব হয়। যে তিনটিতে যুক্তিযুক্ত হয়, সেই হয় জীবনমুক্ত।

স্লোগানঃ- সত্যতার বিশেষত্ব দ্বারা খুশী এবং শক্তির অনুভূতি করতে থাকো ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কতো নেশা থাকা উচিত যে, সকলে যে শিবের পূজা করে, সেই তিনিই এখন আমাদের বাবা হয়েছেন, আমরা তাঁর সামনেই বসে আছি”

প্রশ্নঃ - মানুষ কেন ভগবানের কাছে ক্ষমা চায় ? ওদের কি ক্ষমা করে দেওয়া হয় ?

উত্তরঃ - মানুষ মনে করে, আমরা যেসব পাপ করেছি, তার শাস্তি ভগবান ধর্মরাজের মাধ্যমে দেবেন। তাই তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু ওদেরকে তো ওদের কর্মের শাস্তি কর্মভোগের রূপে ভোগ করতে হয়। ভগবান ওদেরকে কোনো ঔষধি দেন না। গর্ভজেলের মধ্যেও শাস্তি পেতে হয়। সাক্ষাৎকার হয় যে তুমি এইসব কর্ম করেছ, ঈশ্বরীয় ডাইরেকশন অনুসারে চলোনি তাই তোমার এই শাস্তি।

গীতঃ- তুমি রাত কাটিয়েছ ঘুমিয়ে...

ওম্ শান্তি । এটা কে বললেন ? আত্মিক পিতা বললেন। তিনি হলেন সর্বোচ্চ। সকল মানুষের থেকে, সকল আত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ। শরীরটা তো ভূমিকা পালন করার জন্য পেয়েছে। তোমরা এখন দেখতে পাও যে সন্ন্যাসীদের শরীরকে কতো সম্মান করা হয়। নিজের গুরুদের কতো গুনগান করে। এই অসীম জগতের পিতা তো গুপ্ত। তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ। তাঁর ওপরে আর কেউ নেই। ওনার সাথে ধর্মরাজও রয়েছেন। কারন ভক্তিমার্গে সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে - হে ভগবান, ক্ষমা করে দাও। কিন্তু ভগবান আর কি করবেন ! এখানকার সরকার তো জেলে ঢুকিয়ে দেবে। ধর্মরাজ গর্ভজেলে ঢুকিয়ে শাস্তি দেয়। যেটা ভোগ করার সেটা তো ভোগ করতেই হবে। এটাকেই কর্মভোগ বলা হয়। এখন তোমরা জেনেছো যে কারা এইরকম কর্মভোগ ভোগ করে ? কি ঘটে ? মানুষ বলে - হে প্রভু ক্ষমা করো। দুঃখ দূর করে সুখ দাও। কিন্তু ভগবান কি কোনো ঔষধি দেন ? তাঁর পক্ষে তো কিছুই করা সম্ভব নয়। তাহলে সবাই ভগবানকে এইরকম কেন বলে ? কারন ভগবানের সঙ্গে তো ধর্মরাজও রয়েছেন। খারাপ কর্ম করলে তার পরিণাম তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। গর্ভজেলের মধ্যেও শাস্তি ভোগ করতে হয়। সাক্ষাৎকারও হয়। সাক্ষাৎকার না করিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় না। গর্ভজেলের মধ্যে তো কোনো ঔষধ নেই। ওখানে শাস্তি ভোগ করতে হয়। যখন খুব দুঃখ পায় তখন বলে - ভগবান, এই জেল থেকে মুক্ত করো। তোমরা বাচ্চারা এখন কার সামনে বসে আছো ? এই বাবা-ই হলেন সর্বোচ্চ। কিন্তু তিনি তো গুপ্ত। অন্যদের শরীর চোখে দেখা যায়। এই শিববাবার তো নিজের হাত পা নেই। তাই ফুল ইত্যাদি দিলে কে গ্রহণ করবে ? নিতে চাইলে তো এনার হাত দিয়েই নিতে হবে। কিন্তু তিনি কারোর কাছ থেকেই নেন না। যেমন ওই শঙ্করাচার্য বলত যে আমাকে যেন কেউ না ছোঁয়ে। সেইরকম বাবাও বলছেন যে আমি কিভাবে কোনো পতিতের কাছ থেকে কিছু নেব ? আমার এইসব ফুলের কোনো প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গে সোমনাথ ইত্যাদি মন্দির বানায় এবং সেখানে ফুল দেয়। কিন্তু আমার তো কোনো শরীর নেই। আত্মাকে কেউ কিভাবে স্পর্শ করবে ! তিনি আমাদের মতো পতিতদের কাছ থেকে কিভাবে ফুল নেবেন ? কেউ তো তাঁকে স্পর্শও করতে পারবে না। পতিতরা তো তাঁকে ছুঁতেও পারবে না। আজকে 'বাবা বাবা' বলে, কালকে পুনরায় নরকবাসী হয়ে যায়। এদের দিকে বাবা কখনোই দেখবেন না। বাবা বলেন - আমি তো সর্বোচ্চ। ড্রামা অনুসারে এইসব সন্ন্যাসীকেও উদ্ধার করতে হবে। আমাকে কেউই জানে না। শিবের পূজা তো অনেকেই করে, কিন্তু তাঁকে কেউই জানে না। ইনি হলেন গীতার ভগবান। এখানে এসে জ্ঞান দেন। গীতাতে তো কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। কৃষ্ণই যদি জ্ঞান দিয়েছেন তবে শিব কি করেন ? মানুষ মনে করে যে তিনি কখনোই আসেন না। আর, কৃষ্ণ কে তো পতিত-পাবন বলা যাবে না। পতিত-পাবন তো আমাকেই বলা হয়। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই আছে যারা এতটা সম্মান দিতে পারে। তিনি কতো সাধারণ ভাবে থাকেন। তিনি বলছেন - আমি এই সকল সাধু-সন্তের পিতা। শঙ্করাচার্য এবং তার মতো আরো যারা আছে, আমি সেইসব আত্মার পিতা। শরীরের তো একজন পিতা অবশ্যই আছে। আমি হলাম সকল আত্মার পিতা। আমাকে সকলেই পূজা করে। *এখন তিনি এখানে আমাদের সম্মুখে বসে আছেন। কিন্তু সকলে বুঝতে পারে না যে আমি কার সামনে বসে আছি।* আত্মা জন্ম-জন্মান্তর ধরে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। তাই বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। দেহকেই দেখতে থাকে। দেহী-অভিমানী হলেই ওই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে এবং বাবার শ্রীমং অনুসারে চলবে। বাবা বলেন - সকলেই আমাকে জানার চেষ্টা করছে। অন্তিমে যারা সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হবে, তারাই পাস করবে। বাকিদের মধ্যে একটু একটু দেহ-অভিমান থেকে যাবে। বাবা হলেন গুপ্ত। তাঁকে তোমরা কিছুই দিতে পারবে না। তোমরা কন্যারা শিবের মন্দিরে গিয়েও বোঝাতে পারো। কুমারীরা-ই সবাইকে শিববাবার পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য কুমার-কুমারী উভয়েই রয়েছে। কুমাররাও নিশ্চয়ই পরিচয় দিয়েছে। মাতাদেরকে তো বিশেষ ভাবে দাঁড় করানো হয় কারন তারা

পুরুষদের থেকে বেশি সেবা করেছে। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যে সেবার শখ থাকতে হবে। ওই পড়াশুনার ক্ষেত্রে কতো শখ থাকে। ওটা হলো জাগতিক পড়াশুনা, আর এটা আধ্যাত্মিক পড়াশুনা। জাগতিক পাঠ পড়ে, এইসব ড্রিল শিখে কিছুই পাবে না। যেমন এখন কারোর সন্তান হলে কতো ধুমধাম করে তার অল্পপ্রাশন করে। কিন্তু সেই বাচ্চা জীবনে কি পাবে? এখন আর অতো সময়ই নেই যে সে কিছু অর্জন করবে। এখান থেকেও যদি কেউ গিয়ে জন্ম নেয় তবে যাকিছু শিখেছে সেই অনুসারে ছোটবেলা থেকেই শিববাবাকে স্মরণ করবে। এটা তো একটা মন্ত্র। ছোট বাচ্চাকে যদি শেখানো হয় তবে সে এই বিন্দুর বিষয়টা বুঝতেই পারবে না। কেবল মুখে শিববাবা শিববাবা বলবে। শিববাবা-কে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে। এভাবে ওদেরকে বোঝালে ওরাও স্বর্গে এসে যাবে। কিন্তু উঁচু পদ পাবে না। এইরকম অনেক বাচ্চাই আসে। শিববাবা শিববাবা বলতে থাকে। এর ফলে অন্তিমে যেমন মতি সেইরকম গতিও হয়ে যাবে। এটা তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সকল মানুষই শিবের পূজা করে। কিন্তু কিছুই জানে না। ছোট বাচ্চা যেমন মুখে শিববাবা শিববাবা বলে কিন্তু কিছুই বোঝে না, সেইরকম এই দুনিয়ায় মানুষ পূজা তো করে কিন্তু তাঁর পরিচয় কারোর কাছেই নেই। তাদেরকে বলতে হবে যে আপনি যাঁর পূজা করছেন তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, গীতার ভগবান। তিনিই এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই দুনিয়ায় আর অন্য কোনো মানুষ নেই যে বলতে পারবে স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কেবল তোমরাই এটা জানো। তবে তোমরাও কখনো কখনো ভুলে যাও। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। কে বলছেন? স্বয়ং ভগবান বলছেন - কাম বিকার সবথেকে বড় শত্রু। এর ওপরে বিজয়ী হও। পুরাতন দুনিয়া থেকে সন্ধ্যাস নাও। তোমরা হঠযোগীরা হলে সীমিত দুনিয়ার সন্ধ্যাসী। এরা হলো শঙ্করাচার্য আর ওরা হলো শিবাচার্য। উনিই (শিববাবা) আমাদের শিক্ষা দেন। কৃষ্ণ আচার্য তো বলা যাবে না। সে তো ছোট বাচ্চা। সত্যযুগে জ্ঞানের কোনো দরকার থাকবে না। যেখানে যেখানে শিবের মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে তোমরা খুব ভালো সেবা করতে পারো। *শিবের মন্দিরে যাও। মাতা-রা গেলে ভালো হয়, তবে কন্যারা গেলে আরো ভালো।* এখন তো আমাদেরকে বাবার কাছ থেকে রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে। বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এরপর আমরা মহারাজা মহারানী হব। বাবা-ই হলেন সর্বোচ্চ। এইরকম শিক্ষা তো কোনো মানুষ দিতে পারবে না। এটা এখন কলিযুগ। সত্যযুগে এনাদের রাজত্ব ছিল। এনারা কিভাবে রাজা-রানী হয়েছিলেন, কে এনাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যার দ্বারা এনারা সত্যযুগের মালিক হয়ে গেলেন। আপনারা যাঁর পূজা করেন, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সত্যযুগের মালিক বানিয়ে দেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন আর বিষ্ণুর দ্বারা পালন। পতিত প্রবৃত্তি মার্গের মানুষরাই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে যায়। প্রবৃত্তি মার্গের মানুষরা বলে - বাবা, আমাদের মতো পতিতদেরকে পবিত্র করো এবং তারপর দেবতুল্য বানিয়ে দাও। ওরা হলো প্রবৃত্তি মার্গের পথিক। যারা নিবৃত্তি মার্গের তাদেরকে পথ দেখাতে যেও না। যারা এইরকম পবিত্র হওয়ার আশা রাখে, তাদেরকেই গুরুর মতো পথ দেখাতে পারো। এমন অনেক যুগল আছে যারা বিকারগ্রস্ত জীবনযাপনের কথা ভেবে বিয়ে করে না। তোমরা বাচ্চারা এইভাবে সেবা করতে পারো। আন্তরিক ইচ্ছে থাকতে হবে। কেন না আমরা বাবার সুযোগ্য সন্তান হয়ে অনেক জায়গায় গিয়ে সেবা করি? পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো একেবারে নিকটে। শিববাবা বলছেন, কৃষ্ণ তো এখানে থাকবে না। সত্যযুগে কেবল একবারই কৃষ্ণ থাকবে। পরের জন্মে তো একইরকম নাম-রূপ হবে না। ৮৪ জন্মে ৮৪ রকম চেহারা। কৃষ্ণ কাউকে এই জ্ঞান শোনাতে পারবে না। সেই কৃষ্ণ কিভাবে এখানে আসবে? তোমরা এখন এই বিষয়গুলো বুঝেছ। অর্ধেক কল্প ভালো জন্ম হয় এবং তারপর রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। মানুষ যেন একেবারে জন্তুর মতো হয়ে যায়। একে অপরের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে। এভাবেই রাবণের জন্ম হয়। এছাড়া ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হয় না। কতো ভ্যারাইটি প্রজাতি রয়েছে। মোটেও ঐরকম জন্ম নেবে না। বাবা বসে থেকে এইসব বোঝাচ্ছেন। তিনি হলেন সর্বোচ্চ ভগবান। তিনিই আমাদেরকে শিক্ষা দেন। তাঁর পরেই রয়েছেন ইনি। যদি পড়াশুনা না করো তবে কারোর দাস-দাসী হতে হবে। শিববাবার কাছে কি দাস-দাসী হবে? বাবা তো বোঝাচ্ছেন যে এখানে যদি পড়াশুনা না করো তবে সত্যযুগে গিয়ে দাস-দাসী হবে। যারা কিছুই সেবা করে না, কেবল খায় আর ঘুমায়, ওদের আর কি হবে! বুদ্ধিতে তো আসে যে আমি কেমন পদ পাব। আমি তো মহারাজা হব। আমাদের সামনেও আসতে পারবে না। নিজেরাও বুঝতে পারে যে - আমি হয়তো এইরকম হব। কিন্তু তাদের কোনো লজ্জাই নেই। নিজের উন্নতি করে কিছু উপার্জন করার কথা ওরা বুঝতেই পারে না। তাই বাবা বলছেন - ভেবো না যে এগুলো ব্রহ্মাবাবা বলছেন, সব সময় বুঝবে যে স্বয়ং শিববাবা এইসব বলছেন। শিববাবার রিগার্ড তো রাখতেই হবে। ওনার সাথে আবার ধর্মরাজ রয়েছেন। নয়তো ধর্মরাজের কাছে লাঠির বাড়ি থাকে। *কুমারীদেরকে তো খুব হুঁশিয়ার হতে হবে। এমন যেন না হয় যে এখানে শোনার পর বাইরে গিয়েই ভুলে গেলাম। ভক্তিমার্গের কত সামগ্রী রয়েছে। বাবা এখন বলছেন বিষপান বন্ধ করো, স্বর্গবাসী হও। এইরকম স্লোগান বানাও। *শক্তিশালী বাঘিনী হও। অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি আমরা। আর কিসের ভয়।* গভর্নমেন্ট তো ধর্মকেই মানে না। ওরা কিভাবে দেবতা হওয়ার জন্য আসবে। ওরা বলে - আমরা কোনো ধর্মকেই মানি না, আমাদের কাছে সকলেই সমান। তাহলে এইভাবে লড়াই ঝগড়া করছে কেন? কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা। সত্যের টিকিরও দেখা নেই। সবার আগে 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' থেকে এই মিথ্যার

যাত্রা শুরু হয়। হিন্দু ধর্ম বলে তো কোনো ধর্মই নেই। খ্রিস্টানদের একটা নিজস্ব ধর্ম চলে আসছে। ওরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে না। কেবল এটাই একমাত্র ধর্ম যেখানে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে হিন্দু বলে দেয় এবং তারপর কেমন সব নাম রাখতে শুরু করে। শ্রীশ্রী অমুক। এখন শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তো কেউই নেই। এখানে কেউই শ্রীমৎ দিতে পারে না। ওরা যেগুলো বলে সেগুলো ওদের আয়রন এজেড মত। ওগুলোকে কিভাবে শ্রীমৎ বলা যাবে। *তোমরা কুমারীরা একবার দাঁড়িয়ে গেলে যেকোনো মানুষকে বোঝাতে পারবে। কিন্তু ভালো যোগযুক্ত হুঁশিয়ার কন্যা হতে হবে।* আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উন্নতি করার জন্য সর্বদা বাবার সেবাতে যুক্ত থাকতে হবে। কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটানোর অর্থ নিজের পদ মর্যাদা হারানো।

২) বাবার এবং পড়ার রিগার্ড রাখতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার শিক্ষাকে ধারণ করে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে।

বরদান:- নিজেকে বিশ্ব-সেবায় সমর্পিত করার মাধ্যমে মায়াকে দাসীতে পরিণত করে সহজেই সম্পন্ন ভব*
এখন নিজের সময়, সকল প্রাপ্তি, জ্ঞান, গুণ এবং শক্তিগুলো বিশ্ব সেবায় সমর্পিত করো। কোনো সঙ্কল্প এলে চেক করো যে সেই সঙ্কল্প কি বিশ্ব সেবার্থে। এইভাবে বিশ্ব সেবায় সমর্পিত হলে সহজেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। সেবা করার আন্তরিক ইচ্ছায় ছোট-বড় পেপার্স বা পরীক্ষাগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সমর্পণ হয়ে যাবে। তখন আর মায়ার সম্মুখে ঘাবড়ে যাবে না। সর্বদা বিজয়ী হওয়ার খুশিতে নাচতে থাকবে। মায়াকে নিজের দাসী অনুভব করবে। নিজে যদি সেবাতে সমর্পিত হয়ে যাও তবে মায়্যাও স্বাভাবিক ভাবেই সারেন্ডার হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অন্তর্মুখিতার দ্বারা মুখকে বন্ধ করে দিলে ক্রোধ সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের পয়েন্টস্ মনে রাখলে তবে খুশী থাকবে, তোমরা এখন স্বর্গের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছো, বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তির পথ দেখাচ্ছেন"

প্রশ্নঃ - নিজের রেজিস্টারকে ঠিক রাখার জন্য কোন্ অ্যাটেনশন অবশ্যই রাখতে হবে ?

উত্তরঃ - অ্যাটেনশন থাকে যেন মনসা - বাচা - কর্মগার দ্বারা কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? নিজের স্বভাব খুবই ফার্স্ট ক্লাস মধুর যেন হয় । মায়া নাকে-কানে ধরে এমন কোনো কাজ যেন না করিয়ে নেয় যার দ্বারা কেউ দুঃখ পায় । যদি দুঃখ দাও তো খুবই অনুশোচনা করতে হবে। রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে।

গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও ...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। পথ খুবই সহজ বোঝান হয়ে থাকে, তবুও বাচ্চারা ঠোঁকর খেতে থাকে। এখানে বসলে তো বুঝতে পারে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, শান্তিধামে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছেন। খুব সহজ। বাবা বলেন দিন - রাত যতটা সম্ভব স্মরণে থাকো। ওই ভক্তি মার্গের যাত্রা হলো পদযাত্রা। অনেক বাধা তাতে । এখানে তোমরা বসে বসেই স্মরণের যাত্রায় থাকো। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন- দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। শয়তানী অবগুণ গুলি শেষ করতে থাকো। কোনো শয়তানী কাজ করো না, এতে বিকর্ম হয়ে যায়। বাবা এসেছেনই বাচ্চারা, তোমাদেরকে সদা সুখী করতে। কোনো বাদশাহের বাচ্চা হলে বাবা আর রাজস্বকে দেখে বাচ্চা খুশীই হবে । যতই রাজস্ব থাকুক না কেন কিন্তু তবুও শরীরের রোগ ইত্যাদি তো হয়েই থাকে । বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বিশ্বাস আছে যে শিববাবা এসে গেছেন, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। এরপর আমরা স্বর্গে গিয়ে রাজস্ব করবো। সেখানে কোনো প্রকারের দুঃখ থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান আর কোনো মানুষেরই বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা, তোমরাও এখন বোঝো যে পূর্বে আমাদের মধ্যে জ্ঞান ছিলো না। আমরা বাবাকে জানতাম না। মানুষ ভক্তিকে খুবই ভালো মনে করে, অনেক প্রকারের ভক্তি করে। *ভক্তিতে সব হলো স্থূল ব্যাপার। সূক্ষ্ম কোনো ব্যাপারই নেই* । এখন অমরনাথের যাত্রাতে স্থূলতে তো যাবে। সেখানেও হলো সেই লিঙ্গ। কার কাছে যাচ্ছে, মানুষ কিছুই জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা কোথাও ধাক্কা খেতে যাও না। তোমরা জানো যে, আমরা অধ্যয়ন করেই থাকি নূতন দুনিয়ার জন্য। যেখানে এই বেদ- শাস্ত্র থাকেই না। সত্যযুগে ভক্তি হয় না। সেখানে হলোই সুখ। যেখানে ভক্তি আছে সেখানে দুঃখ আছে। এই গোলের চিত্র খুবই ভালো। স্বর্গের গেট এর মধ্যে খুবই ক্লীয়ার। এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এখন আমরা স্বর্গের গেটের সামনে বসে আছি। খুবই খুশী হওয়া উচিত। বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞানের পয়েন্ট গুলিকে স্মরণ করে খুবই খুশীতে থাকতে পারো। জানো যে এখন আমরা স্বর্গের গেটের দিকে চলেছি। সেখানে খুবই কম সংখ্যক মানুষ থাকে। এখানে কতো প্রচুর পরিমাণ মানুষ আছে। কতো ধাক্কা খেতে থাকে। দান-পুণ্য করা, সাধুদের পিছনে বিভোর হয়ে ঘোরা কতো আছে, তবুও ডাক ছাড়ে যে- প্রভু নয়নহীনকে পথ দেখাও... পথ সর্বদা মুক্তি-জীবনমুক্তির চাওয়া হয়। এটা হলো পুরানো দুঃখের দুনিয়া, সেটাও তোমরা জানো। মানুষের জানাই নেই। কলিযুগের সময়কাল হাজার বছর বলে দেয় বলে বিচার অন্ধকারে থাকে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী থাকে যারা জানে যে বরাবরই আমাদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যে রকম ব্যারিস্টারী যোগ, ইঞ্জিনিয়ারিং যোগ হয় ! যারা পড়াশুনা করে তাদের টিচারের কথাই মনে থাকে। ব্যারিস্টারীর জ্ঞান দ্বারা মানুষ ব্যারিস্টার হয়ে যায়। এটা হলো রাজযোগ। আমাদের বুদ্ধি যোগ যুক্ত থাকে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। আমাদের তো খুশীতে একদম পারদ তুঙ্গে উঠে থাকা উচিত। খুবই মধুর হতে হবে। স্বভাব খুবই ফার্স্ট ক্লাস হওয়া উচিত। কেউ যেন না দুঃখী হয়। চায় ও যে কাউকে দুঃখ না দিতে। কিন্তু তবুও মায়া নাকে- কানে চেপে ধরে ভুল করিয়ে দেয়। তারপর ভিতরে অনুশোচনা হয়- আমি শুধু শুধুই ওকে দুঃখ দিলাম। কিন্তু রেজিস্টারে তো খারাপটা এসে গেল যে না! এরকম চেষ্টা করা উচিত- কাউকেই মনসা- বাচা- কর্মগায় যেন দুঃখ না দিই। বাবা আসেনই আমাদের দেবতা করে তুলতে। দেবতার কি আর কাউকে দোষারোপ করে! লৌকিক টিচার পড়ায়, দুঃখ তো আর দেয় না। হ্যাঁ, বাচ্চারা না পড়লে কেউ শাস্তি ইত্যাদি দেয়। আজকাল মারারও রীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক টিচার, তোমাদের কাজ হলো পড়ানো আর সাথে-সাথে মেনার্স (আদবকায়দা) শেখানো। আবার পড়বে - লিখবে তো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। পড়াশুনা না করলে নিজেই ফেল করবে। এই বাবাও রোজ এসে পড়ান, মেনার্স শেখান। শেখানোর জন্য প্রদর্শনী ইত্যাদির প্রবন্ধ রচনা করে। সবাই প্রদর্শনী আর প্রোজেক্টর চায়। প্রোজেক্টরও হাজারটা নেয়। প্রতিটা কথা বাবা খুবই সহজ করে বলেন। অমরনাথেরও সার্ভিস সহজ। চিত্র দ্বারা তোমরা বোঝাতে পারো। জ্ঞান আর ভক্তি কি? জ্ঞান একদিকে,

ভক্তি আর একদিকে। এক তরফ স্বর্গ, আর এক তরফ নরক - একদম ক্লীয়ার। বাচ্চারা, তোমরা এখন যা পড়ছো এটা হলো খুবই সহজ, ভালো করে পড়েও নেয়, কিন্তু স্মরণের যাত্রা কোথায়। এই সমস্ত হলো বুদ্ধির ব্যাপার। আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এই ব্যাপারেই মায়া সাহবস হয়। যোগ একেবারে ভঙ্গ করে দেয়। বাবা বলেন তোমরা সকলে যোগে দুর্বল। ভালো ভালো মহারথীরাও দুর্বল। মনে করে এর মধ্যে এই জ্ঞান খুবই ভালো, সেই জন্য হলো মহারথী। বাবা বলেন ঘোড় সওয়ার, পেয়াদা আছে। মহারথী তারাই, যারা স্মরণে থাকে। উঠতে বসতে স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হবে। না হলে শাস্তিও পেতে হবে আর পদভ্রষ্টও হয়ে যাবে, সেই কারণে নিজের চার্ট রাখলে তোমরা বুঝতে পারবে, বাবা নিজেই বলেন যে আমিও পুরুষার্থ করছি। বারংবার বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। বাবার প্রতি তো খুবই খেয়াল থাকে। তোমরা দ্রুত চলতে পারো। সাথে আবার চলনও শুধরে নিতে হবে। পবিত্র হয়ে তারপর আবার বিকারে অবনতি হলে যা উপার্জন হয়েছিলো উধাও হয়ে যাবে। কারোর উপর ক্রোধ করলে, নুন-জল হলে তো আবার অসুর হয়ে যাবে। অনেক প্রকারের মায়া আসে। সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি। বাবা পুরুষার্থ করতে থাকেন। কুমারীদের জন্য তো খুবই সহজ, এক্ষেত্রে নিজেকে শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। ভিতরের সত্যতা চাই। যদি ভিতর থেকে কারোর প্রতি মন চলে যায় তো আবার চলা যায় না। কুমারীদের, মাতাদেরকে তো ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার কাজে লেগে যাওয়া উচিত। এতে পরিশ্রম আছে। বিনা পরিশ্রমে কিছুই পাওয়া যায় না। তোমাদের ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব প্রাপ্তি ঘটে, কতো পরিশ্রম করা উচিত। ঐ পড়াও বাবা এই জন্যই পড়তে দেন, বলেন - যতক্ষণ এতে সুদৃঢ় হয়ে যাবে, পড়ে যেতে হবে। এরকম না হয় আবার যেন দুজন স্বর্গ থেকে চলে যায়। কারোর নাম রূপে আটকে গেল তো শেষ। ভাগ্যবান বাচ্চাই শরীরের ভাবকে ভুলে নিজেকে অশরীরী মনে করে বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে পারে। বাবা রোজ-রোজ বোঝান- বাচ্চারা তোমরা নিজেকে শরীর ভাবা ছেড়ে দাও। আমরা অশরীরী আত্মারা এখন পরমধাম গৃহে ফিরে যাচ্ছি, এই শরীর এখানেই ত্যাগ করতে হবে, সেটা তখনই ত্যাগ করবে যখন বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করে কর্মাতীত হয়ে যাবে। এতে বুদ্ধির ব্যাপার আছে কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে কি উপায় হবে। বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে, আমরা অশরীরী এসেছি, তারপর সুখের কর্ম সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে আবার রাবণ রাজ্যে বিকারী বন্ধনে আটকে পড়েছি। এখন আবার বাবা বলেন অশরীরী হয়ে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো আত্মাই পতিত হয়েছে। আত্মা বলে পতিত-পাবন এসো। এখন তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলা হতে থাকে। আত্মা হলোই অবিনাশী। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখানে শরীরে এসেইছো ভূমিকাপালন করতে। এটাও বাবা এখন বুঝিয়েছেন, যাদের পূর্ব কল্পে বুঝিয়েছিলেন তারাই আসতে থাকে। এখন বাবা বলেন কলিযুগী সম্বন্ধ ভুলে যাও। এখন তো ফিরে যেতে হবে, এই দুনিয়াই শেষ হবে। এর মধ্যে কোনো সার নেই, তাই তো ধাক্কা খেতে থাকে। ভক্তি করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। মনে করে ভক্তিখুব ভালো। খুব ভক্তি করলে ভগবানকে পাওয়া যায় আর তিনি সঙ্গতিতে নিয়ে যান। এখন তোমাদের ভক্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে। তোমাদের মুখ থেকে 'হে রাম' 'হে ভগবান' ভক্তির এই শব্দও বের হয় না। এটা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান। সতোপ্রধান সত্যযুগে থাকে। সত্যযুগ হলো আরোহণ কলা আবার অবরোহণ কলা হয়। ত্রেতাকেও বাস্তবে স্বর্গ বলা হয়না। স্বর্গ শুধুমাত্র সত্যযুগকেই বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আদি- মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। আদি অর্থাৎ শুরু, মধ্য হাফ তারপর অন্ত। মধ্যবর্তী রাবণ রাজ্য শুরু হয়। বাবা ভারতেই আসেন। ভারতই পতিত আর পবিত্র তৈরী করে। ৮৪ জন্মও ভারতবাসী নেয়। এছাড়া তো নম্বর অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা আসে। বৃষ্ণ বুদ্ধি পায়, আবার ওই সময়ই আসবে। এই কথা আর কারোরই বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও সকলে ধারণ করতে পারবে না। এই ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে থাকলে তখনও খুশীতে থাকে। এখন বাবা এসেছেন, আমাদের নিয়ে যেতে। সত্যিকারের প্রিয়তম এসেছেন, যাঁকে আমরা ভক্তি মার্গে প্রচুর স্মরণ করতাম, তিনি এসেছেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মানুষ মাত্রই এটা জানে না যে শাস্তিও কাকে বলা হয়। আত্মা যো হলোই শান্ত স্বরূপ। এই অরগ্যান্স প্রাপ্ত হয় তখন আবার কর্ম করতে হয়। বাবা- যিনি হলেন শান্তির সাগর, তিনি সবাইকে নিয়ে যান। তখন সকলের শান্তি প্রাপ্ত হবে। সত্যযুগে তোমাদের শান্তিও থাকবে, সুখও থাকবে। বাকি সব আত্মারা চলে যাবে শান্তিধাম। বাবাকেই শান্তির সাগর বলা হয়। এটাও অনেক বাচ্চা ভুলে যায়, কারণ দেহ- অভিমানে থাকে, দেহী-অভিমানী হয় না। বাবা তো সকলকেই শান্তি প্রদান করেন। চিত্রে সঙ্গমে গিয়ে দেখাও। এই সময় সব হলো অশান্ত। সত্যযুগে তো এতো ধর্ম হবেই না। সব শান্তিতে চলে যাবে। সেখানে মন ভরে শান্তি পাওয়া যাবে। তোমাদের রাজস্বের শান্তিও আছে, সুখও আছে। সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে তোমাদের। মুক্তিধাম বলা হয় সুইট হোমকে। সেখানে পতিত, দুঃখী, কেউ থাকবে না। দুঃখ- সুখের কোনো ব্যাপারই নেই। তাই শান্তির অর্থ বোঝে না। রাণীর হারের উদাহরণ আছে না! এখন বাবা বলেন, শান্তি-সুখ সব নাও। আয়ুজ্ঞান ভব....সেখানে কায়দা অনুসারে বাচ্চাও হবে। বাচ্চা পাওয়া যাবে তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। শরীর ছাড়ার টাইম হয়ে থাকলে সাক্ষাৎকার হয়ে যায় আর শরীর খুশীতে ছেড়ে দেবে। যেরকম বাবার খুশী থাকে যে না--শরীর ছেড়ে দিয়ে আমি এটা হবো, এখন অধ্যয়ন করছি। তোমরাও জানো যে আমরা সত্যযুগে যাবো। সঙ্গমেই তোমাদের বুদ্ধিতে

এইটা থাকে। তাই কতো খুশীতে থাকতে হবে। যতো উচ্চমানের পড়া ততই খুশী। আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন। এম অবজেক্ট সামনে থাকলে তো প্রচুর খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু চলতে চলতে পড়ে যায়। তোমাদের সার্ভিস তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন কুমারীরা ময়দানে আসবে। বাবা বলেন নিজেদের মধ্যে নুন জল হয়ো না। যখন জানো যে আমরা এমন দুনিয়াতে যাবো যেখানে বাঘে- ছাগলে একসাথে জল পান করে, সেখানে তো প্রতিটি জিনিস দেখলেই মন খুশী হয়ে যায়। নামই হলো স্বর্গ। তাই কুমারীরা লৌকিক মা-বাবাকে বলুক- এখন আমরা সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন কাম হলো মহা শত্রু। এখন আমি যোগিনী হয়েছি সেই কারণে পতিত হতে পারছি না। কথা বলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। এই কুমারীরা যখন বের হবে, তখন দেখবে কতো ভাড়াভাড়ি সার্ভিস হচ্ছে। কিন্তু দরকার নষ্টমোহার। একবার মরে গেলো তো আবার স্মরণে কেন আসবে! কিন্তু অনেকের বাড়ী বাচ্চা ইত্যাদির কথা মনে আসতে পারে, বাচ্চা ইত্যাদির স্মরণ আসতে থাকে। এরপর বাবার সাথে কীভাবে যোগ যুক্ত হবে! এক্ষেত্রে তো এটাই বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা হলাম বাবার। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে চলেছে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করার জন্য যতটা সম্ভব অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। শরীরের ভাব একদম ভুলে যেতে হবে। কারোর নাম - রূপ স্মরণে যেন না আসে - এই পরিশ্রম করতে হবে।

২) নিজের আচরণের চার্ট রাখতে হবে - কখনোই আসুরিক আচার আচরণ করতে নেই। হৃদয়ের সত্যতা দ্বারা নষ্টমোহ হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সার্ভিসে নিযুক্ত হতে হবে।

বরদান:- নিজের মহানতা আর মহিমাকে জানা, সকল আত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্ব দ্বারা পূজনীয় ভব* প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চা বর্তমান সময়ে বিশ্বের সকল আত্মাদের মধ্যে হল বিশ্বের সকল আত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর ভবিষ্যতে বিশ্বের দ্বারা পূজনীয়। নম্বর অনুক্রমে হলেও মালার শেষ দানাটিও বিশ্বের সামনে মহান। আজ অবধি ভক্ত আত্মারা জপমালার শেষ দানাটিকেও নয়নের উপরে রেখে থাকে। কেননা সব বাচ্চারাই হল বাবার নয়নের তারা, নয়নের জ্যোতি। যে একটি বারের জন্যও মন থেকে, অন্তর থেকে নিজেকে বাবার বাচ্চা বলে বিশ্বাস যের সাথে মেনেছে, ডাইরেক্ট বাবার বাচ্চা হয়েছে, মহান বা পূজনীয় হওয়ার লটারি বা বরদান তার প্রাপ্ত হয়েই যায়।

স্লোগান:- স্থিতি সর্বদা সম্পদে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট যদি থাকে, তবে পরিস্থিতি গুলিও বদলে যাবে।*

মম্মা শক্তি তথা নিভীকতার শক্তি

আজ বৃক্ষপতি তাঁর নতুন বৃক্ষের ফাউন্ডেশন বাচ্চাদের দেখছেন। বৃক্ষপতি নিজ বৃক্ষের কাণ্ডকে দেখছেন। বৃক্ষপতির লালন-পালনে প্রতিপালিত শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ বাচ্চাদের দেখছেন। আদি দেব নিজের আদি রত্নদের দেখছেন। প্রত্যেক রত্নের মহত্ব, বিশেষত্ব তাদের নিজস্ব। যেমনই হোক, সবাই নতুন রচনার নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মা, কারণ বাবাকে চিনে নেওয়ার স্বীকৃতিতে, বাবার কার্যে সহযোগী হওয়ায় তারা নিমিত্ত হয়েছে এবং অনেকের সামনে এক্সাম্পল হয়েছে। দুনিয়া না দেখে, যিনি নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন সেই একাধিপতিকে তোমরা দেখেছ। অটল নিশ্চয় এবং সাহসিকতা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করেছে, এইজন্য তোমরা বিশেষ আত্মা। বিশেষ আত্মাদের বিশেষ রূপে সংগঠিতভাবে দেখে বাপদাদাও উৎফুল্ল হন এবং এমন বাচ্চাদের মহিমা-গীত গান। চির পরিচিত বাবাকে চিনেছ আর বাবা, তোমরা যেমন ছিলে, যেভাবে ছিলে, তোমাদের পছন্দ করে নিয়েছেন। কারণ হৃদয়নিধির পছন্দ প্রকৃত হৃদয়বান। দুনিয়ার জ্ঞানগম্য না থাকলেও কিন্তু দুনিয়ার বুদ্ধি-চাতুর্য বাবার পছন্দ নয়, হৃদয়বান পছন্দ। বাবা তো এত বড় মগজ দিয়ে দেন যাতে রচয়িতাকে জেনে রচনার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ জেনে নিতে পার, সেইজন্য বাপদাদা সহৃদয়তা পছন্দ করেন। নম্বরও তৈরি হয়, প্রকৃত স্বচ্ছ হৃদয়ের আধারে। সেবার আধারে নয়। সেবাতেও সহৃদয়তার সাথে সেবা করেছে নাকি শুধু বুদ্ধি কৌশলের আধারে সেবা করেছে! হৃদয়ের আওয়াজ হৃদয়ের কাছে পৌঁছায়, মগজের আওয়াজ মগজ পর্যন্তই পৌঁছায়।

আজ বাপদাদা হৃদয়বানদের লিস্ট দেখছিলেন। চালাকচতুর নাম কামায় আর হৃদয়বান আশীর্বাদ উপার্জন করে। তাইতো দুটো মালা তৈরি হচ্ছিল, কারণ আজ সূক্ষ্ম বতনে অ্যাডভান্সে যাওয়া আত্মারা ইমার্জ ছিল। সেই বিশেষ আত্মারা অন্তরঙ্গভাবে আধ্যাত্মিক আলাপচারিতা করছিল। মুখ্য বার্তালাপ কি ছিল? তোমরাও তো সবাই বিশেষ আত্মাদের ইমার্জ করেছে, তাই না! বতনেও আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনা চলছিল, বর্তমান সময় আর সম্পূর্ণতার সময়ের মধ্যে এখনও কতটা ফারাক রয়ে গেছে! কতো নম্বর তৈরি হয়েছে? নম্বর তৈরি হয়েছে নাকি এখনও হওয়া বাকী আছে? নম্বরানুক্রমে সবাই স্টেজে আসছে, তাই না! অ্যাডভান্স পার্টি জিজ্ঞাসা করেছে, আমরা তো অ্যাডভান্সের কার্য করছি, কিন্তু আমাদের সাথী আমাদের কার্যে কি বিশেষ সহযোগ দিচ্ছে? তারাও মালা প্রস্তুত করছে। কোন্ মালা তারা প্রস্তুত করছে? নতুন দুনিয়ার শুরুতে কার কোথায় জন্ম হবে, সেটাই স্থির হচ্ছে। তাদেরও নিজের কার্যে সূক্ষ্ম শক্তিশালী মম্মার বিশেষ সহযোগ প্রয়োজন। শক্তিশালী স্থাপনের জন্য যে নিমিত্ত হওয়া আত্মারা আছে তারা নিজেরা যদিও পবিত্র, কিন্তু লোকের এবং প্রকৃতির বায়ুমন্ডল তমোগুণী। অতি তমোগুণীর মাঝে অল্প সতোগুণী আত্মারা কমল পুষ্পসম, সেইজন্য আজ আধ্যাত্মিক আলাপচারিতায় তোমাদের অতি স্নেহী শ্রেষ্ঠ আত্মারা সহাস্যে বলেছিল যে আমাদের সাথীদের এতবড় সেবার স্মৃতি আছে নাকি সেন্টারেই বিজি হয়ে গেছে, নাকি জোনে বিজি হয়ে গেছে?

প্রকৃতি পরিবর্তনের এত সমস্ত কার্য, তমোগুণী এত আত্মার বিনাশ যে বিধিতেই হোক, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু, অকাল মৃত্যু, সমষ্টিগতভাবে মৃত্যু, সেই আত্মাদের ভাইব্রেশন কতো তমোগুণী হবে, তাদের পরিবর্তনে শক্তিশালী হওয়া এবং এইরকম রক্তক্ষয়ী বায়ুমন্ডলকে ভাইব্রেশন থেকে সেফ রাখা আর সেই আত্মাদের সহযোগ দেওয়া - এই বিশাল কার্যের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে? নাকি কেউ এলো তাকে বোঝালে, থেলে - এতেই সময় চলে যাচ্ছে না তো? তারা জিজ্ঞাসা করছিল। আজ বাপদাদা তাদের সমাচার শুনাচ্ছেন। এমন অপরিসীম কার্য করার নিমিত্ত কে? শুরুতে যখন তোমরা নিমিত্ত হয়েছে, তখন অন্তেও পরিবর্তনের বিশাল কার্যে তোমাদেরই নিমিত্ত হতে হবে, তাই না! কথিত আছে, শেষ যে ভালো করে, সেই সবকিছু করে, (যার শেষ ভালো তার সব ভালো)। গর্ভ মহলও প্রস্তুত করতে হবে, তখনই তো যোগবলের দ্বারা নতুন রচনার শুরু হবে। যোগবলের জন্য মম্মা শক্তি আবশ্যিক। নিজের সেফটির জন্যও মম্মা শক্তি সাধন হবে। মম্মা শক্তির দ্বারাই নিজের অন্ত সুন্দর বানানোর নিমিত্ত হতে পারবে। নয়তো সাকার সহযোগ সময়কালে সার্কমস্ট্যান্স অনুযায়ী প্রাপ্ত নাও হতে পারে। সেই সময় মম্মা শক্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প শক্তি, যদি একের সাথে লাইন ক্লিয়ার না হয়, নিজের দুর্বলতা পশ্চাত্তাপরূপে ভূতের মতো অনুভব হবে, কারণ দুর্বলতা স্মৃতিতে আসায় ভয় ভূতের মতন অনুভব হবে। এখন যদিও বা তোমার যা ইচ্ছা করছ, কিন্তু অন্তে ভয় অনুভব হবে, সেইজন্য এখন থেকে বিশাল সেবার জন্য এবং নিজের সেফটির জন্য মম্মা শক্তি এবং নিভীকতার শক্তি সঞ্চয় কর, তখনই অন্ত সুন্দর হবে আর অসীম জগতের কার্যে সহযোগী হয়ে বিশাল বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হবে। এখন তোমাদের সাথী তোমাদের সহযোগের প্রতীক্ষা করছে। তোমাদের কার্য যদিও আলাদা আলাদা,

কিন্তু উভয়ই পরিবর্তনের নিমিত্ত। তারা তাদের রেজাল্ট শোনাচ্ছিল।

অ্যাডভান্স পার্টি নিজেরা কেউ কেউ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আহ্বান করার জন্য তৈরি হয়েছে আর অন্যরাও তৈরি হচ্ছে, কেউ কেউ এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা তৈরি করাতে নিযুক্ত আছে। তাদের সেবার সাধন মিত্রতা এবং নৈকট্যের সম্বন্ধ, যার দ্বারা ইমার্জ রূপে তারা জ্ঞান চর্চা করে না, কিন্তু জ্ঞানী আত্মার সংস্কার থাকার কারণে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ সংস্কার, শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন আর সদা হোলি আর হ্যাপি চেহারা পরস্পরকে প্রেরণা দেওয়ার কাজ করছে। হয়তো আলাদা আলাদা পরিবারে আছে, কিন্তু কোনও না কোনও সম্বন্ধ বা মিত্রতার আধারে পরস্পরের সম্পর্কে আসায় আত্মা নলেজফুল হওয়ার কারণে এই অনুভূতি হতে থাকে যে ইনি আপন বা কাছের। আপন বোধের আধারে পরস্পরের পরিচিতি স্বীকৃত হয়। এখন সময় সমাপ্ত, সেইজন্য অ্যাডভান্স পার্টির কার্য তীব্রগতিতে চলছে। বতনে এইরকম দেওয়া-নেওয়া চলছিল। বিশেষ জগৎ-অম্মা সব বাচ্চাদের প্রতি কিছু মধুর বোল বলছিলেন। স্বপ্ন বোলে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন - "সফলতার আধার সদা সহনশক্তি আর অন্তর্লীন করার শক্তি, এই বিশেষত্বের দ্বারা সফলতা সহজ আর শ্রেষ্ঠ অনুভব হবে।" অন্যরা যা বলেছে, বাবা কি সেটাও শুনিয়েছেন? আজ মিলনের বিশেষ দিন ছিল চিটচ্যাট করার, তাইতো প্রত্যেকে নিজের অনুভবের বর্ণন করছিল। আচ্ছা আর কার অনুভব শুনবে? (দাদা বিশ্ব কিশোরের) কার্যতঃ উনি স্বপ্নভাষী, কিন্তু যা বলেন তা' দুটতার সাথে (শক্তিশালী) বলেন। তাঁরও একটা বোলেই সমস্ত অনুভব ছিল, যে কোনও কার্যে সফলতার আধার "অটল নিশ্চয় আর নেশাসম্পন্ন।" যদি নিশ্চয় অটল থাকে তাহলে নেশা স্বতঃই অন্যেরও অনুভব হয়, সেইজন্য তাঁর কাছে নিশ্চয় আর নেশা ছিল সফলতার আধার। এটাই ছিল তাঁর অনুভব। সাকার বাবার যেমন সদা নিশ্চয় আর নেশা ছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে বিশ্ব মহারাজ হতে চলেছেন। সেইরকম বিশ্বকিশোরেরও এই নেশা ছিল যে, 'আমি বিশ্ব মহারাজের প্রথম প্রিন্স।' বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁর এই নেশা অটল ছিল। সুতরাং সমতা তো হয়েই গেল, তাই না! যারা সাথে ছিল, তারা তো এইরকম দেখেছে, তাই নয় কি!

আচ্ছা - দিদি কি বলেছেন? দিদি অন্তরঙ্গভাবে খুব ভালো আধ্যাত্মিক আলাপচারিতা করছিলেন। তিনি বলেছেন, আপনি বিনা সংবাদে কেন ডেকেছেন? ছুটি নিয়ে আসতাম, তাই না! যদি আপনি বলতেন তবে তো আমি ছুটি নিয়ে প্রস্তুত থাকতাম। আপনি ছুটি দিতেন? বাপদাদা বাচ্চাদের সাথে মনখোলা অধ্যাত্ম আলাপ-আলোচনা করছিলেন - দেহসহ দেহের সম্বন্ধ, প্রত্যেকের সঙ্গে দেহ সম্বন্ধের সংস্কার, যদি লৌকিক নাও হয় তবে অলৌকিক তো আছে! অলৌকিক সম্বন্ধের প্রতি, দেহের প্রতি, সংস্কারের প্রতি নষ্টমোহ হওয়ার বিধি, এইসবই ড্রামাতে স্থিरीকৃত হয়ে আছে, সেইজন্য অন্তে সবার থেকে নষ্টমোহ হয়ে নিজের ডিউটিতে পৌঁছে গেছে। বিশ্বকিশোর কিছুটা জানত, কিন্তু তার যাওয়ার সময় উপস্থিত হলে সেই মুহূর্তে সেও সবকিছু ভুলে গেছিল। ড্রামাতে নষ্টমোহ হওয়ার এই বিধিও স্থির হয়েছিল, যা রিপোর্ট হয়েছে, কারণ কিছুটা তার নিজের পরিশ্রম আর ড্রামা অনুসারে বাবাও সহযোগ দিয়েছিলেন তাঁকে কর্মবন্ধনমুক্ত হতে। অনেকদিনের যে সহযোগী বাচ্চা হয়ে থেকেছে, *এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়* এই সাবজেক্টে পাশ করে থাকে, শুধুমাত্র এক বাবাকে যারা এইরকম অনুভব করে, বাবা তাদের এমন এক বিশেষ সময়ে নিশ্চিত সহযোগ দেন। কেউ কেউ ভাবে, এরা কি সব কর্মাতীত হয়ে গেছে! এটাই কর্মাতীত স্থিতি? যাই হোক, আদি থেকে যারা সহযোগী থেকেছে এমন বাচ্চারা এক্সট্রা সহযোগ লাভ করেছে, সেইজন্য তাদের নিজেদের পরিশ্রম কিছুটা কম প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাবার সহায়তা সেই সময় অন্তে এক্সট্রা মার্কস দিয়ে পাস উইথ অনার্স বানিয়ে দেয়। সেটা গুপ্ত থাকে আর সেইজন্য প্রশ্ন ওঠে, এইরকম হয়েছিল? যতই হোক, এতো তাদের সহযোগের রিটার্ন। যেমন কথিত আছে - প্রয়োজনে কাজে লাগে। সুতরাং যারা হৃদয় থেকে সহযোগী থেকেছে তাদের সেইরকম সময়ে এক্সট্রা মার্কস রিটার্ন রূপে প্রাপ্ত হয়। বুঝেছ - এই রহস্য? সেইজন্য নষ্টমোহ হওয়ার বিধিতে এক্সট্রা মার্কসের গিস্ট দ্বারা তারা সফলতা প্রাপ্ত করে নিয়েছে। বুঝেছ - জিজ্ঞাসা তো করতে থাক, অবশেষে কি ঘটেছে! সেইজন্য আজ এই আধ্যাত্মিক আলাপ আলোচনা বাবা শোনাচ্ছেন। আচ্ছা, দিদি কি বলেছেন? তাঁর অনুভব তো সবাই জানোই, তিনি এই কথাই বলছিলেন যে সদা বাবা আর দাদার আঙুল ধর অথবা তোমার আঙুল তাঁকে দাও, হয় তাঁকে বাচ্চা বানিয়ে আঙুল ধর, নচেৎ বাবা বানিয়ে আঙুল দাও। উভয় রূপে প্রতি পদে আঙুল ধরে সঙ্গের অনুভব করে এগিয়ে চলো, এটাই আমার সফলতার আধার। তাইতো আত্মাদের মধ্যে এই বিশেষ আধ্যাত্মিক আলাপচারিতা হয়েছে। আদি রত্নদের সংগঠনে তিনি (দিদি) কীভাবে মিস্ হবেন, সেইজন্য তিনি ইমার্জ ছিলেন। আচ্ছা - সেতো ছিল অ্যাডভান্স পার্টির বার্তালাপ, তোমরা কি করবে?

অ্যাডভান্স পার্টি তাদের কাজ করছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে অ্যাডভান্স ফোর্স ভরে নাও যার দ্বারা পরিবর্তন করার কার্যের কোর্স সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ সেটাই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনই অসীম জগতের সেবাধারী হয়ে অসীম জগতের

বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে। প্রত্যক্ষতার কাড়ানাকাড়া এই সৃষ্টিতে বাজছে, সেটা তোমরা খুব শীঘ্রই শুনতে পাবে। চতুর্দিক থেকে একই কাড়া, একই সুরে বাজবে - "আমরা তাঁকে পেয়ে গেছি, তিনি এসে গেছেন।" এখন তো অনেক কাজ বাকী আছে। তোমরা বুঝতে পারছ যে সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। এখনও তো বাণী দ্বারা তাদের পরিবর্তনের কার্য চলছে। এখন তোমাদের বৃত্তি দ্বারা তাদের বৃত্তি বদলাতে হবে, সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্প। এখনও তো এই রিসার্চ শুরুও করনি। যদি তোমরা অল্প অল্প শুরুও করে থাক, তা'তেই বা কি! এই সূক্ষ্ম সেবা নিজে থেকেই অনেক দুর্বলতার উর্ধ্বে তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমরা ভাবো এটা কীভাবে হবে! যখন তোমরা নিজেরা এই সেবায় বিজি থাকবে, তখন আপনা থেকেই বায়ুমন্ডল এমন তৈরি হয়ে যাবে যে তোমাদের সমস্ত দুর্বলতা নিজেদেরই স্পষ্ট অনুভব হবে, আর বায়ুমন্ডলের কারণে তোমরা অপ্রস্তুত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তোমাদের বলতে হবে না। তোমরা তো দেখে নিয়েছ, অন্যদের যখন বলতে হয় তখন কি হয়! সেইজন্য এখন সেইরকম প্ল্যান বানাও। পড়ুয়াদের সংখ্যা আরো বাড়বে, এর চিন্তা ক'রনা। আয়ও অনেক বাড়বে, এরও চিন্তা ক'রনা। তোমাদের বাড়ীও থাকবে, এরও চিন্তা ক'রনা। সব কিছু সফল হবে। এই বিধি এমন যে তোমরা সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে। আচ্ছা।

শক্তির অনেক আছে। আদিতে শক্তিরাই বেশি নিমিত্ত হয়েছিল। গোল্ডেন জুবিলিতেও শক্তিরাই বেশি ছিল। পাণ্ডবরা সংখ্যায় গোনার মতো। তবুও পাণ্ডবরা আছে। ঠিকই আছে, সাহসের সাথে আদিতে সহন করার প্রমাণ তো এরাই সব আদি রত্ন। বিঘ্ন বিনাশে নিমিত্ত হয়ে, নিমিত্ত বানানোর কার্যে অমর থেকেছে, সেইজন্য বাপদাদারও অবিনাশী, 'অমর ভব'র বরদান প্রাপ্ত বাচ্চারা সদা প্রিয়। আর এই সকল আদি রত্ন স্থাপনার আবশ্যিক সময়ের সহযোগী, সেইজন্য এইরকম নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের, কোনও কঠিন সঙ্কট উপস্থিত হলে সেই অসময়ের সহযোগী আত্মাদের, বাপদাদাও তাদের সহযোগের রিটার্ন দেন, সেইজন্যই তোমরা সবাই যে কেউই এমন সময়ে নিমিত্ত হয়েছ, তার এই এক্সট্রা গিস্ট ড্রামাতে স্থিরীকৃত হয়ে আছে, এই কারণে তোমরা এক্সট্রা গিস্টের অধিকারী। বুঝেছ?

মাতাদের বিন্দু বিন্দু দিয়ে গড়া ধনরাশি (তলাব) থেকে স্থাপনের কার্য শুরু হয়েছে এবং এখন সফলতার নিকটস্থ প্রায়। মাতাদের হৃদয়ের উপার্জন, কোন ব্যবসা ইত্যাদির রোজগার নয়। হৃদয়ের উপার্জন এক হাজারের সমান। স্নেহের বীজ বপন হয়েছে, সেইজন্য স্নেহ-বীজের ফল ফলপ্রসূ হচ্ছে। অবশ্যই পাণ্ডবরাও তাদের সাথে আছে। পাণ্ডব ব্যতীত কোন কার্য তো চলে না, কিন্তু বেশি সংখ্যা শক্তিদেব, সেইজন্য পাঁচ পাণ্ডব লিখে দিয়েছে। যেমনই হোক, প্রবৃত্তির দায়িত্ব পালন করেও তারা স্বাভাবিক বজায় রেখে বাবার প্রিয় হয়ে সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রমাণ দিয়েছে, তাইতো পাণ্ডবও কম নয়। শক্তিদেব সর্বশক্তিমান গাওয়া হয়েছে তো পাণ্ডবের পাণ্ডবপতি গাওয়া হয়েছে, সেইজন্য যেভাবে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, সেইভাবে সদা নিমিত্ত হওয়ার স্মৃতিতে নিরন্তর এগিয়ে চলো। আচ্ছা!

সদা পদমাপদম ভাগ্যের অধিকারী, সদা সফলতার অধিকারী, সদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ আধারমূর্ত মনে করে সকলের উদ্ধার করে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- অনুভবের গভীরতার গবেষণাগারে থেকে নতুন রিসার্চ করে অন্তর্মুখী ভব*
যখন নিজের মধ্যে প্রথম সব অনুভব প্রত্যক্ষ হবে তখনই প্রত্যক্ষতা হবে, সেইজন্য অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের যাত্রা এবং সব প্রাপ্তির গভীরতায় গিয়ে রিসার্চ কর, সঙ্কল্প ধারণ কর আর তারপরে সেটার পরিণাম অথবা সাফল্য দেখ, যে সঙ্কল্প করেছে তা সফল হয়েছে নাকি না? অনুভবের গভীরতার প্রয়োগশালাতে এমনভাবে থাক, যাতে অন্যেরা উপলব্ধি করে যে তোমরা সবাই এই সংসারের উর্ধ্বে বিশেষ ভালোবাসায় মগ্ন। কর্ম করতে করতে যোগের পাওয়ারফুল স্টেজে থাকার অভ্যাস বাড়ান। ঠিক যেমন তোমাদের বাণীতে আসার অভ্যাস আছে, সেইরকম আধ্যাত্মিকতায় থাকার অভ্যাস কর।

স্লোগান:- সন্তুষ্টতার সীটে বসে যারা পরিস্থিতির খেলা দেখে, তারাই সন্তুষ্টমণি।*